সাংবাদিকতা শিকড় থেকে শিখর

শাহেদ জাহিদী

যে কোনও মাধ্যমে সাংবাদিকতার জন্য। সহজ ভঙ্গিতে, আড্ডার আদলে। বয়স-পেশা- অবস্থান নির্বিশেষে যে কারো উপযোগী। মিডিয়া জগত নিয়ে যদি আপনার আগ্রহ নাও থাকে, এটি হাতে নেবার পর থেকেই দেখবেন অন্য একজন হয়ে গেছেন। অজানা, অভাবিত তথ্যগুলো নাড়া দেবেই। আর মিডিয়ায় অনাগত-নবাগত এবং তথাকথিত বা স্বঘোষিত সিনিয়রদের জন্য এটি হচ্ছে দাওয়াই। সাংবাদিকতার কলা কৌশল, কল্যাণী শক্তি এবং বিভিন্ন ইতিবাচক সম্ভাবনা নিয়ে ঝরঝরে ধারণা যোগাবে। থাকছে মিডিয়াকে জনঘনিষ্ঠ করার প্রস্তাবনাও। যারা একদম আনকোরা। হাতেখড়ি নিতে চায় সাংবাদিকতায়। কিংবা যাদের কৌতূহল আছে মিডিয়া নিয়ে। কি শহর কি গ্রামীণ পর্যায়ে। সবার জন্যই নির্ভরযোগ্য। উপস্থাপনা ও বর্ণণাভঙ্গি নিতান্তই সহজ-সরল। মিডিয়ায় আগ্রহী-অনাগ্রহী উভয়কে এবং বয়স-পেশা-অবস্থান নির্বিশেষে যে কাউকে টেনে নেবে বিষয়ের গভীরে। আস্থাভাজন ফ্রেন্ড, ফিলোসফার এবং গাইড হয়ে নিবিড়ভাবে চিনিয়ে দেবে চেনা-জানা অস্পষ্ট আর নোতুন সব গলি-ঘুপচি। শানিত করবে চিন্তা চেতনাকে।

www.pathagar.com

শাহেদ জাহিদী

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশক
খান মাহবুব
পলল প্রকাশনী
৪৭ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা
সেল: ০১৭১১৩৬৩০৩০

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

SANGBADIKATA : SHIKAR THEKE SHIKHAR
by Shahed Zahidi
Published by Palal Prokashani, 47 Aziz Market, Shahbag, Dhaka, Bangladesh, Published in February 2016, Price Tk. 200. US$ 5

Online Distributor: www.rokomari.com
ISBN: 984-70090-0012-6

www.pathagar.com

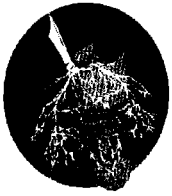

উ ৎ স র্গ

১. রাজধানী কিংবা শহর থেকে দূরের সেইসব সাংবাদিক, যাঁরা কাজ করেন শত আপদ-বিপদ উপেক্ষা করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এসি'র হাওয়ায় আয়েশে কাটানো 'বস'রা যাদের শ্রমের দাম না দিতে পেরেও বিব্রত হন না। উল্টো অস্থির তাগাদা দেন, এলাকার নামকরা খানা-খাদ্য কিংবা আর কিছু বয়ে আনার জন্য...

২. সাংবাদিকতাকে পেশা বানাতে চেয়ে অপেশাদার পদস্থদের কারণে যাঁরা অপদস্থ। তোয়াজ, তোষামোদি আর দলবাজি করতে রাজি না হওয়ায় যাঁরা কোনঠাসা। অপমানিত-বঞ্চিত-নির্যাতিত হয়েও যাঁরা লেগে আছেন, শুধুই কাজটাকে ভালোবেসে...

www.pathagar.com

কেন লিখতে হলো...

পাঠ্যবই গুলিয়ে খাইয়ে সাংবাদিক তৈরির ফর্মুলায় বিশ্বাসী নন লেখক। কেন? সেটি ভালো বুঝবেন, যারা প্র্যাটিক্যাল সংবাদযুদ্ধে ডিগ্রিধারী সাংবাদিকদের সহযোদ্ধা। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্যামন জানি রোবোটিক! মিছে বড়াই করেন অ্যাকাডেমিক শিক্ষার। খালি বইএ পড়া সংজ্ঞা, সূত্র, ফর্মুলা ইত্যাদি হাতড়ে ফেরেন। ওদিকে বেজে চলে ডেডলাইনের ঘন্টি। অনিবার্য ফল -জিরো। তাই সাহিত্য বা অন্য কলা চর্চার মতো সাংবাদিকতাও যে পারে সে পারে। আর টেক্সট বই নয়, জরুরী হচ্ছে অন্তরে ও চেতনায় এর জন্য তাগিদ-তারণা। আর এটি যার মধ্যে কাজ করে কেবল তার জন্যই সিম্পলি সহায়ক হতে পারে টেক্সট বই। কে বলতে পারে, হয়তো আপনার এই চর্চা পর্বে, সৃজনশীলতা ও স্বকীয়তা গুণে বেরিয়ে আসতে পারে নোতুন কোন তত্ত্ব, সূত্র, পদ্ধতি। যা সামনে পাঠ্য হয়ে উঠবে। তাই বেশি করে স্বাগত জানানো দরকার-স্বাধীন চিন্তা চেতনাকে, সৃষ্টিশীলতাকে।

আর পাঠ্য বই যখন এবং যাদের কাছে বোরিং, সেক্ষেত্রে ফড়িং সুখ এনে দেবে এই প্রকাশনা। একচুয়ালি ভিজুয়ালি লেখা। পড়তে গেলে দেখতে পাবেন। শব্দে শব্দে লুকিয়ে আছে ছবি। মিডিয়ায় অনাগত-নবাগত এবং তথাকথিত বা স্বঘোষিত সিনিয়রদের জন্য এটি হচ্ছে দাওয়াই। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় অ্যাকাডেমিক শিক্ষা এবং সংবাদ ও মিডিয়া জগত এবং এর বিচিত্র বাসিন্দাদের উল্টে পাল্টে দেখবার অভিজ্ঞতার আলোয় সংশোধিত এবং উজ্জ্বল আগামীর এটি আকাঙ্খা পত্র। যে কোন মাধ্যমে সাংবাদিকতায় আগ্রহীদের জন্য এটি হচ্ছে তাবিজ-কবজ। বয়স নির্বিশেষে আধুনিক এবং ব্যস্ত পাঠক-দর্শক উভয়েরই জন্য রিলিফ। যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় ইঁদুর দৌড় এবং সময় সল্পতা বিবেচনায় উপস্থাপিত হলো স্লিম ফিগারে। অর্থহীনভাবে অযথা অর্থ অপচয় করে যারা মেদবহুল 'বই' উল্টে পাল্টে প্রতারিত-পীড়িত, শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান দিয়ে তাদের প্রীত করার লক্ষ্যে এই আয়োজন। কথার ফানুস আর ভাবনার ফেনামুক্ত।

দেশে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। অথচ তৈরি হয় নি সুশৃঙ্খল পরিবেশ, পেশাদারিত্ব। যে কারণে নিছক দলবাজি সূত্রে কোন সাংবাদিক নেতাকে দুই

www.pathagar.com

নৌকায় (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) পা দিয়ে দখলদারি কায়েমে মরিয়া দেখা যায়। এভাবেই ভারসাম্যহীনভাবে এগিয়ে চলেছে আমাদের গণমাধ্যম, এমনি 'মেধাবী' নেতাদের নেতৃত্বে। সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হবার কথা যাদের, ব্যস্ত তারা দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক শক্তির তাবেদারি নিয়ে।

সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় রাজনৈতিক চিন্তা, দল দুর্বলতা দূরে সরিয়ে রাখবেন, স্বাভাবিকভাবেই এটি কাম্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এদেশে সংবাদকর্মীরা মোটা দাগে দুটি রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত। স্বার্থবাদী গুটিকয়েক নেতার কারণে গোটা সাংবাদিক সমাজ মোটা দাগে দুই ভাগ এবং ভেতরে ভেতরে রীতিমতো মারমুখী অবস্থানে। কেউ অতি উৎসাহে, কেউ বাধ্য হয়ে। একদিকে আওয়ামী লীগ প্লাস কিছু বাম ধারার দাবিদার দল, অন্যদিকে বিএনপি, জামাত এবং চরম বাম থেকে ডানে কান্নি খাওয়া লোকজন।

ওদিকে দলবাজি করতে করতে যে পেশার বারোটা বাজানো হচ্ছে সে দিকে তাকানোর ফুরসত নেই এদের কারো। মাঝে মধ্যে সেমিনার-আলোচনায় দুই পক্ষের নেতাদেরই বলতে শোনা যায়, বিভক্ত ইউনিয়নের কারণে পেশাগত স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে না। এটি স্বীকার করেন তারা। তারপরও নাকি এক হওয়া সম্ভব নয়। কেউ আবার যুক্তি দেখান, 'সারা দেশের মানুষইতো দুই ভাগ'। তাহলে কী সাংবাদিকদের দায় বোধ বলে কিছু থাকবে না?

যে সাংবাদিক নেতা একটি টিভি চ্যানেল এবং একটি ঐতিহ্যবাহী দৈনিকের হাল বাগিয়ে বসে আছেন, তিনিই আবার দেখা যায় নবীনদের সাংবাদিকতার ক্লাস নিচ্ছেন, শেখাচ্ছেন পেশাদারিত্ব। অধিনস্তকে ঝাড়ি দিচ্ছেন, এক হাউসে চাকরি করে অন্য কোথাও কন্ট্রিবিউট করার কারণে। এমনি ভন্ডামি, কপটতা, স্ববিরোধিতা সংক্রমিত হচ্ছে দিনে দিনে। অথচ এক সময় সাংবাদিক নেতাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিলো মিডিয়া বিকাশে। নেতিবাচক ধারা ছিলো না, তা কি করে বলি? বর্তমান অবক্ষয়তো সে প্রবণতারই উত্তরসূরী। যেমন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক শহীদ সাবেরের মানসিক বিপর্যয়ের সময়টাতে ইউনিয়ন নেতাদের দায়িত্বপালনের নমুনা ছিলো এইরকম—সুস্থ লোকদের বাঁচাবো, না পাগল সাবেরকে? এই নমুনা থেকেই কি আঁচ করা যায় না, কোথায় এদের শেকড়?

এদেশে সাংবাদিকদের একটি বড় অংশই বাড়াবাড়ি রকমের দলবাজি করেন। নির্ভেজাল চিন্তা-চেতনার বিশেষ করে নবীন সাংবাদিকদের জন্য বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বস গোছের সাংবাদিক যখন অতি মাত্রায় পার্টিজান। তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হলে, তার দলের কিংবা আরেক অর্থে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যবহৃত না হতে পারলে কী খেসারতই না দিতে হয় অধীনস্তকে। চলে সাইকোলজিক্যাল টর্চার। মুখে 'না' না বলেও

www.pathagar.com

কী এক সুচারু কৌশলে ভিকটিমকে বাধ্য করা হয় চাকরি ছাড়তে! এখানে প্রাসঙ্গিক না হলেও কোন কোন নিউজ বস ভয়াবহ রকমের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী। কাজ কতটা কী জানা আছে—সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে যদি নিজের এলাকার লোক, অমুক প্রভাবশালীর সুপারিশ ইত্যাদিকে বড় করে দেখা হয়, সেক্ষেত্রে ভালো কী আশা করা যায়? অথচ এমন হ-য-ব-র-ল দশাই বিরাজ করছে মিডিয়াঙ্গণে।

এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার। এবং ধীরে হলেও তা যে ঘটে চলেছে একথা বললে বাগাড়ম্বর হবে না। এই বদলানোর যুদ্ধের নিউক্লিয়াস হচ্ছে তারুণ্য। আশা করা চলে, নোংরা রাজনীতিসহ যাবতীয় সীমাবদ্ধতার সাংবাদিকতার কবর রচিত হচ্ছে, ভাবতে দোষ কী? একদিন না একদিন তো বদল আনতেই হবে। শাব্দিক অর্থেই সূচনা ঘটাতে হবে পেশাদারি সাংবাদিকতার। ধরে রাখতে হবে সে ধারা, সে চর্চা। নবাগতরা না পারুক, পারবে অনাগত তুর্কী তারুণ্য।

কেন এই লেখালেখি, সেই পেক্ষাপটের বয়ান পূর্ণাঙ্গ হয় না যদি না উল্লেখ করি খান মাহবুবের কথা। প্রথমে তিনি আইডিয়া দিলেন শেকড় পর্যায়ে সাংবাদিকতায় আগ্রহীদের উপযোগী করে একটি বই লিখে দেয়ার জন্য। পরে লিখতে বসে মনে হলো কাজটা এমন হোক, রাজধানী-মফস্বল, পেশাদার-নবীন, সংবাদপত্র-রেডিও-টিভি-অনলাইন নির্বিশেষে সব্বারই যেন কাজে লাগে। তবে অবশ্যই রাজধানীর বাইরের সংবাদকর্মীদের দরকারের দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লেখক-গবেষক-প্রকাশক খান মাহবুবের কথা আরো বিশেষ অর্থে স্মরণ করবো এই জন্য যে, তিনি তাগাদা না দিলে কাজটা আসলে এগুচ্ছিলো না। লক্ষ্য করলাম, তিনি যে কাজটা করেন, তাতে শতভাগ একাত্ম হন। যে কারণে আলসেমি করে কোথাও ফাঁকি দিতে গিয়েও পারিনি। যার ফলে পাঠক বিশেষ দরকারি কিছু মিস করা থেকে রেহাই পাচ্ছেন। আর সে লাভটুক তো আখেরে আমারই। যে কারণে চিরঋণী হয়ে রইলাম এই ধীমান প্রকাশকের কাছে।

এছাড়া আর যারা অনুপ্রাণীত করেছেন এই কাজে :

শোয়েব শাহীন, শর্মিলী শাহরিন, ইলিয়াসউদ্দিন পলাশ, হাসানাত লোকমান, এ কে এম মীজানুর রহমান, মিজান উদ্দিন নান্টু, শওকত শাহীন, হাসান মাস্টার (অব), শিরিন হাসান, শাহরিয়ার রনি, হরেরাম দাস, মাহমুদা সারওয়ার এমিলি, ডা. কার্ত্তিক ঘোষ, বিপাশা ঘোষ, পরীক্ষিৎ চৌধুরী, সালমা ইয়াসমিন, তানিয়া হক, ফারহানা রহমান, এনামুল হক, নুসরাত রীপা। এদের সব্বার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

শাহেদ জাহিদী
shahed_zahidi@yahoo.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

স্বাগত সংবাদ ভুবনে	৯
খবর, খবরের কাগজ, কাগজের মানুষ	১২
কোনটা খবর কোনটা বে খবর	১৪
খবরের মশলা	১৫
স্টোরি তৈরি করবেন কিভাবে	১৬
দুনিয়ার সেরা পেশার শুরুর খোঁজে...	১৮
বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ঐতিহ্য	২০
সংবাদ সূচনা তৈরির জাদু কৌশল	২৪
শিরোপাযোগ্য শিরোনাম চাই	২৮
সাংবাদিকের সাহস-সৌন্দর্য এবং সাফল্য	৩১
চ্যালেঞ্জের মুখে সত্যের সৈনিক	৩৪
কেন অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতা	৩৬
নিউজের নিরিখে ফিচার বুঝুন	৪৩
শেকড় পর্যায়ে সাংবাদিকতা : গত-আজ-আগামী	৪৭
শহর বনাম মফস্বল : খবরঅলার আবার জাত	৪৯
স্থানীয় পত্রিকা সম্পাদক, সংবাদকর্মীর টিপস	৫৩
আরো মোনাজাতের জন্য অপেক্ষা	৫৭
টিভি-ওয়েব সাংবাদিক'র টিপস	৫৯
ক্যামেরা হাতে, ক্যামেরার সামনে	৬৪
ফটো সাংবাদিকতার ধার, এবং কাজের ভার	৬৬
ইন্টারভিউ যখন আর্ট	৬৮
রেডিও-টিভি সংবাদ : স্ক্রিপ্ট লেখার কৌশল	৭২
হাতে-কি বোর্ডে, চোখে-ক্যামেরায়	৭৫
স্টোরির ভাষাশৈলী নিয়ে ভাবা দরকার	৭৯
ভুল নিয়ে চুলচেরা...	৮৪
সাংবাদিকতা ও সাহিত্য- এক বৃন্তে	৯০
নিউজ ম্যাগাজিনে সাংবাদিকতা	৯৪
আদর্শ সাংবাদিকের মডেল	৯৭
সাংবাদিকতার নীতিমালা ও আচরণবিধি	১০০
সাংবাদিকতায় স্বাধীনতা ও আইন	১০৩
হলুদ রংটা বাজে (!), মেশানো যাবে না কাজে...	১০৭
প্রযুক্তি এবং নতুন দিনের সাংবাদিক	১১০
সাংবাদিকতার জরুরী শব্দ ভান্ডার	১১৩

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

- মিডিয়ার অন্দর মহল
- ঘুম তাড়ানি
- চেনা মুখোশ অচেনা মুখ
- সাংবাদিক উপস্থাপক পরিচালক হওয়ার অভিনব উপায়

www.pathagar.com

স্বাগত সংবাদ ভুবনে

সাংবাদিকতা হচ্ছে কলা এবং বিজ্ঞান দুটোই। কলা, কারণ একজন সাংবাদিককে জানতে হয়- পাঠক/দর্শক/শ্রোতার উপযোগী করে স্টোরি কিভাবে পরিবেশন করতে হবে। বিজ্ঞান, কারণ-পরিবেশিত স্টোরি হওয়া দরকার নির্ভুল, বস্তুনিষ্ঠ। আর এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় আধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনারিজ।

এবং ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতার ৮০ ভাগই হচ্ছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি। বাকিটা কলা।

বিশ্বজুড়ে এখন ডিজিটাল বা অনলাইন সাংবাদিকতাও জমে উঠেছে বেশ। এদেশেও চর্চা চলছে ওয়েব ভিত্তিক সাংবাদিকতার। প্রত্যন্ত এলাকায় দেখা মেলে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম কিংবা দি এডিটরস সংবাদদাতার। কাজ করছেন তারা নেটে বসে। ই-মেইলে, মোবাইল এসএমএস-এ ঝটপট পঠিয়ে দিচ্ছেন খবর, ছবি।

বিকশিত হবার অপেক্ষায় আরও কত না পর্যায়। ইতোমধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ব্লগিং। কোনও ঘটনা/বিষয়'র মনোপলি নেয়ার সুযোগ একেবারেই থাকছে না। অপেশাদার কেউ কিংবা সমাজের যে কোনও অবস্থানের যে কেউ অংশ নিতে পারছে সাংবাদিকতায়, জানাতে পাছে মত-ভিন্নমত। শৌখিন কোনও ক্যামেরা পারসন তার তোলা ছবি বা ভিডিও ফুটেজ নিয়ে নাড়া দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে মিডিয়া জগতকে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কমিউনিটি বা সিটিজেন সাংবাদিকতা। সিএনএন এ আই রিপোর্ট নামে একটি পর্ব বরাদ্দ রাখা হয়েছে এর জন্য। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোও পাশ কাটাতে পারছে না এই ট্রেন্ড।

কি প্রিন্ট, কি ইলেকট্রনিক- দুই ক্ষেত্রেই এখন তারুণ্যের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার। নবীন সংবাদকর্মীকে মনে রাখতে হবে, media is a message. একজন সাংবাদিক কি খুঁজছেন, অবশ্যই তার ছবি থাকা চাই মানসপটে। স্টোরি বানাতে হবে পষ্ট এবং পূর্ণ ধারণার ভিত্তিতে।

অনেকেরই ধারণা, প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া হুমকি স্বরূপ। এতো এতো টিভি চ্যানেলের আবির্ভাবে কমে যাবে দৈনিক পত্রিকার চাহিদা। এ শংকার অসারত্ব ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে দেশে। পাশ্চাত্যের চেহারা যদিও ভিন্ন।

আমাদের দেশে টিভি চ্যানেল যেমন বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে সংবাদপত্রের (গ্রহণযোগ্য) সংখ্যাও। বরং চ্যানেলগুলোর সংবাদ ও সাংবাদিকতা কেন্দ্রীক নানান আয়োজনের কারণে সংবাদপত্র আদৃত হচ্ছে আরও বেশি মাত্রায়। এর প্রমাণ মেলে নতুন নতুন খবরের কাগজ জন্ম নেয়ায়।

www.pathagar.com

জনসাধারণকে নানা সংকটে দিক নির্দেশনা, সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসছে সংবাদপত্র। এক্ষেত্রে 'ডেইলি স্টার', 'প্রথম আলো'র অগ্রণী ভূমিকা স্বীকারে কার্পণ্য করা অনুচিত।

আজকাল দৈনিকগুলো যেভাবে পাল্লা দিয়ে বিষয় বৈচিত্র্যে সাজুগুজু হয়ে আসছে, তাতে ম্যাগাজিনগুলো কঠিন বাস্তবতারই মুখোমুখি। তবে এও সত্য, সৃজনশীলতা, চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব ধারণ কারতে পারলে এ সংকট কোন সংকটই নয়। তাইতো নতুন নতুন ম্যাগ'র প্রসব প্রক্রিয়াও অব্যাহতই আছে। এ অবস্থায় ম্যাগগুলোর জন্য ভালো কিছু উপহার দেবার তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ।

দেশে কাগজের সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে প্রচার সংখ্যাও। একাধিক সংস্করণ, রঙের ব্যবহার, পেজ মেকাপে নতুনত্ব, পৃষ্ঠা বাড়ার কারণে দৈনিক পত্রিকা এখন অনেক ইম্পেসিভ। বিষয় ভিত্তিক পাতা, ম্যাগাজিন, ট্যাবলয়েড-একের মধ্যে কত্তো চমক! বিষয়, ভাষা, লিখন শৈলী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিস্ময়কর বদল। মন্তব্য, বিশ্লেষন, বিশেষায়িত রিপোর্ট থাকছে। আমূল বদলে গেছে সম্পাদকীয় পাতা। লিখছেন স্বাধীন কলামনিস্টরা, থাকছে নানা মত, জনমত, প্রতিক্রিয়া, নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠক মন্ত ব্য, আয়োজন থাকছে গোলটেবিলের। উঠে আসছে বিশেষজ্ঞ মত। ডেইলি স্টার আর প্রথম আলো তো দিনকে দিন সমৃদ্ধই করে চলেছে নিজেকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা কেবল বেড়েই চলেছে এবং অবশ্যই বিষয় বৈচিত্র্য সম্বল করে। পরিবর্তনর যুদ্ধে শামিল আর সব প্রধান প্রধান কাগজও। ইত্তেফাক যেমন কৃষি ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজের সম্পাদনায় বের করছে কৃষি পাতা।

তবে দুঃখজনক, এদেশে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো আজো স্বাভাবিক আদল পায়নি। জন্ম প্রক্রিয়াতেই যে গলদ! রাষ্ট্র ক্ষমতার কাছাকাছি থাকবার উপায় হিসেবে দুর্জনেরা বনে যাচ্ছেন মিডিয়া কর্ণধার। কোন কোন ব্যবসায়ী তাদের ভিত্তি শক্ত করতে, সরকারের কাছ থেকে অবৈধ সুযোগ সুবিধা নিতে মিডিয়া পরিচালনাকে ব্যবসা হিসেবে নিচ্ছে। তাই কৃত্রিমতার মোড়কবন্দি রয়ে গেছে মিডিয়া আজো। মিডিয়া হাউসের আতুর ঘরের এই আন্ধার বাস্তবতার প্রকাশ দেখেছে দেশের মানুষ ২০০৭-৮ মেয়াদী তত্ত্বাবধায়ক জরুরী শায়েস্তার মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের মতো পত্রিকার মালিক সম্পাদকদেরও জেলে যেতে দেখা গেলো। মিডিয়ার অস্বাভাবিক এই বাস্তবতায় সংবাদকর্মীর চাকরির নিশ্চয়তা থাকে কি করে? তাইতো কেউ আজ এখানে, তো কাল ওখানে। এই জগতের মানুষদের কুশল বিনিময়কালীন কমন প্রশ্ন—এখন কোথায় আছেন? আর সাংবাদিকের স্বাধীনতার পক্ষে তৎপরতা শূন্যের কোটায়। কারণ সাংবাদিকতার নয়, এখন রাজনেতিক দলাদলির প্রাধান্যই যে বেশি। সাংবাদিকতা এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও স্বার্থ, প্লাস মিডিয়া হাউসের নিজের স্বার্থ নির্ভর।

চাই মুক্ত মিডিয়া। জরুরী অবস্থায় স্বাধীন সাংবাদিকতা ব্যাহত হয়েছে মানছি। কিন্তু নির্বাচিত সরকার আমলের অভিজ্ঞতা কি বলে? সাংবাদিকদের ওপর হামলা নির্যাতন মিথ্যা মামলা, এমনকি হত্যাযজ্ঞতো রাজনৈতিক সরকার আমলেরই নমুনা। কেনো তা

www.pathagar.com

হবে? গণভোটে নির্বাচিত সরকার আসলে জবাবদিহিতার ভয়ে টতস্থ থাকে। কারণ জবাবদিহিতা আদায়ের মূল ভূমিকাতো পালন করে মিডিয়া। আর তা করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয় সাংবাদিকদের। ব্রিটিশ আমলের অফিসিয়াল সিক্রেসী অ্যাক্টস আজো রয়ে গেছে অসংশোধিত বলবৎ। যা কিনা অবাধ তথ্য প্রবাহকে করছে নিয়ন্ত্রিত। শুধু তথ্য-বিষয় বা ঘটনা পরিবেশনেই শেষ হয়ে যায় না মিডিয়ার কাজ। সেসবের বিচার বিশ্লেষণ, তার ভিত্তিতে জনস্বার্থে আগামীর আভাস-ইংগিত এসবও যে মিডিয়ার দায়িত্বভূক্ত। তাই মিডিয়া এক অর্থে সমাজের দর্পনেরও অধিক। হুবহু প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার পাশাপাশি প্রতিকারমূলক দিক নির্দেশনারও দাবি থেকে যায়। আমাদের সংবাদপত্র অবশ্য এমনতরো গৌরবেরই অধিকারী। তবে অপরাধ-অনিয়ম-দুর্নীতি ছাড়াও সংখ্যালঘু নির্যাতন, আদিবাসীদের প্রতি বর্বরতাসহ মানবাধিকার সংক্রান্ত খবর প্রকাশের পাশাপাশি আরো বেশি করে চাই এসবের তদন্ত রিপোর্ট। প্রয়োজন কল্যাণী ধ্যান ধারণা প্রসূত মন্তব্য প্রতিবেদন, কলাম, অন্যান্য লেখালেখি।

এখন ব্যবসা মূখ্য, কোনো ক্ষেত্রে একমাত্র। সেক্ষেত্রে মিডিয়া প্রক্রিয়ার সাথে সামাজিক শুভাশুভ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরোধ অনিবার্য। কমিটেড সাংবাদিকতার বদলে কর্পোরেট সাংবাদিকতার দাপটে মিডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিই যাচ্ছে বদলে। সমাজ সংস্কৃতির চেহারা উঠে আসছে খন্ডিত, একপেশে হয়ে। বিজ্ঞান প্রগতি মনস্করা গূরুত্ব পাচ্ছেন-সীমিত পরিসরে, যে পর্যন্ত তারা মিডিয়া হাউসের এজেন্ডা পূরণে সহায়ক থাকছেন।

সমাজের শিক্ষিত-সচেতন-খুঁতখুঁতে ছোট অংশ বাদে বিরাট অংশই হল 'বিশ্বাসী পাঠক'। ছাপার অক্ষরের সত্যতায় পুরো মাত্রায় আস্থাশীল। তাই কনটেন্টের প্রতিক্রিয়া এদের মধ্যে বেশ গভীর হতেই পারে। অনেক সময়ে যা খুঁজি তা পাই না। যা পাই তা আমাদের সন্তুষ্ট করে না।

একটি দৈনিক একবার ব্যানারে একটি মিথ্যা খবর ছেপে বসে। এর প্রতিক্রিয়া এমন ভয়ানক হল যে, কিছু একটা করা দরকার বলে ঠিক করে সরকারও। পরদিন ভুল সংবাদ ছাপা হয়েছে স্বীকার করে কাগজটি মাফ চায়। পরে এর নীতিমালা উল্টে যায়। কিন্তু পাঠক যেন আর আস্থা ফিরে পায় না।

জনসভায় জনের উপস্থিতি নিয়ে যে যার মতো খবর দেয়। একই সভা নিয়ে কেউ বলে লাখ, কেউ বা হাজার। তবে দেশে ভিজুয়াল সাংবাদিকতার চর্চা বেড়ে যাওয়ায়, মতলববাজদের জন্য সংকট দেখা দিয়েছে। তিলকে তাল কিংবা তালকে তিল করার তেমন সুযোগ আর থাকছে কই? প্রশিক্ষনের অভাব এখানে বড় কথা নয়। এ হচ্ছে ইচ্ছে করে সূত্রের হেরফের।

আশা করা চলে, সময় বদলে যাচ্ছে। নোতুন দিনের সাংবাদিকরা ঠিকই ভেঙ্গে ফেলছেন আচলায়তনের বাকি লক্ষণগুলো। সৃজনশীলতা আর নান্দনিকতার সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সমন্বয়ে শুভ উদ্বোধন হোক সাংবাদিকতার নোতুন ধারার। মানবিকতা আর প্রগতি ভর করবে যার দুই বাহুতে।

www.pathagar.com

খবর, খবরের কাগজ, কাগজের মানুষ

বড় ভারবাহী, ব্যঞ্জনাময় শব্দ। খবর। ইংরেজিতে যাক বলে news. অর্থাৎ news হল new শব্দের বহুবচন। যা নোতুন তাই খবর। যে কোনখানে যে কোন সময় জন্মাতে পারে খবর। আবার NEWS= NORTH, EAST, WEST, SOUTH. অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিন, পূর্ব, পশ্চিম-চার ধারেই থাকতে পারে খবরের উৎস, উপাদান। এর প্রতিশব্দ সংবাদ, বার্তা, খবর, সমাচার, সন্দেশ। তা বেশ। কিন্তু সবচে' যুতসই লাগে খবর। হোক ফার্সি।

দেখুন, আমাদের জীবনাচরণে কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে খবর। আমরা জানতে চাই, বন্ধু কি খবর বল? মুখে ঝাঁঝ নিয়ে বলি, 'তোমার খবর আছে', 'আমার খবর হয়ে গেছে' 'কোন খবর পেলে?' 'কোথায় কিভাবে থাকছো খবর দিও' ইত্যাদি। রচিত হয় জীবন ঘনিষ্ঠ গান 'প্রতিদিন কত খবর আসে যে কাগজের পাতা ভরে/জীবন পাতার অনেক খবর রয়ে যায় অগোচরে। সব খবর এমনিতরো একান্ত ব্যক্তিগত না হলেও সেতো জীবনেরই অনুষঙ্গ। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, অপরাধ—সবই যে জীবনেরই অংশ।

তাই সময়ের প্রয়োজনে সমাজ সভ্যতা বিকাশের ধারাবাহিকতায় এসেছে খবরের কাগজ বা সংবাদপত্র। প্রতিদিনের খাবারের মতই অপরিহার্য খবরের ডায়েটও। আর এই খবর নিয়ে যাদের কাজ কারবার, যারা খবরওয়ালা তাদের ডাকনাম দাঁড়িয়ে গেছে নিউজম্যান, জার্ণালিস্ট বা সাংবাদিক। দিনে দিনে কত কি বদল বিবর্তন বৈচিত্র্য এসেছে এই পেশায়। বিকশিত হযেছে রেডিও-টিভি সাংবাদিকতা। এসে গেছে কাগজের অস্তিত্বহীন কাগজ- অনলাইন কাগজ।

এই জগতের মানুষগুলোর জীবন যাত্রা আর সব্বার মতো নয়। পদে পদে ঝুঁকি। যেমন মাঠপর্যায়ে, তেমনি নিজ কর্মস্থলে। টিকে থাকতে হয় রীতিমতো যুদ্ধ করে। বিচিত্র বিষয় আশয়, ঘটনা, মানুষ, জনপদ—সবমিলিয়ে কত কি অভিজ্ঞতা! বলতে গেলে দুনিয়ার সেরা পেশা এখন সাংবাদিকতা।

সাংবাদিকতার চুম্বক কথা...

মার্কিন মুক্ত সংবাদপত্র দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে—মানুষের জানবার অধিকারের কথা।

www.pathagar.com

সেখানে সাংবাদিকতায় মৌলিক কিছু বদল ঘটে গেছে। কারণ, অংশত নতুন প্রযুক্তি। তাছাড়া সমাজেও এসেছে পরিবর্তন। অবাক হবার কি আছে? মার্কিন সমাজের বিশেষ একটি দিকই হচ্ছে পরিবর্তন। নিউজ ইন্ডাস্ট্রি সেদেশে বিরাট ব্যবসায়েরও নাম।

ARVILLE SCHALEBEN তার YOUR FUTURE IN JOURNALISM বইতে বলেন, সাংবাদিকতার শ খানেক সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে। সংবাদেরও তা-ই। আর সংবাদপত্র হচ্ছে চলমান বা উড়ন্ত ইতিহাস —history on the wing.

বেঞ্জামিন ব্রাদলা বলেন, ইতিহাসের প্রথম খসড়া হল সংবাদপত্র।

ফোর্থ এস্টেট বা ৪র্থ রাষ্ট্রস্তম্ভও বলা হয়। জুডিশিয়ারি, পার্লামেন্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'র পরই এর জায়গা।

মার্কিস গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় রাষ্ট্রপতি থমাস জেফারসন যেমন বলেন, When the press is free and every man able to read, all is safe.

কাগজহীন সরকার এবং সরকারহীন কাগজের মধ্যে শেষেরটা বেছে নিতেই তিনি তার আগ্রহের কথা বলেছেন। খবরের কাগজ গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। এর ভূমিকাকে MISSIONARY ZEAL হিসাবে দেখা হয় উন্নত বিশ্বে।

এইচ জি ওয়েলস মনে করেন, 'সংবাদপত্রহীনতার কারণেই পতন ঘটে রোমান সাম্রাজ্যের। রাজধানীর চলাচল সম্পর্কে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা ছিলো না বলেই এই পরিণতি'।

JAMES BRYCE এর কথায় ITS NEWSPAPER PRESS THAT HAS MADE DEMOCRACY POSSIBLE.

WINDELL PHILIPS বলেন, 'WE LIVE UNDER A GOVT. OF MEN AND MORNING NEWSPAPER.

LORD GREY এর কথায় Press is called the great palladium of liberty of the country.

বলা হয়ে থাকে, NEPOLEON FEARS 3 PAPERS MORE THAN A HUNDRED THOUSNDS BAYONETS

এমন মন্তব্যও করা হয়েছে, 'It's paper which is more useful than govt.' গুরুত্বপূর্ণ আরো দুটি কথা আছে :

1. The right of the people to speak out through a free press is a hallmark of a democratic society.
2. The press and govt. are natural adversaries with different functions, and each must respect the role of other.

সমাজ কাঠামো বদলাতে সাহিত্য এবং সুবাদপত্রের প্রভাব ব্যাপক। রুশো ভলতেয়ারের অগ্নি ঝরা লেখনি ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিলো। প্রতি দেশে-রাষ্ট্রে সংবাদপত্রকে নেতার আসন নিতে হয়। তাইতো সম্পাদকীয়গুলোকে লীডার বলে।

www.pathagar.com

কোনটা খবর কোনটা বে খবর

হ্যাঁ, কাজের স্বার্থে প্রথম পর্যায়েই বুঝে নিতে হবে, কিভাবে খবর হয় বা কোনটা খবর। কোনটা খবর নয় বা বে খবর, নিতে হবে সেখবরও।
What is news? খবর জিনিসটা কি?
এই জিজ্ঞাসার জবাব এসেছে নানা রকম। টেক্সট বুক লেখকরা বলছেন, সংবাদ হচ্ছে: 'stimulating information', 'anything timely' 'a timely report', the report of an event' ইত্যাদি কত কি। এছাড়াও সংবাদকে literature in a hurry এবং tomorows history বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে News is what interests people. আসলে নিয়মের ব্যতিক্রমই হচ্ছে খবর। আর মনে রাখা দরকার, facts not fiction makes news.
যে কারণে reporter কে বলে fact finder
সংজ্ঞা আদলে বলা যায়

1. News is a story, report or account
2. News is an account of an idea, event or problem
3. News is an account of something real
4. News is current: News is now-plus or minus. from the present, it stretches a little way into the past n into the future. it's a perishable product. Unwanted within a matter of minutes, hours or days.

আজকের বিকশিত মিডিয়া বাস্তবতায় NEWS বলতে বুঝাবো is an account of something that interests people. আর সময় পরিবর্তনের জেরে নানা খবরে এই আগ্রহের গভীরতার হেরফের হতে পারে (interest in different kinds of news may vary.)
খবরের সোজা সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এভাবে: NEWS IS AN ACCOUNT OF CURRENT IDEA, EVENT OR PROBLEM THAT INTERESTS PEOPLE
সংবাদ হচ্ছে সত্যের বয়ান। নিয়মের ব্যতিক্রম। আগামীর ইতিহাস। উড়ন্ত ইতিহাসও বলে। পচনশীল প্রোডাক্ট। এখন অতি জলদি পচে।
এজেন্সি'র তথ্য অবিকল ছাপা ঠিক না। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাগুলো তৃতীয় বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর কিছু গেলাতে চাচ্ছে কি না, সেদিকটাই নজর রাখা দরকার। আমাদের সংবাদ মাধ্যমগুলো নিউজের হুবহু ভাষান্তর ছেপে দিয়েই কাজ হয়ে গেলো মনে করে বসে থাকেন। এটি ঠিক নয়। এভাবে এমন অনেক মেসেজ ছড়িয়ে যেতে পারে যা কিনা আমাদের নিজ সংস্কৃতি, সমাজ, মূল্যবোধের জন্য এমনকি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য বিপর্যয়কর। তাই অন্তত নিজ দেশের স্বার্থ দেখে নিউজ তৈরি করা চাই। মাথায় রাখতে হবে আমাদের পাঠক দর্শকের কথা।

www.pathagar.com

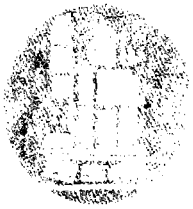

খবরের মশলা

দুর্নীতি, অনিয়ম, সংঘর্ষ, প্রকৃতিক দুর্যোগ, দুঃসাহস, অপরাধ, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, খেলা, ধর্ম, ট্রাজেডি, রহস্য, স্বাস্থ্য, অভিনবত্ব, শিহরণ ইত্যাদি খবরের উপাদান। এছাড়া, মতবিনিময়, গোলটেবিল, সেমিনার এ সমবেতদের কথা থেকেও হতে পারে খবর। খবরের কিছু উপাদান নিয়ে কথা বলা যাক :

১. তাৎক্ষণিকতা বা টাইমলিনেস-সবার চাই টাটকা খবর। তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যেই এখন খবর পচে যায়। আলোর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে খবর এখন। তাইতো রিপোর্টার বার বার জানতে চান, কখন ঘটেছে বা ঘটবে। এতে বুঝে নেয়া চলে ঘটনা/বিষয়টির ব্যাপারে পাঠক'র আগ্রহ আদৌ আছে কি নেই।

২. নৈকট্য বা প্রক্সিমিটি বা নিয়ারনেস- একটি জার্মান প্রবচন আছে 'nearest-dearest' বেশিরভাগ মানুষই জানতে চায়-এখানে কি ঘটেছে, ওখানটাতে কি ঘটেছে বা ঘটবে, তা জানতে বেশি আগ্রহী নই আমরা। নিজ এলাকার খবর সবাই জানতে চায়। তেমনি রাজনৈতিক কর্মীর চাওয়া রাজনীতির খবর, খেলার খবর অগে চাই খেলায় জড়িত বা খেলাপ্রেমীর।

৩. গুরুত্ব/ খ্যাতি/ প্রমিনেন্স : বিখ্যাত-কুখ্যাতরা জড়িত এমন খবর চায় পাঠক। তেমনি আগ্রহ প্রসিদ্ধ জায়গা নিয়েও।

৪. দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা কনফ্লিক্ট : প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে বিজয় ছিনিয়ে আনার আগ্রহ মানুষের সহজাত। আভ্যন্তরীন-আন্তর্জাতিক-সবরকম সংঘাতের প্রতি মানুষের কৌতূহলী নজর। নিজের জীবনেও থাকে কত না দ্বন্দ্ব। সবরকম দ্বন্দ্ব এবং তার পরিনতির খবর জানতে চায় পাঠক।

৫. অভিনবত্ব/অডিটি : আচানক কোনও কিছু ঘটলে হয়ে ওঠে তা খবরের রমরমা মশলা। বিরল, অস্বাভাবিকতার খবর অনেক সময়ই কাগজে বক্স আইটেম হয়ে আসে পাঠকের বিশেষ আগ্রহের কারণে। যেমন প্রকৃতির খেয়ালে কোনও গাছে ভিন্ন কোন ফুল ফল দেখা দেওয়া...

৬. ফলাফল : অনেক ঘটনারই পরিনতি/ফল খবরের উপাদান হয়ে ওঠে।

৭. এছাড়া শিহরণ/ আবেগ সঞ্চারি কোন ফ্যাক্টর, মানুষের হাসি কান্না, আবেগ-অনুভূতি, কৌতুক, নাটকীয়তা ইত্যাদিও খবরের উপাদান।

www.pathagar.com

স্টোরি তৈরি করবেন কিভাবে

পাঠক/দর্শক/শ্রোতাকে মাথায় রাখুন

তথ্য সংগ্রহ পর্ব থেকে শুরু করে স্টোরি তৈরি/ প্রডিউস পর্বে এর টার্গেট নিয়ে ভাবুন। তারা কোন শিক্ষা স্তরের? নাকি স্টোরি করছেন কোনও বিশেষ শ্রেণীর জন্য। সহজ করে লিখুন। যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা দিন।

চাই স্পষ্ট স্টোরি কাঠামো

লিখতে হবে উল্টো পিরামিড কাঠামোয়। উল্টো করে রাখা পিরামিডের ওপর থেকে নিচে ক্রমে সেট করুণ :

১. সূচনা/ ইন্ট্রো/ লীড
২. আরো তথ্য
৩. সহ-তথ্য বা ঘটনার পট
৪. উদ্ধৃতি বা কম গূরুত্বপূর্ণ তথ্য
৫. সাধারণ বর্ণনা
৬. টুকিটাকি তথ্য

উল্টো পিরামিড কাঠামো'র সুবিধা অসুবিধা দুই ই আছে

সুবিধা

১. শুরুতে মোদ্দা খবর মিলছে
২. আধুনিক ব্যস্ত পাঠক পুরো খবর না পড়লেও আসল কথা মিস করছেন না
৩. কাগজের স্পেস বাঁচাতে নিচ থেকে কম গূরুত্বপূর্ণ কথা নিশ্চিন্তে ছেটে ফেলা যাচ্ছে
৪. 'ডেড লাইন' খুব সামনে রেখে স্টোরি করতে বসলে অন্তত খাঁস খবরটুকু ধরানো যাচ্ছে
৫. বাইরে থেকে খবর পাঠানোর বেলায় কিছুক্ষণ বাদে বা মাঝ পথে ফোন, ইন্টারনেট সংযোগে ছেদ পড়লেও নো প্রবলেম
৬. এ কাঠামোয় পাঠক আগ্রহ-কৌতূহল বাড়ে
৭. লীড আকর্ষক হলে পাঠক বাদ বাকি অংশে চোখ বুলাতে বাধ্য
৮. পেইজ মেকাপে সুবিধা হয়

অর্থাৎ ইনভার্টেড পিরামিড কাঠামো সংবাদ লেখা, পড়া এবং মেকাপ-সব ক্ষেত্রেই ফলদায়ক

www.pathagar.com

অসুবিধা

১. একই কাঠামো রিপোর্টার এবং পাঠকের মধ্যে একঘেয়েমি আনে
২. এ কারণে পাঠক আগ্রহ কমে যেতে পারে
৩. রিপোর্টারের কাছে মনে হতেই পারে- এতে সৃষ্টিশীলতার সুযোগ নেই, এটি ম্যাকানিক্যাল
৪. ৬ ক চাহিদা মেটানো জটিল হয়ে পড়ে
৫. তথ্যের বাহুল্য বাড়ে
৬. ডেপথ রিপোর্টের বেলায় এ কাঠামো ভালো হবার নয়
৭. নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড'র একদা নির্বাহী সম্পাদক herbert bayard এ কাঠামোর শক্ত সমালোচক। এতে স্টোরি ৩ দফায় (হেডলাইন, লীড, বডি) বলতে বাধ্য হতে হয়। তার ভাষায় এ পদ্ধতি space waster.
৮. শুরুতে মোদ্দাকথা বলে দিলে suspense র অনুভূতি নষ্ট হয়
৯. বহুল কথিত অভিযোগ- এটি outdated form.
১০. সৃষ্টিশীলতা কাজে লাগছে না

স্টোরি লিখতে আরো বিছু বিষয় মাথায় রাখুন

১. পরীক্ষা এবং আবারো পরীক্ষা করে দেখুন হাতে পাওয়া তথ্যগুলো
২. প্রভাব ফেলার জন্য নয়, লিখুন প্রকাশের প্রয়োজনে
৩. লেখার আগে ভাবুন
৪. পরিচিত শব্দ ব্যবহার করুণ
৫. ছোট বাক্যে লিখুন
৬. কারো মনের ভাব যদি তুলে ধরতেই হয় তা করতে হবে সংশ্লিষ্টজনের জবানিতে
৭. কোন ঘটনা বা পরিস্থিতির তাৎপর্য বা পটভূমি সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সেটি ব্যাখ্যা করা যাবে না।

স্টোরি লিখে বাজিমাত করতে যা দরকার

১. আপনার পাঠক-দর্শক-শ্রোতার কাছে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ জেনে নিন
২. তাদের যা তথ্য চাই হাতের কাছে রাখুন
৩. সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে স্টোরি তৈরি করে ফেলুন এবং দ্রুত

www.pathagar.com

দুনিয়ার সেরা পেশার শুরুর খোঁজে...

তাইতো। শুরুটা কিভাবে দুনিয়ার সেরা পেশার? সাংবাদিকতার? বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক ভাবি, বলি, লিখি। সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি নিতে চাই। এটিকে পেশা হিসাবে নিতে চাই। আসুন ঘেঁটে দেখি কিভাবে এলো সাংবাদিকতা, সংবাদপত্র?

মানব জন্মের অচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ বুঝি কৌতূহল। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই শিশুর চাহনি এ সত্যেরই জানান দেয় না কি? তারপর জীবনভর কৌতূহল নিয়েই চলে জার্ণি। কৌতূহল থেকেই গুহাবাসী মানুষের মনে দানা বেঁধেছে কত না প্রশ্ন। আর ওই প্রশ্নগুলো ছিল বলেই না জবাব হিসেবে হয়েছে আবিষ্কার কত কি। গড়ে উঠেছে জনে জনে যোগাযোগ-সভ্যতা-সংস্কৃতি। কারণ 'WHERE COMMUNICATION IS POSSIBLE, CIVILISATION IS POSSIBLE' তাছাড়া এওতো জানা কথা 'TO SHARE THEIR IDEAS AND EMOTIONS, THEIR KNOWLEDGE AND WISDOM, MEN MUST BE ABLE TO COMMUNICATE'.

দুনিয়ায় ইতিহাস বলে, লিপি আবিষ্কারের আগে আদিম মানুষ পরস্পরের সাথে যোগাযোগের কাজটি সেরেছে ছবির মাধ্যমে। আদি পাথর যুগ কিংবা তারও আগে বর্বর যুগের মানুষও গুহার দেয়ালে আঁকিবুকি করে মনের ভাব, কাজ কর্মের খবর জানাতে চেয়েছে। সেই প্রাচীনতম আবিষ্কার ছবির ব্যবহার দিয়েই এক অর্থে সাংবাদিকতার শুরু।

মানুষের মনে তথ্য জানার আকুতিও কাজ করেছে সেই প্রাগিতিহাস কাল থেকেই। সহজাত এই ক্ষুধা মেটানোর ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতে একসময় সভ্য সমাজে জন্ম নেয় খবরের কাগজ।

সাংবাদিকতার শুরুটা নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই বললেই চলে। তবে বেশির ভাগ লেখকের মতে, বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্র বেরিয়েছিলো জার্মানি থেকে। আবার কারো কারো মতে, চীনে হাজার খ্রিস্টাব্দে পত্রিকা ছিলো। বলা চলে কাগুজে সাংবাদিকতার শুরুটা এভাবে।

সবচে' পুরনো যে পত্রিকা সংরক্ষিত আছে সেটি ১৬০৯ সালের। নাম AVISO. তবে তাতে স্থান, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম নেই। এটি জার্মানির উত্তরাঞ্চলের কোনও শহর (সম্ভবত ব্রিমেন) থেকে প্রকাশিত হয় বলে ধারণা করা হয়। পত্রিকায় ব্যবহৃত টাপি বা হরফ ছাপানোর ধরণ, রাজনৈতিক বিষয়াদির আলোচনা, ধর্মীয় আবেগের প্রতিফলন, উদ্ধৃতি—ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ইতিহাসবিদরা এই মত দিয়েছেন।

জার্মান গবেষকদের তথ্য প্রমাণ অবশ্য বলছে, ব্রিমেন থেকে নয়, কাগজটি বেরিয়েছিলো বলফেনবিউটেন শহর থেকে। ওই সময়ে আরো কিছু পত্রিকার অস্তিত্ব ছিলো। ১৬০৯ থেকে ২০ সাল নাগাদ বার্লিন, হামবুর্গ, বাজেল, ভিয়েনা, আমস্টার্ডাম এবং এনটার্প থেকে এগুলো বেরিয়েছে।

www.pathagar.com

আরেক মতে, পৃথিবীর প্রথম খবরের কাগজ দেখা দেয় চীনে। নাম জিং বাও। অর্থ- রাজধানির সংবাদ। জনসাধারণকে কিছু খবর বা ফরমান জানাতে রাজদরবার থেকে প্রকাশিত হতো এই কাগজ। আরও একটি কাগজের কথা শোনা যায়। যার নাম -'আক্তা দিয়ারনাল। অর্থ দৈনিক খবরের কাগজ।

তবে পত্রিকা বেরুবার বহু আগে থেকে, বলতে গেলে সভ্যতার গোড়া থেকেই তথ্যের আদান প্রদান হয়ে এসেছে। জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনে। সময়ে সময়ে এর ধরণ ছিলো ভিন্ন—এই যা। যেমন : ১৫৬৬ সালে ভেনিস এর ম্যাজিস্ট্রেট যুদ্ধের খবর প্রচারের নির্দেশ দেন। সে সময় ডলমাটিয়োতে যে যুদ্ধ হচ্ছিলো তার খবর খোলা জায়গায় রাখা হতো। এর নাম ছিলো গেজেটা। আগ্রহী লোকজন সামান্য পয়সার বিনিময়ে এগুলো কিনতে পারতো।

আরও অনেক আগে (যিশু জন্মের ৫৯ বছর আগে) চলতি ঘটনাবলী প্রচারের ব্যবস্থা ছিলো রোম সাম্রাজ্যে। হাতে লেখা এসব নিউজশীট রোম নগরীর প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হতো। নাম- অ্যাক্টা ডিওরনা। যে কেউ ইচ্ছা করলে ওই দেয়ালে নিজ তথ্য পরিবেশন করতে পারতো।

প্রাচ্যে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন শুরু চীন দেশে ৮৬৮ সালে। ওয়াং হি নামের এক লেখকের বই ছাপা হয় ব্লকে খোদাই করে। বিশ্বে সংরক্ষিত মুদ্রিত বইএর মধ্যে ওয়াং হি'র বইটিই সবচে' পুরনো বলে ধারণা করা হয়। গবেষকরা বলে থাকেন, পিকিংএ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত কোর্ট গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১১ তে সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

আধুনিক বিশ্বের প্রথম খবরের কাগজ 'মর্নিং পোস্ট'। বেরোয় লন্ডন থেকে ১৭৭২এ। পরে একই জায়গা থেকে প্রকাশিত হয় দি লন্ডন টাইম্‌স। এখনো অব্যহত আছে এর প্রকাশনা।

পাক ভারত উপমহাদেশে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সংবাদপত্র প্রচলন করেন। এটি রাজকর্মচারিদের মধ্য প্রচলিত একরকম হাতে লেখা কাগজ। ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত কাগজ ইন্ডিয়া গেজেট। ইংল্যান্ডের রাণী এলিজোবেথে সময় প্রথমবারের মতো আধুনিক এই কাগজ বেরোয়-১৭৪৩এ। 'দি বেঙ্গল গেজেট' বেরোয় কোলকাতা থেকে- ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি। অবিভক্ত বাংলায় প্রথম কাগজ সমাচার দর্পন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম দৈনিক- আজাদ।

পৃথিবীতে খবরের কাগজের পাঠক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯৫ কোটি। একই সময়ে সবচে' বেশি পত্রিকা প্রকাশের রেকর্ড আছে রাশিয়ায়। ১৯৭৩ এর দিকে ওখানে সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিলো ৮ হাজারের ওপর।

১৮৮৬ সালে প্যারিস শহরের কাগজ লা পতি জার্ণাল প্রথমবারের মতো ১০ লাখ কপি প্রকাশের গৌরব অর্জন করে। এর পরেই আছে জাপানের আশাহি শিম্বুন। ১৯৭০ এ কাগজটির দৈনিক প্রকাশ সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটির ওপর। তবে একটি কাগজের একটিমাত্র সংস্করণ কতোটা বৃহদাকার হতে পারে তার নজির হয়ে আছে আমেরিকার দি নিউইয়র্ক টাইমস। ১৯৭১ এর ১০ অক্টোবর প্রবকাশিত এই কাগজে পাতা সংখ্যা ৯৭২। বিভাগ ছিলো ১৫টি। ওজন তিন দশমিক পাঁচ কিলোগ্রাম। দাম ৫০ সেন্ট।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ঐতিহ্য

অধ্যাপক সিডনি কোবরে তার বিখ্যাত 'ডেভেলপমেন্ট অব আমেরিকান জার্ণালিজম' এ বলেন, সংবাদপত্র যুগের অবিচ্ছেদ্য অংশ'। সংবাদপত্রের চরিত্র, সাংবাদিকতার ধারা পরিমাপ করতে গেলে ইতিহাসের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতেই তার বিচার করা উচিৎ। সেক্ষেত্রে ১৯ শতকের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলের প্রেক্ষিতেই বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকার যথাযথ পরিমাপ সম্ভব।

১৯ শতকে বাংলাদেশে যে নোতুন চেতনা ও উপলব্ধির প্রকাশ, সেটি একটি সামাজিক লক্ষণ এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণেরই প্রতিক্রিয়া। বাংলা সংবাদপত্রের আসল উদ্দেশ্যই ছিলো সংস্কার ও বদল। বাঞ্ছিত ও ইপ্সিত লক্ষ্যে সমাজকে ঠেলে দেয়া।

১৯ শতকের প্রায় সব কাগজের একই সুর—সমাজকে তার ইপ্সিত লক্ষে পৌছে দিতে হবে। আর এর জন্য সচেতন করে তুলতে হবে জনসাধারনকে।

একটি বিশেষ লক্ষের প্রতি এই যে বারবার ইঙ্গিতময়তা এবং লক্ষ অর্জনের অভিষ্ট সম্পর্কে বারবার সোচ্চার ঘোষণা, একে বলা হয় ADVOCACY JOURNALISM. বাংলা সংবাদপত্র গোটা ১৯ শতক জুড়ে মোটামুটি মিশনই থেকে গেছে। পেশাদার প্রকাশকের হাতে না পরায় এর ADVOCACY চরিত্র দীর্ঘদিন জিইয়ে ছিলো। সাংবাদিকতার সেই প্রভাতবেলায়, যখন সংবাদপত্রের ধ্যান ধারণা অনেকের কাছেই স্পষ্ট না, সামাজিক দরকারের দাবিই ছিলো সবচে' জোরদার। সবার আগে সেই দাবিই পূরণ করেছে বাংলা সংবাদপত্র।

১৯ শতকের বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাস মূলত বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস। কারণ বাঙালির নবজাগরণ এবং বাংলা সংবাদপত্রের শুরুটা প্রায় একই সময়। এবং এই নবজাগ্রত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের প্রেক্ষিতে বাঙালির আশা আকাঙ্খা, যুগভাবনা, মনন ও মনীষা বাংলা সংবাদপত্রকে অবলম্বন করে পরিণতির দিকে এগিয়েছে।

বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে ১৮১৪-১৮ এই ৪ বছর বিশেষ গূরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে রামমোহন রায় রংপুরের চাকরি ছেড়ে কোলকাতায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। প্রতিষ্ঠা হয় আত্মীয় সভার। হিন্দু কলেজের মাধ্যমে শুরু হয় বাঙালির পাশ্চাত্য শিক্ষা। প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা সংবাদপত্র (১৮১৮)।

www.pathagar.com

রামমোহন কোলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির নবজাগরণের শুভ সূচনা। প্রশস্ত হতে থাকে চিন্তায় মননে বাঙালির সংস্কার মুক্তির পথ। নব উদ্ভূত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ ও ধনিক গোষ্ঠি একই সাথে বরণ করলো পাশ্চাত্য শিক্ষা। সতিদাহ প্রথা বাতিল আন্দোলন ও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রামমোহন বাঙালির মনোজগতে বিরাট আলোড়ন তুললেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের চিন্তাধারায় তুমুল দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই সমাজের ভাবজগতের এই সংঘাত উত্তরকালে গোটা শতকের বাঙালি মানসকে আলোড়িত করেছে। ধর্ম সংস্কার, শিক্ষা ও স্বাধিকার আন্দোলন ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। পরে এই জাতীয় চেতনা রাষ্ট্র ভাবনায় মিশে একাকার হয়ে যায়।

বাংলা সাংবাদিকতার শুরু ১৮১৮ এ 'দিগদর্শন' দিয়ে। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে মাসিক এই সংবাদ সাময়িকি বেরোয়। বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পন' বেরোয় এর পরের মাসে। রামমোহন কোলকাতা আসার পর তার সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের খবর দেশীয় জনসাধারণের মাঝে প্রচারের জন্য কাগজের দরকার ছিলো। ওদিকে নোতুন শিক্ষিত ও সদ্য জেগে ওঠা জাতির জ্ঞান ক্ষুধা মেটানোর জন্যও সংবাদপত্র দরকার ছিলো। এই দুই রকম দাবিই পূরণ করেছে সমাচার দর্পন। শুধু কি তাই? রেনেসাঁসের চিন্তা ও সামাজিক আন্দোলনের ধ্যান ধারণা বাঙালি সমাজের কাছে পোঁছে দিতে একমাত্র উপযোগি মাধ্যম যে বাংলা কাগজ—এই বোধ সমাজ নেতাদের মাঝে জাগিয়ে দিয়েছে। সমাচার দর্পনের অনুসরণে অচিরে বাংলায় একের পর এক কাগজ বেরুতে থাকে। বেশির ভাগ কাগজই পারেনি বাঙালির মানস মুক্তির আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে।

১৯ শতকে যেসব বাঙালি মনীষী চিন্তায়-কাজে রেনেসাঁসের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন তাদের প্রায় সবাই সংবাদপত্র প্রকাশনা ও সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন।

ভারত উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র হচ্ছে 'বেঙ্গল গেজেট'। এখানকার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক এই কাগজ বের করেন জেমস অগাস্টাস হিকি। ১৭৮০-র ২৯ জানুয়ারি। এর মধ্য দিয়েই শুভ সূচনা ভারতে সাংবাদিকতার ইতিহাসের। তখন থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কোলকাতায় বহু ইংরেজি কাগজ বেরিয়েছে। এগুলোই হল বাংলা কাগজের আদি প্রেরণা। নামকরণের দিকে তাকালে একথার সমর্থন মেলে। এই যেমনঃ গেজেট, স্পেক্টেটর, প্রভাকর (সান), দর্পন (মিরর)। তবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এগুলো ছিলো বিদেশি সম্পাদনায় ইংরেজি কাগজের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সাংবাদিকতার দিক থেকেও ছিলো স্বতন্ত্র। ইংরেজির উদ্দেশ্য- মনোরঞ্জন, মুনাফা। বাংলার - সমাজ সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার। ভাগ্যান্বেষী, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় একদল বিদেশি ঔপনিবেশিকের হাতে মূলত বানিজ্যিক উদ্দেশে যে সংবাদপত্রের সূচনা, তা দেশীয় জনগণের হাতে পড়ে জ্ঞান ও তথ্য প্রসারের শক্ত গণমাধ্যমে পরিণত হলো।

www.pathagar.com

শিল্পের মতো সংবাদপত্র প্রকাশের জন্যও চাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা পরিকাঠামো। আরো সোজা কথায়, পারিপার্শ্বিক বা সাংগঠনিক সহায়ক সুবিধা দরকার। যেমন: শিক্ষিত পাঠক শ্রেণী, ছাপাখানা, বিজ্ঞাপন, যোগাযোগ। ১৮ শতকের শেষভাগে কোলকাতায় ইংরেজি সংবাদপত্রের জন্য এসব সুবিধা ধীরে ধীরে সহজলভ্য হয়ে উঠছিলো।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বাঙালির ইংরেজি জ্ঞান মোটামুটি কিছু ইংরেজি শব্দ মুখস্ত করার মধ্যে সীমিত ছিলো। সে সময় পর্যন্ত ইংরেজি কাগজগুলোর প্রচার বাঙালিদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। অর্থাৎ ১৮১৮তে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের সময় পর্যন্ত ইংরেজি সংবাদপত্র বানিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে সাফল্য লাভ করলেও, এর সাথে বাঙালি সমাজের কোন নাড়ির যোগ ছিলো না। তাছাড়া এই শতকে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি কাগজগুলো বাঙালি সমাজ, জীবন, সংস্কৃতি সম্পর্কে ছিলো উদাসীন।

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হয় নিজ স্বার্থেই। মূলত তারা ছিলন ধর্ম প্রচারক। আর এর জন্য সুবিধা বিবেচনা করেই দেশীয় ভাষা শিক্ষায় ঝোঁকেন তারা। তাই জনসংযোগ মাধ্যম হিসাবে কাগজ প্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৭৯৯ সালে উইলিয়াম কেরি তার সদ্য কেনা মুদ্রণ যন্ত্রটি নিয়ে শ্রীরামপুরে এসে মিশনারিদের সাথে মিলিত হন। এরি মধ্যে বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও ব্যাকরণ তৈরি করেন। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপিত হয় ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি। কিছুদিনের মধ্যে ওল্ড টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ বেরোয়। ১৮১৮ সালের মধ্যে এখান থেকে বাংলা হরফে ৩৬টি বই, ১টি সংস্কৃত বই এবং ওইসব বই এর ১২টি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।

কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার অধ্যাপক হন ১৮০১ র এপ্রিলে। মিশনের সাথে কলেজের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই মাধ্যমে। এরি মধ্যে কেবল জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে বইপত্র বেরোয় মিশন থেকে। পাঠ্যবইগুলোর কারণে জনসাধারণের মাঝেও মিশনের প্রভাব বলয় গড়ে উঠতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে 'টেস্ট কেস' হিসাবে প্রথমে একটি নির্দোষ মাসিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে সরকারের মনোভাব দেখে নেয়ার চিন্তা ভাবনা চলে। জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে সম্পাদক করে দিগদর্শনের জন্ম এভাবেই। দু'সংখ্যা বেরুলে কোথাও কোন আপত্তি না ওঠায় সিদ্ধান্ত-সাপ্তাহিক বের করার। Mirror Of News এর অনুকরণে নাম ঠিক হয় 'সমাচার দর্পন'। এর ফিডব্যাক হিসাবে হেস্টিংস নিজ হাতে প্রশংসা পত্র লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠান।

তাই রেনেসাঁসের প্রেক্ষিতে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের দুটি গূরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হল :

১. ব্রিটিশ রাজশক্তির সহযোগিতা ২. সাংবাদিকতার প্রতি মিশনারিদের আন্তরিক নিষ্ঠা।

www.pathagar.com

মূলত ধর্ম প্রচারক হয়েও 'সমাচার দর্পন'কে এরা কোনদিনই প্রচার পত্রিকা করে তোলেন নি। খাঁটি কাগজেরই রূপ দেয়া হয় এটিকে। আর সে কারণে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিকে বিনোদিত করতে পেরেছে এই কাগজ। দেশীয়রা খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠবে—এই ভাবনা থেকেই তাদের মাঝে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন মিশনারীরা। পরবর্তিতে শিক্ষিত বাঙালির ধর্মান্তরের ঘটনাও ঘটেছে যথেষ্টই। মিশনারি এই কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় রামমোহনের উদার যুক্তিগ্রাহ্য নিরীশ্বর ধর্ম আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ। এতে শ্রীরামপুরের সাথে রামমোহনের সংঘর্ষও হয়ে ওঠে অনিবার্য। সমাচার দর্পনই রামমোহনকে শেষতক কাগজ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। বেরোয় 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। এর কিছুকাল পরেই বের করেন তিনি 'সংবাদ কৌমুদী (১৮২১)। রাম মোহন সামাজিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে সংবাদপত্রকে যেভাবে বেছে নিয়েছিলেন, উত্তরকালে সেই ঐতিহ্য প্রচলিত এক রীতিতে পরিণত হয়।

রেনেসাঁর যাত্রা শুরু গদ্য চর্চার মধ্য দিয়ে। ১৮ শতকের প্রাচ্যবিদরা এই বাংলা চর্চার পথিকৃৎ। আর এর বিস্তার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনারিদের মাধ্যমে। এ সময়টাতে ইংরেজের বানিজ্য কাজে সহায়তাদানকারী মধ্যস্বত্বভোগী বেনিয়া সমাজের সৃষ্টি। পরগাছা শ্রেণীর এই লোকজন অচিরে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। জমিদারির পত্তনও এভাবেই। এদের কীর্তিকলাপের খবর ফলাও করে ছাপা হতে থাকে সমাচার দর্পনে।

ওদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী অত্যাচারি জমিদার'র উদ্ভব হয়। বিপর্যয় নেমে আসে কৃষক সমাজে। জমিদার—চাষি দুদিকে রেখে গজিয়ে ওঠে মধ্যশ্রেণী। এ প্রেক্ষিতে কলকাতামুখি হয়ে ওঠে গাঁয়ের মানুষ। বাঙালি নাগরিক মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব এভাবেই। তাদের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে নোতুন সমাজ ভাবনা। রেনেসাঁ শর্ত পূরণে বড় সহায় হন এরাই। মেকলের ভাষায় ইংরেজ সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী হল—Indian in blood and color but English in tastes, in opinions, in morals and intellect.

সংস্কারের মশাল জ্বালানো এককভাবে প্রাচ্যবিদ, ফোর্ট কলেজ এবং মিশনারিদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। জাতীয় আকাঙ্খার সার্থক প্রতিফলনের দায় দেশের নব্য শিক্ষিতদের ওপরই এসে বর্তায়। আর যেহেতু এইসব ক্রিয়া কান্ড গণসংযোগের ওপর নির্ভরশীল, তাই বাংলা সংবাদপত্রকেই এর মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা রাখতে হয়।

বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তন, বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ এবং রেনেসাঁস আন্দোলনের সূচনা মোটামুটি একই সময়ের ঘটনা।

www.pathagar.com

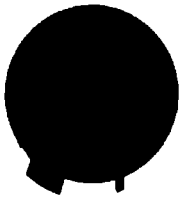

সংবাদ সূচনা তৈরির জাদু কৌশল

নিউজ স্টোরির বিগিনিং বা শুরুটাই হচ্ছে সূচনা, ইন্ট্রো বা লীড। অর্থাৎ উদ্বোধনি বাক্য বা অনুচ্ছেদ।

সংবাদ বা প্রতিবেদন লেখার যাদু কৌশল হচ্ছে একটি যুতসই ইন্ট্রো বা লীড বা সুচনা সৃষ্টি। জন হোহেনবার্গ যেমন বলেন, THERE IS NOTHING LIKE A GOOD BEGINNING FOR A STORY. JOURNALISM STRESSES IT. WRITERS STRIVE FOR IT. EDITORS DRMAND IT.

বলা হয়, lead is an outline of the story. lead is the gist of the story.

সাংবাদিকতাও এক অর্থে শিল্প মাধ্যম। এটি দ্রুত লয়ের সাহিত্য। শুধু সাংবাদিকতা কেনো, যে কোনও লেখালেখির বেলায় সহজ করে বলাটাই আর্ট। বড় এক পরীক্ষা এটি। সহজ-সাদামাটা পরিবেশনাতেই ফুটে ওঠে সৌন্দর্য।

সহজ করে যিনি বলতে পারছেন, সাফল্য তাকে ধরা না দিয়ে যায় কই? রিপোর্ট বা স্টোরি লেখার শুরুতেই পাঠকের জন্য কৌতূহলোদ্দীপক, মনোরঞ্জক সূচনা চাই। যেটি পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে লেখার বাদবাকি অংশে।

LEWIS CARROL এর ALICE IN WONDERLAND বই এর ভাষায়, BEGIN AT THE BEGINNING আর কি। এখানে ২৫ থেকে ৩০ শব্দে গোটা স্টোরির SYNOPSIS চাই। হবে SHARP, SIMPLE, CATCHY. রিপোর্টার নানাভাবে লিখতে পারেন তার সূচনা। সম্পাদকের উচিৎ একে স্বাগত জানানো।

থমসন ফাউন্ডেশনের সাংবাদিকতা শিক্ষকদের মন্তব্য, সূচনায় পাঠক মনকে সফলভাবে অকৃষ্ট করার পর রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া। স্বকীয় শৈলীতে স্টোরি তৈরির পর সেটি যুতসই একটি শিরোনামের দাবি রাখে। রেডিও-সংবাদে যেটিকে বলে টপলাইন। এটি হচ্ছে SHOWCASE OF THE STORY. তাই এটি বানানোর জন্য থাকা চাই মুন্সিয়ানা। একজন সৃজনশীল ঝানু সম্পাদকই পারেন এই শীর্ষ পংক্তি তৈরির মধ্য দিয়ে পাঠক-দর্শককে বিহবল করতে।

লীড হচ্ছে সংবাদের প্রাণ। 'যেমনভাবে বলা, তেমনভাবে লেখা' লীডের এক বিশেষ কৌশল। প্রখ্যাত সাংবাদিক বার্নেস্টাইনের ভাষায় 'WHATEVER THE PEOPLE SAY IS OKAY BY ME; THE PEOPLE SPEAK REAL GOOD. (WATCH YOUR

www.pathagar.com

LANGUAGE) সূচনা অবশ্যই হওয়া চাই সহজ সরল এবং আকর্ষক। হবে ছোট, অর্থপূর্ণ। এমনভাবে তৈরি যাতে ডেস্কম্যান খুব দ্রুততায় যথাযথ শিরোনাম দিয়ে নিউজ ছাড়তে পারেন।

খবর জানতে চাওয়ার বেলায় পাঠকের মৌলিক প্রশ্নগুলো হলো : কি, কেন, কখন, কিভাবে, কোথায়, কে।

এসবের জবাব না পেলে মনে সন্তুষ্টি আসে না।

কবি RUDYARD KIPLING এর ভাষায়,

'I KEEP 6 HONEST SERVING MEN
(THEY TAUGHT ME ALL I KNOW)
THEIR NAMES ARE WHAT AND WHY AND WHEN
N HOW AND WHERE AND WHO'

রিপোর্টারকে স্টোরির শুরুতে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করতে হয়। তবে বাস্তবে কাটায় কাটায় ৬ প্রশ্নের উত্তর মেলানোর কসরৎ এক অর্থে নিরর্থক। এমন যুদ্ধে নামলে ইন্ট্রো বানাতেই গলদঘর্ম হবার দশা হবে নিঃসন্দেহে। তবে অন্তত ৩টির উত্তর না থাকলে ভালো লীড হয় না।

5W 1H বা ৬ ক এর যে কোনও ১টিকে প্রাধান্য দিয়েও ইন্ট্রো তৈরি করা হয়ে থাকে কখনো কখনো।

হতে পারে সেটি 'কি' কিংবা 'কেন'। যেটির ওপর জোর দিয়ে লীড বানানো হয়, সেই লীডকে তখন ওই বিষয়ের লীড বলা হয়ে থাকে।

লীড হওয়া চাই ২৫ থেকে ৩০ শব্দের মধ্যে। তাতে লীডিং তথ্য কিংবা লীড শর্ত সম্পূর্ণভাবে আসুক বা না আসুক।

লেখার শুরুতেই, প্রথম অনুচ্ছেদেই খবরের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু থাকতে হবে—এই পুরনো নিয়ম যথেষ্টই মূল্যবান। কিন্তু রিপোর্টারের মাথায় সবসময় 'প্রথম অনুচ্ছেদেই সবকিছু চাই, সব প্রশ্নের জবাব চাই—এ মন অন্ধ বিশ্বাস ঘুরপাক খেতে থাকে। এই সূচনা ভীতি দূর করা দরকার ভালো কাজের স্বার্থে। এর জন্য দরকার সুসংগতভাবে বিষয়বস্তু উন্মোচনের দক্ষতা। তাছাড়া লীড তৈরির ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে আটকে না থেকে এটি লিখবার স্বাধীন বা স্বকীয় কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।

হ্যাঁ, নানাভবে লেখা যেতে পারে সূচনা। এতে সৃষ্টিশীলতারও প্রকাশ ঘটানো সম্ভব। আর তাতে কাজেও প্রকাশ পাবে বৈচিত্র্য। সম্পাদকের উচিৎ এক্ষেত্রে মৌলিকতাকে স্বাগত জানানো।

www.pathagar.com

লীডের গুণকীর্তন

১. অবশ্যই হতে হবে পুরোদমে ব্যবহারিক সেই সঙ্গে আকর্ষক (utilitariun as well as attractive.)
২. হবে brief and expressive. ছোট সূচনা সর্বোত্তম। এটি সুস্পষ্ট এবং যোগাযোগ কার্যকর করে।
৩. লীড হবে sharp, simple, catchy'. It must be told in very clear, simple language. এক্ষেত্রে ইংরেজ কবি Robert southey যেন বাতিঘরের ভূমিকায়, যখন তিনি বলেন, Words are like sunbeams, The more they condensed, The Deeper they burn.
৪. লীড এ থাকবে খাস খবর বা মোদ্দা কথা, থাকবে সবচে' চমকপ্রদ তথ্য
৫. স্টোরির প্রধান প্রধান পয়েন্ট অবশ্যই থাকা দরকার
৬. হবে সংবাদের সাথে সংগতিপূর্ণ
৭. সুলিখিত লীডে অবশ্যই প্রকাশ পাবে গোটা স্টোরির সিনোপসিস
৮. এতে গোটা বিষয়ের ঝরঝরে ধারণা পেয়ে যাবেন পাঠক
৯. স্টোরির আসল মোড এর প্রতিফলন থাকবে
১০. ডেস্ক এডিটরকে যুৎসই এবং যথাযথ শিরোনাম বানাতে এবং এই কাজ খুব দ্রুততায় করতে সহায়ক হয় ভালো লীড
১১. কাগজের পৃষ্ঠাসজ্জার জন্যও সুবিধাজনক
১২. এতে মানুষের মৌলিক জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে। কবি RUDYARD KIPLING র সবাই না হলেও অন্তত ৩জন কথা বলবে। অর্থাৎ ৬-ক'র কমপক্ষে ৩টির জবাব থাকবে।
১৩. ভালো লীড পাঠকের মন কাড়ে। আগ্রহ জাগিয়ে দেয় বাকি স্টোরি পড়ার।
১৪. লীড বক্তব্য হওয়া চাই নোতুন।
১৫. স্টোরির তাৎপর্য তুলে ধরবে। এতে করে বিস্তারিত বিবরণের জন্য পাঠক-মন তৈরি হয়।
১৬. ঘটনা সংশ্লিষ্ট লোকজনের মনোচেতনার প্রতিফলন থাকবে লীডে।
১৭. ভলো লীড আরো কিছু জানার জন্য পাঠক মনে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগায়
১৮. ঘটনার সবশেষ ডেভেলপমেন্ট থাকবে
১৯. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানকে চিহ্নিত করবে
২০. সংবাদের মূল বক্তব্য ধারণ করে। এর থেকে সবচে' দরকারি তথ্য পাঠক পেয়ে যায়

সূচনা বা লীড হতে পারে নানান রকম

নিউজ স্টোরি বা রিপোর্ট শুরু করা যেতে পারে নানাভাবে। কে কিভাবে লিখবেন এ নিতান্তই তার নিজের ব্যাপার। তবে এর উদ্দেশ্য হওয়া দরকার- পাঠককে যতটা সম্ভব ছোট করে- সহজে- স্বচ্ছভাবে মূল জিনিসটা বুঝিয়ে দেয়া। সৃজনশীলতা, স্বকীয়তা প্রয়োগে কেউ একেবারে ভিন্নতর সূচনাও উপহার দিতে পারেন। সম্পাদকের উচিৎ অভিনবত্বকে স্বাগত জানানো।

স্টোরি শুরু করা হলো কিভাবে তার উপর ভিত্তি করেই মূলত কিছু শ্রেণীভাগ করা হয়েছেন সূচনায় স্টোরির মোদ্দা কথাটি জানান দেয়ার পাশাপাশি সেটি হওয়া দরকার আগ্রহোদ্দীপক।

www.pathagar.com

নানা পদের লীড বা সূচনা

১. সামারি বা ১২৩ : খবরের সার কথা ধারণ করছে যে সূচনা

২. কোশ্চেনঃ প্রথম বাক্যটাই প্রশ্ন। পাঠকের নজর কেড়ে নেবে। ভেতরে কোথাও মিলবে উত্তর

৩. বুলেট/ ক্যাপসুল/ কার্তুজ/ পাঞ্চ: অতি সংক্ষেপে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়, যার জন্য প্রস্তুতি ছিলো না পাঠকের। যেন আচমকা এসে গেঁথে যাওয়া বুলেট।

৪. কোটেশন: কখনো কখনো কারও উদ্ধৃতি ব্যবহার করে ভিন্নতা আনা হয়।

৫. স্ট্যাকাটো/ছোট বাক্য সম্বলিতঃ বাক্যগুলি এমন ভাবে তৈরি করা চাই যাতে প্রথম প্যারাতেই এক এধরণের আমেজ মেলে

৬. ফিগারেটিভ/ কালার লীডঃ ভাষার অলংকরণে যে সূচনা। ঘটনা উল্লেখ না করে চরিত্রগুলোকে টেনে মোদ্দা কথা জানানো

৭. অডিটিঃ একেবারে ভিন্ন ঢং এ লেখা। যা পাশ্চাত্যে চালু। আরেক অর্থে নিয়ম ভাঙ্গার সূচনা

৮. ডায়ালগ/সংলাপ/কথোপকথনঃ দুই বিশিষ্টজনের মধ্যে কথাবার্তার হুবহু উদ্ধৃতি। পাঠক ভিন্ন আমেজে আমোদিত। ব্রিটেনের কাগজে লক্ষণীয়।

৯. ফিচার: মানবিক আবেদন সঞ্চার। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার তথ্য দিয়ে সাজানো

www.pathagar.com

শিরোপাযোগ্য শিরোনাম চাই

শিরোনাম বা HEAD LINE হচ্ছে showcase of the story. অর্থাৎ কোন নিউজ আইটেম বা রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত নমুনা। আরো ছোট করে বললে সংবাদের সার। বাড়তি শব্দমুক্ত হয়ে খবরের প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করাই হচ্ছে HEAD LINE র কাজ।

এর লক্ষ্য হচ্ছে ১. পাঠককে সংক্ষেপে-তাৎক্ষণিকভাবে খবরের মূল কথা জানানো। ২. পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে তোলা ৩. সংবাদের মূল্যায়ন এবং ৪. পৃষ্ঠাসজ্জার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি।

জনে জনে আমাদের কথা বলায় ভিন্নতা রয়েছে। কাগজে ভাষা প্রয়োগের বেলার সব স্তরের পাঠকের কথাই মাথায় রাখতে হয়। অতিশয় পন্ডিত থেকে শুরু করে মুটে মজুর, মুদি দোকানি-সব্বাই যে সংবাদপত্রের লক্ষী। তাই ভাষা হওয়া চাই যার পর নাই সোজা সরল। হবে অলংকার বর্জিত ও মেদহীন। প্রমিত বাংলা শব্দ প্রয়োগ করতে হবে। পরিবেশনা ভঙ্গি হবে মোলায়েম।

HEAD LINE -এর আছে নিজস্ব ভাষা, ব্যকরণ, রীতিনীতি ও কৌশল।

HEAD LINE -র গদ্য হওয়া চাই টানটান, ঋজু। অক্ষর চিন্তা মাথায় রাখতে হয় মাপসহ। কারণ এতটুকু স্পেস নষ্ট করার সুযোগ যে নেই। প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ সম্পর্কে জানতে হয়। মোটকথা শব্দভান্ডার যার যত সমৃদ্ধ, কাজও তার হবে ততই সুন্দর।

মনে রাখতে হবে, অন্তত HEAD LINE এর বেলায় একই শব্দের একাধিকবার ব্যবহার ঠিক নয়। আর বেশি শব্দভারে যেন ঝুলে না পড়ে HEAD LINE. জায়গা সংকটের কথাও মাথায় রাখতে হবে। মূলত এই সমস্যা মোকাবেলার প্রয়োজন থেকেই HEAD LINE এর আলাদা ভাষা, রচনারীতি, কৌশল ও ব্যকরণ গড়ে উঠেছে।

মিডিয়ায় কাজ যাদের ইংরেজিতে, তাদের বেলায় এর প্রয়োজন বোধয় আরো বেশি। যেমন : asssacination না বলে murder না বলে kill বললে space কমে যাচ্ছে না কি? তেমনি arrest না করে nab করা হলে ক্ষতিতো নেই বরং লাভ। আবার attack না করে hit করা যেতে পারে। accident এর বদলে ঘটানো যেতে পারে mishap. এতে জায়গা রক্ষা হয়। HEAD LINE র ভার্ব সবসময় বর্তমান বা present.

www.pathagar.com

যেমন :
Hasina, khaleda talk after over a decade
Obama plans to create 2.5m jobs
ডেস্কম্যানকে কত পয়েন্ট ব্যবহার করলে কত জায়গা দরকার সে সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়। যেমন ৭২ পয়েন্টে দখল হবে : ১ ইঞ্চি
মাথায় রাখতে হয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিষয়াদি। থাকা চাই দ্বিমুখী মনন বা বাই ফোকাল মাইন্ড। অক্ষর, শব্দ, পয়েন্টের মাপজোক, ভাষাগত ভুল ত্রুটি --ইত্যাদি ক্ষেত্রে মনোনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে, মনের আরেকটি বাহু ছড়িয়ে দিতে হয় দূরে, বহু দূরে। তথ্যগত শোধনেই শেষ হয় না কাজ, দেখতে হয় বিষয়গত দিকও। ভাবতে হয় পারিপার্শ্বিকতা, মূল্যবোধ নিয়ে থাকা চাই দূরদর্শিতা। হতে হয় পজিটিভ অর্থে সন্দেহ প্রবণ, খুতখুতে মানসিকতার।
ব্রিটেনে ডায়ানার মৃত্যু সংবাদের দিকে চোখ রাখা যাক :
কেউ বলছে , DI DEAD
কেউবা DI IS DEAD
অথবা DIANA DEAD AFTER PARIS CRASH
কিন্তু KILLED শব্দ ব্যবহার করা গেলো না। কারণটা রাজনৈতিক।
অতি গূরুত্বপূর্ণ কিংবা প্রবলভাবে নাড়া দেয়া খবর কাগজের ব্যানার হেডলাইন হয়ে আসে।
এই ধরণের সর্বোচ্চ বিশাল শিরোনাম থেকে শুরু করে যে কোন চাঞ্চল্যকর খবর, যাকে বলে এক্সক্লুসিভ বা স্কুপ—সেসবের শিরোনামও হয়ে উঠতে পারে অন্তর্ভেদী। আসলে এটি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ডেস্ক এডিটরের প্রজ্ঞা, সৃষ্টিশীলতা এবং উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার ওপর। যেমন: ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর খবরটির কাব্যিক ব্যানার হেডলাইন করবার সুযোগ মিস করেনি ঢাকার কোন কোন কাগজ। বাংলাদেশ টু ডে করছিলো Home they brought the warrior dead.
আর নিউজ টু ডে রীতি অনুযায়ি প্রেজেন্ট টেন্স রক্ষায় করেছে Home the bring the warrior dead. নিউজের ব্যকরণগত বিচারে এটি শুদ্ধ শিরোনাম বটে। তবে ঐশ্বর্যময় একটি কবিতার অবিস্মরণীয় পক্তিকে সেভাবেই রেখে শিরোনাম করে অন্য দৈনিকটিও সে অর্থে কোন ভুল করেনি। বরং নস্টালজিক মাত্রা যোগ করেছে।
এতো গেলো ব্যানার। ছোট ছোট স্কুপেও সুযোগ থেকে যায় মজাদার শিরোনাম উপহার দেয়ার। যেমন: আইয়ুব শাসনামলে গণধিকৃত এক জনপ্রতিনিধি ঢাকার রাজপথে ষাড় আক্রান্ত হন। বিশাল ষাড় শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে -এমন একটি ছবি বা কার্টুনসহ খবরের HEAD LINE করা হয়—'চিনিল কেমনে'। সৃজনশীলতার আরো বড় সুযোগ

www.pathagar.com

থেকে যায় ফটো সাংবাদিকদের তুলে আনা বিশেষ কোন ছবির ক্যাপশন করার বেলায়। ডেইলি স্টার থেকে শুরু করে দেশের প্রধান প্রধান কাগজগুলোতে মাঝে মাঝে এধরনের চমকপ্রদ ট্রিটমেন্ট চোখে পড়ে বটে।

স্মরণ করা যেতে পারে একটি তারুণ্য নির্ভর দৈনিকের 'তুই রাজাকার' HEAD LINE র কার্টুন সিরিজের কথা। বিজয়ের মাসে প্রতিদিন এই পরিবেশন শেষে বিজয়ের দিনটিতে ছিলো বিশেষ চমক।

আর তা হচ্ছে রূপকের আদলে রাজাকার বলে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে সরকারের শীর্ষাসনের ব্যক্তিটিকে। 'হ্যাঁ বিশ্বাস আছে...' এমন কৌশলি শব্দাবলি ব্যবহার করে। এতে বিষয়টি বুঝে নিতে বেগ পেতে হয় নি কারোই। উপরন্তু পাঠকের কাছে এটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে, অনন্য পরিবেশনা গুণে।

'আজ চাঁদ দেখা গেলে কাল ঈদ'। বছর বছর রোজোর ঈদের আগের শেষ পত্রিকা দিবসের অতি কমন এবং বহুল চর্চিত শিরোনাম এটি। এর থেকে বেরিয়ে আসা যায় না কি? যায়। তার জন্য দরকার সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, রুচিবোধ। খুব একটা ক্রিয়েটিভ হওয়ার দরকার পড়ে না এর জন্য। যেমন 'আমাদের সময়' করলো 'এলো খুশির ঈদ'। মন্দ কি? অন্তত টিপিক্যাল হেডলাইনতো এড়ানো গেল। দুটি দৈনিক 'যায় যায় দিন' ও 'যুগান্তর' এক্ষেত্রে হাস্যকর শিরোনাম করেছে। তা হল—'কাল অথবা পরশু ঈদ'। এটি বলবার জন্য কোনও শিরোনাম এমনকি স্টোরি করার দরকার পড়ে কি?

www.pathagar.com

সাংবাদিকের সাহস-সৌন্দর্য এবং সাফল্য

বড় বড় কবি সাহিত্যিকরা poetic licence অজুহাতে ভাষার রীতি নীতি ধোরাই কেয়ার করেন কখনো কখনো। শামসুর রাহমানের সুন্দরীতমা পাড় পেয়ে যায় এই লাইসেন্স বলেই। আর সংবাদপত্র জন্মলগ্ন থেকেই poetic licence জাতীয় ছাড় পেয়ে আসছে। তো এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন আপনিও কাজে অভিনবত্ব-সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য আনার স্বার্থে। স্টোরির সূচনা এবং শিরোনামে ঘটাতে পারেন নতুনত্ব ও নান্দনিকতার প্রকাশ। সৃজনশীলতা, স্বকীয়তা প্রয়োগে। লেখার হাত থাকলে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, পরিবেশ বিষয়ে রিপোর্টিংও হয়ে উঠতে পারে দারুণ উপভোগ্য।

সৌন্দর্যের জয় সবখানে। মানুষ সাহস এবং সৌন্দর্য—দু'এরই পুজারী। আর সাংবাদিকতায় এই দুই দন্ত্য স সম্বল করতে পারেন যিনি, সাফল্য তাকে ধরা না দিয়ে যায় কই? সাংবাদিকের সাহস-সৌন্দর্য থাকা চাই চলায়, বলায়, লেখনিতে। আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাস্তবতায় সত্যের সৈনিকের স্মার্টনেসের বিকল্প নেই।

প্রথমত, কোন রকম নয়, খুব ভালো বলতে এবং লিখতে জানতে হবে। থাকা চাই সহজ করে বলবার নৈপুন্য। কেউ আঁতকে উঠে বলতেই পারেন, এটি কোন ব্যাপার! উ হু, যতো সহজে রিঅ্যাক্ট করছেন, সহজ করে বলাটা আসলে ততই কঠিন। তাইতো কবিগুরুকে বলতে হয়েছে, 'সহজ করে বলতে আমায় কহ যে/ সহজ কথাটি যায় না বলে সহজে'। আসলে সহজতা-স্বাভাবিকতার মাঝেই বাস করে শিল্পমান।

হ্যাঁ, শিল্প হয়ে ওঠে মুখের কথাও। সুন্দর সোজা সাপ্টা করে বলাটাই যে শিল্প। সেক্ষেত্রে ভালো বলতে পারেন, কথায় কারুকাজ আছে—এমন যে কাউকে শিল্পী বলে স্বীকার করে নিতে কার্পণ্য দেখানো অনুচিত। যে জন কথা-বার্তায় স্মার্ট, নান্দনিক-নিশ্চয়ই তিনি সৃষ্টিশীল, রোমান্টিক, কল্পনা শক্তি সম্পন্ন। লেখালেখি-আবৃত্তি-অভিনয় ইত্যাদির কোনটাই হয়তো তিনি করেন না। তবে ইচ্ছা করলেই কোন না কোন মাধ্যমে রাখতে পারেন প্রতিভার স্বাক্ষর।

অবশ্য সুন্দর করে বলাটাই আবৃত্তি। সেক্ষেত্রে যিনি কথাবার্তায় পরিপাটি, সপ্রতিভ অবশ্যই তিনি আবৃত্তি শিল্পী। দু'জন মানুষকে খুব কাছাকাছি আনার পেছনে কথাশিল্প বিরাট, কখনো কখনো প্রধান ভূমিকা রাখে। আর দুজনই যদি দারুণ বলতে পারেন, তাহলেতো কথাই নেই। দুই শিল্পীর কথোপকথনের খেলাও জমে বেশ। আর তখনই কেউ একজন গেয়ে উঠতে পারেন, 'বেদনা মধুর হয়ে যায় তুমি যদি দাও। মুখের কথা

www.pathagar.com

হয় যে গান তুমি যদি গাও'। শুভঙ্কর আর নন্দিনীর কথোপকথনকে ক্যামন কাব্যিক রূপই না দিলেন পুর্ণেন্দু পত্রী। হোক না তা কাল্পনিক। নান্দনিক যোগাযোগের নমুনা তো।

অগোছালো পারিপাট্যহীন লেখা যেমন বিরক্তির জন্ম দেয়, তেমনি অপ্রতিভ বাচনভঙ্গিও। রেডিও-টিভিতে যিনি কাজ করবেন এবং বিশেষ করে যার ভয়েজ দিতে হয়, স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ এবং বাক ভঙ্গি অবশ্যই রপ্ত থাকা চাই তার।

আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্বদল ও স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, তদবির ইত্যাদি দুষ্ট প্রবণতার তোড়ে মান বজায় রাখার বিষয়টি চাপাই পড়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। যখন ভিজুয়াল মিডিয়াম বলতে শুধুই ছিলো বিটিভি, এই ব্যাপারগুলো সহ্য করা গেছে, উপায় ছিলো না বলে। কিন্তু এখন এই যে এতো চ্যানেল, তারপরও কত না ভুল উচ্চারণ আর আনস্মার্ট বাক ভঙ্গির অভিজ্ঞতা নিতে হচ্ছে। এইসব নেতিবাচকতার মিছিল এতোটাই জোরদার, যিনি শুদ্ধ করে কথা বলতে পারেন, বিপদে পরতে হয় তাকেই। এবং তার জন্য অবস্থা আরও নাজুক হয়ে ওঠে, যখন তার বস ভুল বা আঞ্চলিক উচ্চারণ সমস্যায় আক্রান্ত। এদের কাছে শেখা তো দূরের কথা, কখনো কখনো ভুলটাকে মেনে নিয়েই কাজ চালিয়ে করতে হয়, বস যে! কখনো না বুঝে কখনোবা গোয়ার্তুমি করে ভুল মেনে নিতে বাধ্য করেন এরা।

শীপের ক্যাপ্টেনই যদি হয় অসুস্থ, গোট টীমের কী দশা বুঝুন। তদবির সূত্রে অযোগ্য, দুষ্ট কিংবা ক্ষতিকর কারোও নিউজ টীমের হেড বনে যাবার নজির বিশ্বের আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই। বিশেষ করে রেডিও-টিভি, যেখানে, মেধা ও সৃজনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকতা, দ্রুতি, সৌন্দর্য—অতি আবশ্যিক শর্ত। এ সংক্রান্ত একটি গল্প না শোনালেই নয়। ঢাকায় একটি টিভি চ্যানেলের হেড অব নিউজ বনে গেলেন (কিছু দিনের জন্য হলেও) চাঁটগার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে বাধ্য এক রিপোর্টার। দায়িত্ব বাগিয়ে নিয়েছেন, বিষয়টা এপর্যন্ত থাকলে সমস্যা ছিলো না হয়তো। সংবাদকর্মীরা বিপদে পড়লেন, যখন তিনি উচ্চারণের মাস্টারি করতে বা ভুল ধরতে শুরু করলেন। বুঝুন ব্যাপারটা। পুলিশ হয়ে যাচ্ছে ফুলিস! (অবশ্য ইংরেজি বুলেটিনের বেলায় ওর অজান্তেই এটি স্মার্ট উচ্চারণ বটে)

সামাজিক জীবনে ব্যাপারটা হয়তো মেনে নেয়া চলে। তাই বলে পর্দায়! সরল সত্য হচ্ছে, যিনি আঞ্চলিক উচ্চারণে অভ্যস্ত, নিজের ভুল ঠাহর করতে পারেন না অনেক সময়। যেমন নোয়াখালীর এক ছাত্রকে সালোক সংশ্লেষণ ও শ্বসনের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন শিক্ষক।

: ছার, ফাইত্তক্কটা ঠিক বুইজতাম ফারলাম না

- শোন, ঠিক করে বলো, শব্দটা ফাইত্তক্ক না, পার্থক্য

এবার খুব বিজ্ঞের মতো হেসে ছাত্রের জবাব

স্যার, আই তো ফাইত্তক্কই বলি, আইন্যেই না ফাইত্তক্ক শোনেন।

www.pathagar.com

নিজেকে চিনে নিতে ব্যর্থ এমনই অনেক সংবাদকর্মী ছড়িয়ে আছে আমাদের মিডিয়ায়। এই ধরণেরই কারো কারো আবার গুরু দায়িত্ব বাগিয়ে নেয়ার নজিরও আছে এদেশে। চাঁটগার ওই নিউজ বসের কথাই ধরা যাক না। এক সময় সিনেমার নায়ক হবার জন্য বিভিন্ন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সে যাত্রায় ব্যর্থ হয়ে পরে নাম লেখান সাংবাদিকতায়। আসলে আমাদের এখানে ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, অন্য কোনও কাজ না পেয়ে সংবাদ জগতে ঢুকে পড়াটাকে কোন ব্যাপারই মনে করেন না অনেকেই।

আমাদের শিক্ষিত সমাজে উঁচু আসনের অনেক মানুষের মধ্যেই আঞ্চলিক ও অশুদ্ধ উচ্চারণ এবং উদ্ভট বাচনভঙ্গি লক্ষণীয়। এ নিয়ে আবার কাউকে কাউকে 'দ্যাশ'প্রেমের বড়াই করে হাস্যকর পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলতেও দেখা যায়। এদের কাছে নিজ গ্রাম হচ্ছে দেশ, আঞ্চলিক ভাষা—মাতৃভাষা। ইচ্ছে করেই ভাষার শুদ্ধতা প্রশ্নে এরা উদাসীন। আঞ্চলিক ভাষাকে এরা যেমন গুরুত্ব দেয়, তেমনি বাংলাদেশ বাদ দিয়ে নিজের 'দ্যাশ' (গ্রাম) কে বড় করে দেখে। দেশি মানুষ খুঁজে পেলে আটখানা হয় খুশিতে। আবার ভয়ঙ্কর শত্রুতা করতেও কুণ্ঠিত হয় না কখনো কখনো।

যাই হোক। প্রসঙ্গ আমাদের কথাশিল্প নিয়ে। একজন সাহিত্য শিল্পী নিঃসন্দেহে কথার যাদুকর। বড় মাপের একজন লেখক হয়তো মুখে অত কথা বলেন না। কিন্তু তার লেখা আবিষ্ট করে রাখে পাঠককে। এবং অবশ্যই তিনি কথার কারুশিল্পী। মুখে না বলে বলছেন কলম দিয়ে। তুলনামূলকভাবে এর গুরুত্ব অবশ্যই বেশি। প্রকাশের শক্তিমত্তা প্রতিফলিত হচ্ছে লেখায়।

কারো কারো লেখা মানেতো শুধুই লেখা নয়। ভেসে ওঠে দৃশ্য। নাড়া দেয় চিন্তা-চেতনাকে। লেখার যাদু পাঠককে টেনে নেয় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়। শেষ পর্যন্ত। তারপরও আক্ষেপ ঝরে পড়ে, শেষ হয়ে গেলো! এইতো সার্থক শিল্প, ইনিইতো সফল স্রষ্টা।

সহজ-সুন্দর পরিবেশনার সুবাদেই পাঠক-দর্শকের সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে যুতসই যোগাযোগ। যে কোন শিল্প সৃষ্টিরই লক্ষ্য হচ্ছে দর্শক। হোক সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা, অভিনয় কিংবা চারুশিল্প—সেটি কতোটা যোগাযোগ সক্ষম সেটি নিশ্চয়ই বিবেচ্য হওয়া দরকার। যে কোন ক্ষেত্রেই লেখা বা পরিবেশনা মুখের কথার মতো বা এর যতো কাছাকাছি হবে, ততই হবে সফল-সুন্দর এবং যোগাযোগে সক্ষম। ছোট ছোট বাক্যই আসলে বেশি শক্তি ধারণ করে।

আপনি প্রিন্ট কি ইলেকট্রনিক যে মাধ্যমই কাজ করুন না কেনো, কাজের সফলতার জন্য জরুরী যুতসই যোগাযোগ কৌশলের প্রয়োগ। যার মধ্যে EMPATHY যতো প্রখর থাকবে, সাফল্যও আসবে তার ততে বেশি। এটি হচ্ছে অন্যের জায়গায় নিজেকে দেখার শক্তি। সৃজনশীলতা আর কল্পনাপ্রবণতার পাশাপাশি মানুষের প্রতি যার মধ্যে SYMPATHY যতো বেশি কাজ করবে EMPATHY ও তার ততই জোরালো হবে।

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জের মুখে সত্যের সৈনিক

সঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং তার থেকে নির্ভুল স্টোরি বানানোর কাজটা চ্যালেঞ্জিং। এ ক্ষেত্রে সবদিক থেকেই রয়ে যায় চাপ। মাথার ওপর ঝুলতে থাকে ডেডলাইনের দড়ি। প্রাপ্ত তথ্যাদি সবসময় ডাবল চেক করার সময় মেলে না। এসব সত্ত্বেও নির্ভুলতার নীতি প্রশ্নে ছাড় দেয়ার সুযোগ নেই।

শুধু নির্ভুল হলেই চলে না। স্টোরি বস্তুনিষ্ঠও হওয়া চাই। সব রকম বিশেষ করে অপরাধ বিষয়ক রিপোর্টিং এর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। অভিযুক্তকে দোষী বানিয়ে ফেললে চলে না। তখনই কেউ দোষী, যখন আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। মিডিয়া কখনো সখনো কাউকে দোষী বলতে পারে, যখন এর প্রতিনিধি তাকে অপরাধ করতে দেখেন কিংবা তিনি জনসমক্ষে স্বীকারোক্তি করেন।

খবরের পিছু নিতে হয় সাংবাদিককে। এর জন্য পোড়াতে হয় কাঠখড়। খবর খুঁড়ে এনে তা পরিবেশন করতে হয় টার্গেট পাঠক-দর্শক-শ্রোতার উপযোগী করে।

সত্য প্রকাশ একজন সাংবাদিকের অভ্যাসে পরিণত হওয়া দরকার।

দেশে এমন একটি আইন আছে, যা খবর সংগ্রহের পথে প্রধান বাধা। এই অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টস বাতিলের দাবি সাংবাদিকদের বহুদিনের। আইনের বাইরেও তথ্য সংগ্রহের পথে বাধা থাকে হরেক। রাজনৈতিক দলের মাস্তান, আমলা, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য—কত কি দিক থেকে আসতে পারে বাধা।

সাংবাদিককে সবসময় মনে রাখতে হয়, খবর সংগ্রহের কাজ কখনোই সোজা নয়।

এই পেশা এতটাই ঝুঁকির যে, সত্য প্রকাশের কারণে জীবন দিতে হচ্ছে সাংবাদিককে। সাংবাদিকতাকে নিয়ন্ত্রণের জঘণ্য এই প্রক্রিয়া স্মরণ করিয়ে দেয় জর্জ বার্নার্ড শ'কে: Assassination is the extreme form of censorship. It is not enough to report fact truthfully. It is now necessary to report the truth about the fact. এবং সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ।

তা সত্ত্বেও কাজ করতে হয় তাকে, সততা-সাহস-সৌন্দর্য নিয়ে। তাকে এখন আর 'ক্লার্ক অব ফ্যাক্টস' হয়ে বসে থাকলে চলছে না। সাহসী ভূমিকার কারণে একটি মহল শত্রু হয়ে দাঁড়ায় সাংবাদিকের। টোপ ফেলে হাতে আনতে ব্যর্থ হলে শুরু হয় হুমকি ধামকি।

www.pathagar.com

তাতেও কাজ না হলে পথ বেছে নেয়া হয় পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার। এ প্রক্রিয়াতেই প্রাণ কেড়ে নেয়া হয়েছে কত না জন সাংবাদিকের। সাইফুল আলম মুকুল, শামসুর রহমান...কত প্রাণ হলো বলিদান!

সমাজের শিক্ষিত-সচেতন-খুঁতখুঁতে ছোট অংশ বাদে বিরাট অংশই হল 'বিশ্বাসী পাঠক'। ছাপার অক্ষরের সত্যতায় পুরো মাত্রায় আস্থাশীল। তাই কনটেন্টের প্রতিক্রিয়া এদের মধ্যে বেশ গভীর হতেই পারে। যে কারণে টিকার-স্টোরি-ছবি-ফুটেজ পরিবেশন করতে হয় ভেবে চিন্তে, সতর্কতার সঙ্গে। অনেক সময় পাঠক কাগজে যা খোঁজে তা পায় না। যা পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্টি আসে না।

পাঠক এখন সারাদেশের খবর চায়। রাজধানী, বন্দর নগরী বা শহরের না। চাই জনপদের খবর। দুস্কৃতির পাশাপাশি সুকৃতির খবর চাই। দুর্নীতির মুখরোচক সংবাদের পাশাপাশি চাই সুনীতির সুখপ্রদ, প্রেরণা সঞ্চারি খবর।

বিদেশের খবর দরকার আছে। তবে তা হওয়া চাই আমাদের উপযোগী, স্বার্থ ঘনিষ্ঠ। এজেন্সির উদ্দেশ্যমূলক খবরের হুবহু অনুবাদ নয়, এসবের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তরজমা চাই।

শিল্প-সংস্কৃতি-খেলা-বিনোদন-সবই দরকার। তবে পরিবেশনায় চাই বস্তুনিষ্ঠতা, রুচির ছাপ। চাই শুদ্ধ ভাষায়, সঠিক বানানে।

এই সময়ের সাংবাদিকদের উচিৎ আমাদের জনমুখী সাংবাদিকতার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল হরিনাথের কথাই ভেবে দেখুন না। গরীব এই পাঠশালা শিক্ষক সেই কবে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামের কাগজতো না যেন বাতিঘর গড়ে তুলেছিলেন। শেষতক এটি চালু রাখা যায় নি ঠিকই। কিন্তু সৎ সাংবাদিকতার জন্য পথরেখাতো তৈরি হয়েছে এভাবেই।

www.pathagar.com

কেন অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতা

যেতে হয় গভীরে

খবরের কাগজে প্রতিদিন যেসব খবর ছাপা হয়, সেতো নিছক খবরই। ঝটপট তৈরি করে দেয়া প্রতিবেদনও হয়ে থাকে ভাসা ভাসা। এ ধারার বাইরে গিয়ে সুযোগ রয়ে যায়, তারচে' বড় করে দেখলে প্রয়োজন দেখা দেয় ঘটনা বা বিষয়ের তথ্য তালাশের। প্রথম দফায় পাওয়া সাদামাটা তথ্যগুলোকে দেখতে হয় তলিয়ে। গভীরতাময় এসব স্টোরিকে বলে ডেপথ রিপোর্ট। যার আবার শাখা আছে দুটিঃ ১.অনুসন্ধানী ও ২.ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গভীর রিপোর্ট হচ্ছে ৬-ক'র একটি 'কেনো বা হোয়াই'র বিস্তারিত বয়ান। সেই সঙ্গে কিভাবে বা হাউ ও এ ধরনের লেখার অন্যতম উপজীব্য। ডেপথ রিপোর্টিং হচ্ছে ঘটনার পেছনের ঘটনা, তথ্যের আড়ালে রয়ে যাওয়া তথ্য, তলানি হয়ে পড়ে থাকা রহস্য উন্মোচনের অভিযান। সঠিকতা বা অ্যাকিউরেসি হচ্ছে এ ধরনের লেখার প্রাণবস্তু। এক্ষেত্রে ব্যালেন্স রক্ষা করাটাও রিপোর্টারের জন্য বড় এক পরীক্ষা বটে। প্রাপ্ত তথ্যাদির বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে দেখতে হয় ধৈর্যের সঙ্গে। তথ্যের ভুল মারাত্মক পরিনতি ঘটাতে পারে। তাই যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে বানাতে হয় এধরণের রিপোর্ট।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং

সোজা কথায়, এ হচ্ছে অনুসন্ধানেরর মাধ্যমে পাওয়া তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন। এর জন্য একদিকে যেমন খোলা মন ও সততা দরকার। অন্যদিকে কিছু পেশাগত দক্ষতাও থাকা চাই। এটিকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া বা intelligent process হিসাবে দেখা হয়ে থাকে।

Paul N Willams যেমন বলেন Investigative reporting is an intelligent process. ..a biz of gathering and sorting ideas and facts; building patterns, analyzing options n making decissions based on logic rather than emotions includuing the decission to say no to at any of several stages. সঠিক সূত্রের সাথে যোগাযোগ, ঘটনার পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সূত্রের সাথে যোগাযোগের দক্ষতা, নিজ মত এড়িয়ে চলতে পারার ওপর নির্ভর করে অনুসন্ধানী কাজের সাফল্য।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং

আর ব্যাখ্যমূলক রিপোর্টিং এর ভিত্তি হল বিশ্লেষণ। তথ্যগুলো পাঠকের সামনে সহজ সরলভাবে তুলে ধরা, এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে সজাগ-সচেতনতার কাজটি বিশেষ দরকারি এই ধরণের রিপোর্টিং ক্ষেত্রে। আর এই কাজের অংশ হিসাবে অনুসন্ধানও করতে হতে পারে। ঘটনা বা তথ্যের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অর্থ প্রকাশ এবং আজকের প্রেক্ষিতে আগামীর আভাস থাকে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংএ। রাজনীতি-অর্থনীতি থেকে শুরু করে অপরাধ-স্বাস্থ্য-আইটি, যে কোন বিষয় নিয়ে হতে পারে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং।

অনন্য নজির-বিচিত্রা

প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক শাহাদৎ চৌধুরীর 'বিচিত্রা' উল্লেখ করার মতো ডেপথ রিপোর্ট এর দলিল বলতে হবে। ১৯৯৭ র ৩১ অক্টোবর এটি বন্ধ হয়ে যায়। অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামুলক দুর্দান্ত সব রিপোর্টের নজির বিচিত্রার একেকটি সংখ্যা। আট এর দশকে ফাটাফাটি কাজের সুবাদে অল্প সময়ে আলোচনায় চলে আসেন তখনকার জাদরেল রিপোর্টার মিনার মাহমুদ। তিনি স্মৃতি হাতড়ান এভাবেঃ

'১৯৮৪ সালের শেষদিকে বিচিত্রায় কাজ শুরু 'ঠিকে' রিপোর্টার হিসেবে। 'রাজনীতিতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব' প্রথম প্রচ্ছদ কাহিনী। পুরো আইডিয়া ছিলো শাহরিয়ার কবিরের। আমার সাংবাদিক শিক্ষক। ...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নিয়ে একটা প্রতিবেদন ছাপ হলো। ...সকালে অফিসে আসার ক্ষণিক পরেই ভেতর থেকে শাহাদৎ চৌধুরী আমার নাম ধরে ডাক দেন। বুকটা কেঁপে ওঠে। 'তোমার রিপোর্টটা পড়লাম। তুমি বিপদে এখন। শুধু তুমি নিজে না। আর্মি অর্ডন্যান্স থেকে ছাত্ররা অ্যাম্যুনিশেন সাপ্লাই পায় এটা লিখে আমাকেও বিপদে ফেলে দিয়েছো-বাট ইটস ওক্কে।'

অনেক ভর্ৎসনা শোনার জন্য তৈরি হয়ে ছিলাম। ইটস ওক্কে। এই হলেন আমার সম্পাদক শাচৌ (শাহাদৎ চৌধুরী)। ...এমন স্মার্ট মানুষকে বুঝতে দেরি হয় না।

আজকেই ঢাকা থেকে বাইরে চলে যাও। নিরাপত্তার জন্য। তোমার স্টেশন মুহসিন হলকে আজকেই গুডবাই বলো। আর অ্যাকাউন্টে তোমার কথা বলা আছে।... ।'

এমন দ্রুত সব সিদ্ধান্ত। ধরতে পারি না। কী হতে পারে আমার?

'ওরা শারীরিকভাবে তোমাকে হিট করবে, যেহেতু তোমার পরিচিত কোন সম্পদ নেই।'

'অরেকটু বসো। নিরাপত্তার ব্যাপারে আমার দুটো টিপস আছে- মন দিয়ে শেনো। প্রথমটা হচ্ছে রাস্তায় যখন চলবে, হাঁটবে- মেক শিওর তোমাকে কেউ দেখার আগে তাকে তুমি দেখবে। তোমাকে এটা দেখতেই হবে। সো তাকে তুমি যেন অ্যাভয়েড করতে পারো তোমার প্রয়োজনে। এটা একটা চর্চা, মানুষ হলো পৃথিবীর সবচাইতে স্মার্ট প্রাণী।

দ্বিতীয়টা হলো, 'কোথাও যাবে, বাসা কিংবা রেস্টুরেন্ট যেখানেই হোক পেছনে কোন শূন্য স্পেস রাখবে না। পিঠের পেছনেই যেন দেয়াল থাকে। কারণ আততায়ীরা সবসময় আঘাত করে পেছন থেকে। পেছনে শূন্য জায়গা রাখা যাবে না কোন ভাবেই।

www.pathagar.com

সে যাত্রায় মিনার একপ্রকায় পালিয়ে মফস্বলে যান। দু সপ্তা কাটিয়ে এসে আরেক প্রচ্ছদ উপহার দেন 'মফস্বলের জীবন'।

হতে হবে পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান

পরিশ্রমে কোন বিকলপ নেই এই ধরণের নায়কোচিত সাংবাদিকতার জন্য। বিচিত্রায় করা ডেপথ রিপোর্টগুলো সম্পর্কে আরেক জিনিয়াস আসিফ নজরুল যেমন বলেন, *'দুর্গমতম সোর্সের কাছে যেতেও দ্বিধা করতাম না। ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির দুর্নীতি উদঘাটনে পরিশ্রম করতে হয়েছে টানা দু'মাস। ...জামায়াতের রাজনীতির ধর্ম বিরুদ্ধতা জানার জন্য চষে ফেলতে হয়েছে ঢাকার প্রায় প্রতিটি মসজিদ।'*

সে সময় কোন দৈনিকেরও সাধ্য ছিল না প্রভাবে, প্রচারে বিচিত্রার ধারে কাছে যায়। ১৯৭২র ১৮ মে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংবাদ ম্যাগাজিনটি হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের জীবন যাত্রার অনিবার্য অনুষঙ্গ। আমাদের সার্বিক জীবনধারা তথা সংস্কৃতির মুখপত্র হয়ে ওঠে এটি। শাহাদৎ চৌধুরী ছেড়ে দেয়ার পর একই লোগো নিয়ে পত্রিকা বেরিয়েছে বটে। তাতে নামটি ছাড়া বিচিত্রার লেশ মাত্র খুঁজে পাওয়া ভার। কান্ডারিহীনতায় অবশেষে এটি রূপ নিয়েছে নিচুমানের অপরাধ উস্কানির ম্যাগাজিনে।

বিচিত্রার কিছু কিছু অনুসন্ধানী রিপোর্ট এখনও মানুষকে নাড়া দেয়, নষ্টালজিয়া জাগায়। যেমন মিনার মাহমুদের 'রাজনীতিতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব' আসিফ নজরুলের 'অবৈধ অস্ত্রের উৎস'।

এই ধরণের কাজের জন্য থাকা চাই শক্ত মানসিক গঠন। আসতে পারে হুমকি-ধামকি, হতে পারে মামলা। যেটি উল্লিখিত দুই রিপোর্টারের বেলাতেই ঘটেছে।

আসিফ নজরুল যেমন বলেন,

'অবৈধ অস্ত্রের উৎসের ওপর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন রচনার জন্য জেলখানায় ঢুকে নামকরা খুনিদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি, বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রবাজ ছাত্রনেতাদের সঙ্গে থেকেছি দিনেরর পর দিন। সর্বহারাদের খুঁজে খুঁজে গিয়ে কথা বলেছি তাদের সঙ্গে। প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ঢাকার একটি সশস্ত্র গ্রুপ এবং ফ্রিডম পার্টির (কর্ণেল ফারুকের দল) কিছু ক্যাডারের কাছ থেকে হুমকি আসে। সামরিক গোয়েন্দা দল এসে অফিস থেকে তুলে নিয়ে যায় আমাকে আলোচনার কথা বলে।'

চাই টেকনিক, চাই উপস্থিত বুদ্ধি

ঢাকার বাইরে দুর্দান্ত রিপোর্টিং মুন্সিয়ানার সুবাদে মোনাজাতের ডাক পড়ে কিছুদিন ঢাকায় থেকে কাজ করার। তখন তার হাউস সংবাদ। যিনি পারেন তিনি পারেন। মোনাজাত তা দেখালেন। এবং যা করলেন, নবীনদের জন্যতো বটেই। নগর কেন্দ্রের দাপুটে রিপোর্টারেদের জন্য, এবং সব সময়ের জন্য যা কি না শিক্ষণীয়।

আড্ডাচ্ছলে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে একটি নাটকের প্রোগ্রামে গিয়ে তিনি আবিস্কার করে ফেলেন ফাটাফাটি রিপোর্টের উৎস। সংগীত শিল্পী মলয় গাঙ্গুলী অনুষ্ঠানে গান শুরুর

www.pathagar.com

আগে বক্তব্যে বললেন, তিনখানা ট্রাঙ্ক যা তিনি মুক্তিযুদ্ধের শেষে বয়ে এনেছিলেন দেশে তা আজো অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে। শাব্দিক অর্থেই শিকারী এই সাংবাদিকের 'নোজ অব নিউজ' হয়ে ওঠে সক্রিয়। তৃতীয় নয়ন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে ট্রাঙ্কগুলোর অবস্থান শনাক্তে। তারপর নানান অনুসন্ধানী ধাপ পেরিয়ে জন্ম নেয় একটি অবিস্মরণীয় অনুসন্ধানী রিপোর্ট : **যে চিঠি ২০ বছর পর খোলা হলো।**

মোনাজাতের মুখ থেকেই শোনা যাকঃ 'মনটা কেনো জানি ছটফট করছে, উত্তেজনা বোধ করছি। ৩টি ট্রাঙ্ক! স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বয়ে আনা! তার ভেতর আছে মুক্তিযুদ্ধের দলিল! কিন্তু পড়ে আছে অযত্ন অবহেলায়! কেউ খুলে পর্যন্ত দেখেনি! ইতোমধ্যে কেটে গেছে ২০টি বছর!

মলয় গাঙ্গুলীর প্রাথমিক তথ্য বিবরণ এবং রেডিওর শাহবাগ অফিসের এক বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে 'এক টুকরো সংবাদ লেখা হয়ে গেলো ঘন্টাখানেক বাদে'। ছাপাও হলো। কিন্তু এইটুকুতে তৃপ্ত হবার মতো সাংবাদিকতো ছিলেন না মোনাজাত। 'মনের গভীরে খচখচ কিছু একটু বিঁধছে। আমার দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্র যে এলাকাটি, সেখানে আমি অধিকাংশ প্রতিবেদন লিখেছি সরজমিন। ...সেখানে ঘটনার তদন্ত করতে হয়, চালাতে হয় অনুসন্ধান, চরিত্রের সাথে কথা বলতে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হয়, এবং তুলতে হয় ছবি, সেখানে নিজে ঘটনাস্থলে না গিয়ে উপায় কি?

আরো প্রশ্ন দেখা দেয় তার মনে, ট্রাঙ্কের খবরতো বেরুলো, কিন্তু ট্রাঙ্ক কি ৩টিই? কত বড় সাইজের ট্রাঙ্ক? কি কি দলিল আছে এর ভেতর? দীর্ঘদিনেও কেনো এগুলো খোলা হলো না? দেয়া হলো না কেনো যাদুঘরে কিংবা আর্কাইভে? ট্রান্সক্রিপশনের স্টোরে পড়ে আছে কিন্তু খাতায় এন্ট্রি নেই কেনো?

অতঃপর ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে ঢুকে ঘাবড়ে দেন এক কর্মচারিকে।

: কোথায় সরিয়েছেন ট্রাঙ্ক?

-স্যার, আমি স্যার, বলতে পারবো না স্যার। স্টোর কিপার জানেন। ...কিন্তু তিনি ছুটিতে.. আমি ওনার অ্যাসিসটেন্ট!

: তা আপনিকি জানেন না কোথায় ঐ ট্রাঙ্কগুলো? কবে এখান থেকে সরানো হলো? আপনি সেসময় ছিলেন না?

-আপনি কোন ট্রাঙ্কের কথা বলছেন স্যার? ঐ স্বাধীন বাংলা বেতারের ট্রাঙ্ক?

: হ্যাঁ

-তা স্যার, ঐ ট্রাঙ্কতো সরানো হয়নি! এখানেই আছে! ঐ যে ওখানে...

ব্যস হয়ে গেল মোনাজাতের কেল্লা ফতে। এবার তার কৌশলগত ব্যাখ্যা শোনা যাকঃ আমি স্টোরে ঢুকেই 'ট্রাঙ্ক তিনটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কোথায়' এই প্রশ্নটি করলাম কেনো? আসলে এটা ছিলো আমার ব্যক্তিগত কৌশল-প্রশ্ন। নেগেটিভ ধরণের প্রশ্নটি ছুঁড়ে আমি এ কর্মচারির মুখ থেকেই জবাব বের করে আনতে চেয়েছিলাম যে, ট্রাঙ্ক ৩টি স্টোরের ভেতরেই আছে। দ্বিতীয়ত, পরে ভুলটি বুঝতে পারলেও আমার প্রথম ধারণা ছিলো যে, ট্রাঙ্ক ৩টি হয়তো

www.pathagar.com

স্টোরের কোথাও লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখা হয়েছে। এবং সে কারণে চাপমূলক প্রশ্ন করলে সহজেই স্টোরকিপার তা বলে ফেলবেন বা দেখিয়ে দেবেন। আরো একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, সরাসরি ট্রান্সক্রিপশনের পরিচালক সাহেব বা অন্য কোন পরিচালকের কাছে না গিয়ে আমি সোজা স্টোরে ঢুকলাম কেনো? এটাও আমার অভ্যাসগত ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে আমি প্রথমে টপ লেভেল-এ যাই না। নিচের দিক থেকে ওপরে আসি। হাঁড়ির ওপর দিকের একটা ভাত টিপলেই বোঝা যায় তা ফুটেছে কি না, কিন্তু খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, দেখেছি, নিচের দিকের সূত্রের খবর কিংবা ভেতরের খবর আগে থেকেই হাতে থাকলে বড় কর্তাদের সাথে কথা বলতে সুবিধে হয়। এখানেও এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেছি। অবশ্য কথা উঠতে পারে যে, সরকারি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের স্টোর রুমে আমি ঢুকে পড়লাম কেনো? এটা কি বৈধ হয়েছে ? আমি স্বীকার করি হয় নি। কিন্তু আমার মনে বিশ্বাস ছিলো। সরকার বা তার সিস্টেম যাই থাক, রাষ্ট্রের প্রতি আমার বিশ্বস্ত মন ও সত্ত্বাই আমাকে এই সাহস যুগিয়েছে।

পরের অধ্যায় ট্রান্সক্রিপশন পরিচালককে রীতিমতো বোকা বানানোর। যিনি জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন, 'আমার স্টোরে ট্রাঙ্ক আছে আর আমি জানি না'!

ওদিকে স্টোরের লোকটি এরিমধ্যে ট্রাঙ্কের সামনের দিকের মালপত্র সরিয়ে ফেলেছেন। উপস্থিত সকলের সামনে মোনাজাত ২০ বছর অগেকার সেই চিঠি একে একে খুলে ফেলতে লাগলেন। পরদিন কাগজের প্রথম পাতায় ঐসব চিঠির ফটোকপিসহ ৩ কলাম শিরোনাম প্রতিবেদন : **'যে চিঠি ২০ বছর পর খোলা হলো'**।

মুখোস পরতে হয়, মুখোস খসানোরই প্রয়োজনে

সাংবাদিকতায় দুটি চোখই যথেষ্ট নয়। দেখবার সামর্থ চাই এর বাইরেও। আর সাধারণের নজর যেখানে গিয়ে আটকে যায়, অনুসন্ধানী সাংবাদিকের দেখার শুরু আসলে সেখান থেকেই। এর জন্য দরকার গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তৃতীয় নয়ন বা ইনটুইশন যার যতো বেশি প্রখর, সাফল্যও তার আসতে বাধ্য এই শক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে।

আমেরিকায় ওয়াটারগেট কেলেংকারি ফাঁস হবার কথাই ধরুণ না। যেজন্য গদি হারাতে হলো নিক্সনকে। সে তো সাংবাদিকতারই সুবাদে। এমন অঘটন ঘটন পটিয়সী সাংবাদিকইতো সময়ের চাওয়া, সমাজের কাঙ্খীত।

যুগে যুগে রাষ্ট্রযন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমাজের নানা ক্ষেত্রে অনিয়ম -দুর্নীতি তুলে ধরতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুরুত্বের কথা বলে শেষ করার মতো নয়।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার শক্তিমত্তার প্রমাণ মেলে ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতার দূর্গ ভেঙ্গে পড়া, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, বড় মাপের কোন হিরোর জিরো পরিণতি, ষড়যন্ত্র বা নাশকতার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়া বা সণাক্তের ঘটনায়।

www.pathagar.com

কয়েক বছর আগে ভারতের অনলাইন বার্তা সংস্থা তেহেলকা ডটকম দেশটির শীর্ষস্থানীয় সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অস্ত্র কেনাবেচার তথ্য ফাঁস করে দিয়ে দারুণ তোলপাড় সৃষ্টি করে। ফলে পদত্যাগে বাধ্য হন বেশ ক'জন কেন্দ্রীয় নেতা। পরবর্তীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে নটবরের পদত্যাগও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতারই ফল। মূলত একজন রিপোর্টারের বড়ত্ব মাপা চলে তার অনুসন্ধানের নৈপুন্য থেকে।
আমাদের মতো চরম দুর্নীতিপ্রবণ দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়োজন আরো বেশি। অথচ এখানে সে অর্থে অনুসন্ধানী কাজ হয়ে থাকে কালে ভদ্রে।
দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান, বোমা হামলা, নাশকতা এতোটা প্রকট হয়ে উঠতো না, যদি সময়মতো এব্যাপারে তদন্ত চলতো। এখানে আত্মঘাতি বোমা হামলার মতো ঘটনাই বলে দেয়, সাংবাদিকদেও জন্য কাজ দেখানোর উর্বর জমিন তৈরি হয়েছিলো বেশ আগে থেকেই।
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় আগ্রহীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন ওয়াটারগেট রিপোর্টের নায়ক উডওয়ার্ড এবং বার্ণস্টেইন, তেহেলকার অনিরুদ্ধ বহাল, বিজয় সিনহা প্রমূখ। বুদ্ধিমত্তার মিশেলে নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সাংবাদিক ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট উপহার দিতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস। অস্ত্র কেলেংকারি উদঘাটনে তেহেলকা যা করেছে তাতে থ্রিল, ড্রামা, সাসপেন্স, ক্লাইমেক্স—সবই মেলে। এখানে সাংবাদিককে অভিনয় করতে হয়েছে ঘুষদাতার ভূমিকায়। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, গোপন ক্যামেরায় তাদের ভিডিও ছবি ধারণের বিষয়ে। এ প্রসঙ্গে তেহেলকার তদন্ত সম্পাদক অনিরুদ্ধ এবং বিশেষ প্রতিনিধি ম্যাথু স্যামুয়েল এর ভাষ্য ছিলো, 'পথ যেটিই হোক কাজটা যে আমরা করতে পেরেছি, সেটিই বড় কথা। অস্ত্র কেলেংকারির তথ্য ফাঁস করাটাই যে ছিলো আমাদের টার্গেট। আর এর জন্য গোপন ক্যামেরা ব্যবহার করাটাকে আপত্তিকর মনে করি না আমরা'।
বেশ ঝুঁকি নিয়ে এই তদন্ত কাজ সম্পন্ন করতে হয় অনিরুদ্দ ও স্যামুয়েলকে। পদে পদে ভয় ছিলো ধরা পড়ার। এর জন্য মুখে দাড়ি রেখেছিলেন অনিরুদ্ধ। অতপর তারা নিজেরাই খবর হয়ে উঠলেন, ফাটাফাটি খবরের জন্ম দিতে গিয়ে।
তেহেলকার সাংবাদিকদের কম কসরত করতে হয়নি এমন একটি সত্য উদঘাটনে। লেগে থাকতে হয়েছে তাদেরকে দিনের পর দিন। যোগাযোগ রাখতে হয়েছে জনে জনে। শেষ পর্যন্ত আসল পরিচয় যখন প্রকাশ হবার দশা, তখনই তারা সিদ্ধান্তে পৌছান, সংবাদ সম্মেলন করে সব ফাঁস করে দেবার। এই যাত্রায় ধারণ করা ১০০ ঘন্টার ভিডিও ছবিকে কেটে ছেটে মাত্র চার ঘন্টায় আনেন তারা। তৈরি হযে যায় তোলপাড় করা এক তথ্যচিত্র।
বুঝতে কারোই অসুবিধা হবার কথা নয়, ভারতে অস্ত্র কেনাবেচা নিয়ে দুর্নীতি দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছিলো। রাজিব গান্ধির আমলে বোফর্স কেলেংকারির তদন্ত শেষতক

www.pathagar.com

যদিও পূর্ণতা পায় নি, কম ঝাঁকি দেয় নি সে ঘটনাটিও। ভারতের বাজপেয়ি সরকারের ভেতরের দুর্নীতির অনেক খবর সম্পর্কেই অবগত ছিলো তেহেলকা। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সংক্রান্ত যে সব পুকুর চুরির ঘটনা ঘটছিলো, সে সব প্রকাশ কওে দেয়ার জন্য নিশপিশ করছিলো তাদের হাত। অপেক্ষায় ছিলো তারা, যুতসই কৌশল ও মওকার। শেষতক নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে, ছদ্মবেশ নিয়ে যেভাবে তারা সত্য উদঘাটন করলো, সুদক্ষ অভিনয় শিল্পীও বুঝি এর কাছে হার মানতে বাধ্য।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাসে তেহেলকা তেলেসমাতি বিরাট এক অধ্যায় হয়ে থাকছে নিঃসন্দেহে। অনিরুদ্ধ বহাল তদন্ত প্রতিবেদনে হাত পাকিয়েছেন আরোও আগেই। ক্রিকেটে ম্যাচ গড়াপেটার খবর তিনিই প্রথম ফাঁস করেন আউটলুক পত্রিকায়, ১৯৯৭ সালে।

আসলেই তেহেলকা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে—পথ যেটিই হোক, গোমর ফাঁস করে দিয়ে কাজের কাজই করেছেন তারা। কখনো কখনো মুখোস পরতে হয়, মুখোস খসানোরই প্রয়োজনে।

শেষমেষ

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য অপরিহার্য। আর এর প্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। তাই অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতার ধারা যত শক্ত হবে দায়িত্বশীল স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার রাস্তাটা ততই থাকবে পরিস্কার।

www.pathagar.com

নিউজের নিরিখে ফিচার বুঝুন

নিউজ হচ্ছে ঘটনার বিবরণ। চলতি যে কোনও ইভেন্ট কিংবা সমস্যা, যা কিনা গণমানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, খবর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ফিচার মানবিক আবেদনধর্মী বিশেষ রচনা। Almo Scot wallson র ভাষায়, মানব উপাদানই হচ্ছে ফিচারের প্রাণ। সত্য যে কঠিন। আর এই কঠিনকে নিয়েই নিউজ'র কাজ। এই কঠিনের বিপরীতে রস সঞ্চারী লেখাজোকাই হচ্ছে ফিচার। এ যেন ...to turn lemon into lemonade কিংবা ...to swing around a maypole.

বলা যায়, News is an account of a current idea, event or problem that interests people. অন্যদিকে Most human interest stories r feature stories.

ফিচারও এক ধরণের রিপোর্ট। মত প্রকাশের সুযোগ নেই এখানে। সুযোগ নেই মনগড়া কথা বলবার। খবরের মতো ফিচারও তথ্য বহির্ভূত হবার নয়। বলা হয়, The whole world is a workshop of a feature writer. সারা দুনিয়াটাই ফিচার লেখকের কারখানা। ফিচারের বিষয় আশয় চির সবুজ। বলা চলে :

১. ফিচার হচ্ছে খবরের সম্প্রসারিত রূপ
২. খবরে যা উল্লেখ করা সম্ভব হয় না সেগুলোর বর্ণনা থাকে ফিচারে
৩. ফিচার খবরের পরিপূরক
৪. ফিচারে মানবিক আবেদন জোরালো হয়ে ওঠে
৫. ফিচার নীরস বিষয়ে সরস ও সুপাঠ্য রচনা

ফিচারের মূল কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। তাই সফল ফিচারে থাকবে প্রাণের ছোঁয়া। গবেষণার চেয়ে বেশি জরুরী তাই অনুসন্ধান-সাক্ষাতকার।

তথ্য হাতের কাছে রেখে শুরুতেই ঠিক করুণ মূল বক্তব্য বা স্ট্যান্ট কি হবে। শুরুটা যতটা সম্ভব আকর্ষনীয় করার চেষ্টা করুণ। এ এক স্বাধীনতার ব্যাপার বটে। কিভাবে শুরু করবেন সেটা একান্ত আপনার নিজের ব্যাপার। নিজ ঢংএ শুরুতেই নাটকীয়তা বা চমক সৃষ্টির চেষ্টা করুণ।

মানুষের হাসি কান্না আনন্দ বেদনা সযত্নে ধারণ করবে ফিচার স্টোরি।

পরিসংখ্যান ডাটা ইত্যাদি যত এড়ানো যায় ভালো।

ছোট গল্পের কাঠামোয় ফিচার সাজানো যেতে পারে। তবে তাতে কল্পনাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

www.pathagar.com

শেষাংশে থাকা চাই মূল বক্তব্য। নিউজে যেটি শুরুতেই দাবি করে। অর্থাৎ নিউজের সেই ইনভার্টেড বা উল্টো পিরামিড কাঠামোর বিপরীতে এটি হবে হুবহু বা আপরাইট পিরামিড কাঠামোয়। বক্তব্য বা মন্তব্য দিয়েও ইতি টানা যেতে পারে। মোদ্দা কথা কি পড়লেন, তার সারাংশ অনায়াসে যেন পাঠক বলে দিতে পারেন।

নিউজ বনাম/এবং ফিচার

	নিউজ	ফিচার
১	কিছুই ঘটেনিতো নিউজ হলো না	কিছু না ঘটলেও ফিচার লেখা যায়—যে কোন কিছু নিয়ে
২	সময় নির্ভর, তাৎক্ষনিকতাকে আমল দিতে হয়	সময় নিরপেক্ষ
৩	উল্টো পিরামিড কাঠামো, ৬-ক গুরুত্ব পায়	নির্দিষ্টতা নেই, চাই চমক
৪	মূলত তথ্য	তথ্য, শিক্ষা, বিনোদন
৫	ডেডলাইন মানতে হয়	এমন বাধ্যবাধকতা নেই
৬	চাই 'নোজ ফর নিউজ'	আইজ ফর ফিচার
৭	শেষে কম গুরুত্বের কথা	থাকে চমক
৮	কেবল সত্য তুলে ধরে	সাথে মানবিক আবেদন, চমক
৯	দ্রুত লিখতে হয়	ধীরে লিখলেও চলে
১০	রাইটারের নাম নাও থাকতে পারে	নাম থাকবে, ছদ্ম হলেও
১১	সংক্ষিপ্ত	সংবাদের চেয়ে বড়
১২	সাংবাদিকতার মূল সূত্র	শোভা
১৩	বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ	বিষয়ানুগ, পক্ষপাতমুলক
১৪	ইচ্ছেমতো সাজালেই হবে না	বলা চলে a decorated single roomed cottage
১৫	সীমিত শব্দ	০৮'শ-১২'শ শব্দ
১৬	মূলত কাঠখোট্টা	রিলিফ, তাই সরস
১৭	সংবাদ মূল্য	সাহিত্য মূল্য বেশি
১৮	news attracts readers	feature holds them

www.pathagar.com

সংবাদের অন্য এক দিগন্তের নাম ফিচার

ফিচারও এক ধরণের সংবাদ। তবে দুয়ের মধ্যে মূল ফারাক হল- খবর হওয়া চাই তরতাজা। বাসি হলো তো গেল। ঠিক খবর ঠিক সময়ে পরিবেশিত না হলে তার আবেদন যায় কমে। অন্যদিকে ফিচার কখনো বাসি হবার নয়। বহু বহু পুরনো ঘটনা থেকেও জন্ম নিতে পারে ফিচার। একই বিষয়ে খবর-ফিচার দুই ই হতে পারে। তবে লেখার ভঙ্গি হওয়া চাই আলাদা। খবর কিছুটা গদ্যময়। ফিচার হয় কাব্যিক, নাটকীয় উপাদানে ভরা।

ফিচারের জন্য দরকার ঝরঝরে গদ্য লেখার দক্ষতা। ঘটনা/ বিষয় যতটা সম্ভব নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করতে হয়।

ফিচার হচ্ছে রিপোর্টের সম্প্রসারিত রূপ। খবর যেখানে তথ্যের সমাবেশ। ফিচার তখন এই সমাবেশ প্লাস আরো কিছু। মনে রাখা দরকার, তথ্যবিহীন ফিচার কোন ফিচার নয়।

ভালো ফিচার তৈরির পূর্ব শর্ত হচ্ছে- ভালো রিপোর্ট লেখার দক্ষতা। কি প্রিন্ট কি ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ভালো ফিচার স্টোরি করার মধ্যেই সৃজনশীলতা প্রকাশের সর্বোচ্চ সুযোগ। ভালো নিউজ স্টোরি করে কেউ যদি আনন্দ পান, তাহলে ভালো ফিচার স্টোরি তার জন্য চরমানন্দের ব্যাপার। খবরের নোতুন দিগন্তের দুয়ার খুলে দেয় ফিচার।

কোন বিষয় বা ঘটনার সবটাই খবরের অংশ হয় না। তা হবারও নয়। অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশই কেবল খবর হয়ে আসে। সেক্ষেত্রে বহু বিষয়ই থেকে যায় উপেক্ষিত। খবরের কাগজের জায়গার এবং টিভি-রেডিও বুলেটিনে সময়ের অভাবে এমনটি ঘটতে পারে। আবার পাঠক-দর্শক-শ্রোতার বিরক্তির কথা মাথায় রেখে মূল পরিবেশনায় বা বুলেটিনে এইসব এড়িয়ে যাওয়া হয়। এবং পরে পরিপাটিভাবে এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করে যা তুলে ধরা যেতে পারে এবং এইসবই হচ্ছে ফিচার।

আজকের প্রতিযোগিতামূলক মিডিয়া বাস্তবতায় ফিচার স্টোরির প্রয়োজনও গেছে বেড়ে। বড় বড় অনেক ঘটনার অংশ হিসেবে ঘটতে পারে কৌতূহলোদ্দীপক কত না ঘটনা। ২০০৮ এর শেষে মুম্বাইএর সন্ত্রাসী হামলার কথাই ধরা যাক না। একই দিনে কয়েকটি স্থানে এই হামলায় নিহত আহতদের নিয়ে নিউজ স্টোরি হলো। আর যারা বেঁচে গেল, যারা হাসপাতালের বেডে কিংবা যারা স্বজন হারানোর শোকে কাতর তাদের নিয়ে আলাদা স্টোরি করার সুযোগ রয়ে গেল। যারা মারা গেলেন ফিচার হতে পারে তাদের নিয়েও। আর এগুলোকেই বলা হয় সাইড স্টোরি বা সাইডবার। মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার ওই পর্বে টানা বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে সন্ত্রাসী এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে। একাধিক স্পটে। এর মধ্যে সবচে' শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি গেছে হোটেল তাজ কেন্দ্রীক। এখানে গুলি বিনিময় হয়েছে দফায় দফায়। স্থানীয়তো বটেই, আন্তর্জাতিক কোন কোন টিভি চ্যানেলও এসবের লাইভ সম্প্রচার করে। এই ধরণের ঘটনায় টিভি চ্যানেলগুলোর দফায় দফায় খবর পরিবেশনের দায় যেমন যায় বেড়ে, তেমনি সাইড স্টোরি বা ফিচার স্টোরি করার বিষয়টিও তখন দাবি রাখে বিশেষ গুরুত্বের। এবং এনডিটিভিসহ বেশ ক'টি চ্যানেল সে প্রয়োজন মিটিয়েছে পুরোমাত্রায়। এই যেমন সংঘর্ষকালীন হোটেলে আটকে পড়া নারী-পুরুষ-শিশুদের অবস্থা, তাদের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, হামলার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে দায়িত্বশীলতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। এবং অবশ্যই মানবিক আবেদনের ভঙ্গিতে। খবরের কাগজগুলো এই

www.pathagar.com

ঘটনার মূল তথ্য বা নিউজ স্টোরি পরিবেশনের পাশাপাশি ছেপেছে নানান ফিচার স্টোরি। বিস্তারিত বয়ানে।

এই জাতীয় খবরের পছনে থাকে খবর। আরো কত কি তথ্য। এইসব খবরও তুলে ধরা হয়ে থাকে ফিচারের মাধ্যমে। এমনিভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে দিনের পর দিন ঘটে যাওয়া খবর এবং তার প্রেক্ষাপটের বিস্তারিত বর্ণনাও পরিবেশিত হয়ে থাকে ফিচারের মাধ্যমে। যাকে বলা হয় কালার ফিচার। এগুলো হচ্ছে ছাপা হওয়া বা সম্প্রচারিত সংবাদের সম্প্রসারিত, পূর্ণাঙ্গ বা তলিয়ে দেখা বর্ণনা।

বিষয় নির্বাচন

সুনির্বাচিত বিষয়ই হচ্ছে ফিচারের প্রাণ। ভালো বিষয় বাছতে পারলেন না তো ভালো ফিচারও হলো না। আপনার আমার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত না বিষয়। দরকার কেবল খুঁজে নেয়ার যোগ্যতা। এর জন্য থাকা চাই চোখের মতো চোখ। তাই ভালো ফিচার লেখকের নজর হওয়া দরকার শানিত। খবরের গন্ধ শুকে নেয়ার জন্য রিপোর্টারের যেমন থাকা দরকার নাক। গোটা বিষয়টাই আসলে মাথার খেলার, বুদ্ধিমত্তার।

আর আট-দশজন মানুষের দেখবার-জানবার-বুঝবার পালা যে সীমানা পর্যন্ত, স্মার্ট সাংবাদিকের খেলার শুরু হওয়া দরকার আসলে সেখান থেকে। এই দৌড়-দক্ষতা যার থাকে, ফিচার, বিশেষ স্টোরি, স্কুপ কিংবা এক্সক্লুসিভ বলুন-একের পর এক চমক দেখাতে পারেন তিনিই।

নানা পদের ফিচার

ফিচার হতে পারে নানা ধরণের। স্টোরিতে প্রাধান্য পেতে পারে কখনো ব্যক্তি, কখনো ঘটনা, কখনো বা বিষয়। তবে সব রকম ফিচারেরই ভিত্তি কোন না কোন খবর। সেটা উয়ারি বটেশ্বর খনন কাজ হোক কিংবা হোক আটকে পড়া পাকিস্তানিদের জীবন যাপন। কিছু নমুনা তুলে ধরা যাক:

০১. প্রকাশিত/সম্প্রচারিত কোন খবরের পেছনের তথ্য, পটভূমি বিশ্লেষণ।

০২. লোকে জানতো না এমন বিষয়ের অনুসন্ধান। এর জন্য চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি। পর্যাপ্ত তথ্য প্রমান যুক্ত থাকা দরকার এর সঙ্গে।

০৩. মানুষের অন্তর ছুঁয়ে যাওয়ার মতো বিষয়। দিনের খবরের মধ্যেই দুঃখজনক, কৌতূহল-কৌতুক উদ্দীপক উপাদান বেছে নিয়ে আইটেম বানানো যেতে পারে।

০৪. ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব নিয়ে করা যেতে পারে। মানুষই যেখানে প্রধান।

০৫. কখনো খবর পরিবেশিত হতে পারে ফিচার আদলে। ফিচার ভঙ্গিতে লেখা রিপোর্টকে বলবো নিউজ ফিচার।

০৬. কথোপকথন বা আলাপচারিতার আদলেও ফিচার দাঁড় করানো যায়। সাক্ষাতকারধর্মী ফিচার অনেকেরই পছন্দ।

০৭. অতীতের ঘটনা/ব্যক্তিত্ব নিয়েও তৈরি করা যায় ফিচার।

০৮. উন্নয়ন বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ছোট বড় কত না ঘটনা। মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে এইসব ঘটনা, সমস্যা, সম্ভাবনা নিয়ে স্টোরি করা যেতে পারে।

০৯. বিজ্ঞান, লাইফ স্টাইল, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ভ্রমণ, ঐতিহাসিক ঘটনা/ ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা গাইডলাইন ইত্যাদি নান বিষয়ে তৈরি করা যেতে পারে ফিচার।

www.pathagar.com

শেকড় পর্যায়ে সাংবাদিকতা : গত-আজ-আগামী

ঢাকার বাইরে সংবাদযজ্ঞ যেভাবে এখন চলছে, তাতে একে আর আলাদা করে মফস্বল সাংবাদিকতা বলবার কোন সুযোগ নেই। ক্রমে পেশাদারিত্ব আসছে কাজে। লেগেছে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া। অজ পাড়া গাঁ থেকেও ইন্টারনেট বা মোবাইল এসএমএস সুবাদে মুহূর্তেরই মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে তরতাজা খবর, খবরের পরবর্তি কিছু বা আপডেটেড নিউজ, ব্রেকিং নিউজ। সঙ্গে সঙ্গে টিভি পর্দায় বা ওয়েবে টিকার হিসেবে ঝলসে উঠছে তা।

এদেশে শেকড় পর্যায়ে সাংবাদিকতার প্রথম নমুনা- সমাচার দর্পন। ১৮২৭ থেকে ৪০ তক এই কাগজে বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে মোট ৬০ কেন্দ্র থেকে খবর সংগৃহীত হযেছে, বলতে গেলে নিয়মিতভাবে। মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'মুর্শিদাবাদ নিউজ'। এর আয়ু ছিলো ১৮৩৯ সালের জুলাই পর্যন্ত মাত্র ১১ মাস। মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার থেকে প্রকাশিত এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন উইলিয়াম স্টিফেন ল্যাম্ব্রিক। ইংরেজ।

মফস্বলের প্রথম বাংলা কাগজ মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী। সম্পাদক-গুরুদয়াল চৌধুরী।

বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' বেরোয় ১৮৪৭এ রংপুর থেকে। সম্পাদক গুরুচরণ রায়। আয়ু ১০ বছর। প্রতি মঙ্গলবার বেরুতো।

১৮৫৭ র প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সামনে রেখে প্রকাশিত এই কাগজে স্বাভাবিক কারণে রাজনীতি বিষয়ক লেখালেখির ঠাঁই ছিলো। যে কারণে রাজরোষের শিকার হয় এবং লর্ড ক্যানিং প্রবর্তিত সংবাদপত্র দমন আইনে বন্ধ হয়ে যায়।

শুধু শেকড় পর্যায়েই নয় 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' এদেশে সাংবাদিকতার একটি শক্ত ভিত্তিস্বরূপ।

আর তৃণমূল সাংবাদিকতার উদ্ভাসিত পর্বের স্মারক কাগজ বলতে হবে- গ্রাবার্তা প্রকাশিকা। গ্রামীন জনপদের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রার খবর প্রকাশে তৃণমূল সাংবাদিকতার বিকল্প নেই, এটি প্রথম উপলব্ধি করেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)। গরীব এই পাঠশালা শিক্ষক 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পরিচালনা করেন যথেষ্ট সাহসিকতায়। আয়ু ২২ বছর। বেরুতো কুষ্টিযার কুমারখালি থেকে। শেষতক কাগজটি চালু রাখা যায় নি কিন্তু সৎ সাংবাদিকতার জন্য ইতিহাস হয়ে আছে।

ঢাকার বাইরের সাংবাদিকতার বিকশিত পর্বের শুরু ৬ এর দশকে। এর পেছনে অবশ্য আইয়ুব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্র'র ভূমিকা আছে। ওই সময়ে জেলা-মহকুমা পর্যায়ে পত্রিকা প্রকাশ ও আন্যান্য সুযোগ সুবিধা গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সুবাদে আরেক ধাপ এগিয়ে যায় জন সাংবাদিকতা। ধীরে ধীরে রাজনীতির বিস্তার ঘটতে থাকে জাতীয় সংবাদপত্রে। আর এর রেশ ছড়াতে থাকে রাজধানীর বাইরে, সাংবাদিকতায়। ৯ এর দশকে এসে পূর্ণতা পায় এই রাজনীতি। স্বাভাবিক কারণেই বাইরের জনপদগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দৈনিকগুলোতে।

এবং একজন মোনাজাতউদ্দিন

গ্রামীন জনপদের খবরও যে জাতীয় সংবাদমূল্য পেতে পারে, উঠে আসতে পারে কাগজের প্রথম পাতায়, সেটি প্রথম দেখান মোনাজাতউদ্দিন (১৯৪৫-৯৫)। ৭ এর দশকে একটি জাতীয় দৈনিকের হয়ে তিনি কাভার করেন ১৬ জেলার বিশাল কর্ম এলাকা। উপহার দিতে থাকেন পাঠকপ্রিয় কত না প্রতিবেদন 'আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'কানসোনার মুখ', 'মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ দলিল', 'পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ'।

জাতীয় সংবাদ, মফস্বল সংবাদ ভেদরেখা মুছে দিলেন মোনাজাত আশ্চর্য পারঙ্গমতায়। তার ভাষায় 'অনেকেই এ রকম ধারণা পোষন করেন যে ঢাকায় বসে স্টোরি লিখলে সেটি হবে জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতা আর পাবনার কোন গ্রাম থেকে রিপোর্ট পাঠালে সেটি হবে 'মফস্বল সংবাদ'। এটি আমি ৩২ বছরের শ্রম আর রক্ত নিংড়ে দিয়ে ভাঙতে চেয়েছি।' তার বিচিত্র সংবাদ অভিযান, সেসবের নেপথ্য কাহিনী এবং জননন্দিত প্রতিবেদনগুলো ঠাঁই পেয়েছে তার বিভিন্ন বইএ। এর মধ্যে আছে- পথ থেকে পথে, কানসোনার মুখ, সংবাদ নেপথ্যে, নিজস্ব রিপোর্ট, পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন-গ্রামীন পর্যায় থেকে, চিলমারীর একযুগ, লক্ষ্মীটারী, কাগজের মানুষ ইত্যাদি।

বদলে যাওয়ার গল্প

গ্রামীন সাংবাদিকতায় এক সময়ের ডাক মুখাপেক্ষিতার জায়গায় এখন ফোন-ফ্যাক্স-ইন্টারনেট গতি এনেছে কাজে। ই-মেইলে ছবিও পাঠিয়ে দেয়া যাচ্ছে তরতাজা। যে কারণে সংবাদমূল্য সম্পন্ন ছোট একটি খবরও এখন ঠাঁই করে নিচ্ছে কাগজের প্রথম পাতায়। অথচ আগে যোগাযোগ সুবিধাহীনতার কারণে মফস্বলের কোন বড় বিষয়/ঘটনাও জায়গা করে নিতে পারেনি প্রথম পাতায়।

বর্তমানে কোথাও কোথাও, বিশেষ করে বিভাগীয় শহর, গুরুত্বপূর্ণ জেলায় ফুলটাইম সাংবাদিকতার সুযোগ তৈরি হয়েছে। নিয়োগ পাওয়া স্টাফ রিপোর্টারদের কাছ থেকে পেশাদারি কাজ পাওয়া যাচ্ছে। ভালো কাজ জানা কারো কারো ডাক পড়ছে রাজধানীতে গিয়ে কাজ করবার। এবং তারা টেক্কাও দিচ্ছেন শহুরে সাংবাদিকদের।

এদেশে শেকড় পর্যায়ে সাংবাদিকতার শুরু-উত্থান-সমৃদ্ধি যাত্রায় অবদান রেখেছেন সৎ নির্লোভ নিবেদিতপ্রাণ কিছু মানুষ। কাঙাল হরিনাথ থেকে মোনাজাতউদ্দিন-গোটা এই বন্ধুর পথরেখা থেকে শেখার অছে অনেক। অপেক্ষাকৃত উন্নত-অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা নিয়ে আগামীর যেসব সাংবাদিক নতুন অলো ছড়ানোর অপেক্ষায়, এই পাথেয় তাদের গতিপথকে করবে গৌরবদীপ্ত।

www.pathagar.com

শহর বনাম মফস্বল : খবরঅলার আবার জাত

গভীর অসুখ আজ আমার দেশের
চারিদিকে হাওয়ায়—ভাইরাস।
কার্বনে-কার্বনে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।
তবু দেখি—কেউ কেউ চমৎকার হাসে
বুদ্ধিমান, সতর্ক, চতুর।

মা যেখানে খেলার পুতুল,
দুগ্ধপোষ্য শিশু হয় ঘৃণার ফুটবল!
দুঃশাসনও ধরেছিল দ্রৌপদীর চুল,
অতঃপর কুরুকুল–ইতিহাসে খুবই ত সফল।

পেঁচা ওড়ে প্রকাশ্য দুপুরে।
গো-বৎস প্রসব করে সিংহীরা—অদূরে।
মূষিকের ভয়ে ত্রস্ত সিংহ মূর্ছা যায়।
সভ্যতা কি মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়?
(গোবিন্দ চক্রবর্তী)

কবির আঁকা এই অসুস্থ বাস্তবতায় বুঝি সত্যের সৈনিকের দায়িত্বও যায় বেড়ে। আর আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে ওঠার মতো শাব্দিক অর্থেই সাংবাদিক হয়ে ওঠার জন্য রাজধানীর বাইরের জনপদ অতি উত্তম জায়গা নিঃসন্দেহে। আমাদের কেন্দ্রীয় বাস্তবতা যদি একটু সহায়ক হতো, যদি আন্তরিক অনুকূল্য মিলতো হেড অফিস বাবুদের, তবে ঢাকার বাইরের কত না মুখ ঝলসে উঠতো। চরম বৈরি বাস্তবতা উপেক্ষা করে একজন মোনাজাতের উত্থান সেই সত্যেরই জানান দেয়।

অথচ মোনাজাতের মতো উজ্জ্বল উদাহরণ সামনে থাকা সত্ত্বেও এদেশে জনসাংবাদিকতা আজো উপেক্ষিত রয়ে গেছে। পারলে এখনো নাক সিঁটকানো হয়, 'মফস্বল সাংবাদিক' বলে। 'বোকার স্বর্গ'বাসী অনেকেনই ধারণা, রাজধানিতে বসে স্টোরি লিখলে সেটি হবে জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতা। আর বাইরে থেকে, গ্রাম থেকে কাজটি সারা হলে সেটি হবে 'মফস্বল সাংবাদিকতা।

www.pathagar.com

না, প্রায় তিন যুগের সাধনা-শ্রম-সৃজনশীলতা প্রয়োগে মোনাজাত এই ঠুনকো ও হাস্যকর অহমিকার সংকীর্ণ কাচের বলয় ভেঙ্গে দিয়েছেন। মোদ্দা কথা, সংবাদ সংবাদই। তার কোন সদর-মফস্বল নেই। থাকতে পারে না। শ্রীকান্তের সেই ইন্দ্র যেমন বলেন, মরার আবার জাত কি! তেমনি বলতে হয় খবরের আবার জাত কি। সাংবাদিকতায় নাক উঁচু কেউ কেউ জাত পাত প্রথা জিইয়ে রাখতে চান বটে। কিন্তু সেটি ধোপে টেকবার না। যেমন টেকেন না ওই ধরণের হাওয়াই মিঠাই সাংবদিকরাও।

মোনাজাত কাজের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, রংপুর বগুড়া দিনাজপুর পাবনা কি রাজশাহী প্রেক্ষিতে তৈরি তার স্টোরিগুলো আঞ্চলিক সংবাদ নয়, সংবাদ মূল্যগুনেই সেগুলো সংবাদ। পরিবেশন দক্ষতায় যা অনন্য। ঢাকায় বসে করা সিংহভাগ সংবাদকর্মীর কাজও যার ধারে কাছে যাবার মত নয়।

'মফস্বল' সাংবাদিকতা শুধু নয়, সংবাদকর্মীর প্রতিও অবজ্ঞা করতে ছাড়েন না রাজধানির 'ব্রাহ্মণ' কেউ কেউ। এমনিতে হাউসের অবহেলা, প্রতারণা সেতো আছেই।

মোনাজাত থেকেই শোনানো যাকঃ 'সংবাদ' থেকে আসা একজন রিপোর্টার, পরে যিনি আমার সহকর্মী হয়েছিলেন, আমাকে বলেন দোকান থেকে সিগারেট কিনে আনতে। আনি। পান আনতে বলেন। আনি। ফটোগ্রাফার জানতে চান, রাজশাহী শহরে 'ইয়ে' কোথায় পাওয়া যায়। হাত ইশারা করে বেঁটে খাটো বোতলের আকার বোঝান তিনি। বুঝতে পারি। বিনয়ের সাথে দেখিয়ে দেই। আরেকজন, হাতের তালু গোল করে জানতে চান, এখানে 'ইয়ে' পাওয়া যায় না? বুঝতে পারি তিনি কি চান। মনে মনে বলি, সাংবাদিকতা করতে এসে মদ-বেশ্যার দালালী করতে হবে নাকি?

রাজধানীর এক শ্রেনীর শৌখিন সাংবাদিকের কারণে পেশাদার সাংবাদিকদের সমস্যায় পড়তে হয় খোদ রাজধানীতেই।

এই ধরণের সাংবাদিক পরিচিতি প্রার্থী কাউকে কাউকে বলতে দেখেছি, 'আমিতো টাকার জন্য কাজ করি না' 'আমার বেতন নিয়ে ভাবতে হবে না, একটা সুযোগ দিন' 'একটা আইডি কার্ড হলেই চলবে' 'লেখাগুলো ছাপার ব্যবস্থা করুণ, বিল লাগবে না' ইত্যাদি ইত্যাদি। তো মালিক পক্ষ, মনিবের সেবাদাস হয়ে যাওয়া সাংবাদিক বস এই সুযোগ কাজে লাগাবে না কেনো? পেশাদারিত্বের সর্বনাশকারি এই মানুষগুলোর কান্ডকীর্তির ভয়াবহ কুফল ভোগ করতে হয় মফস্বলের খাঁটি সাংবাদিককে। কর্তারা ভাবতে থাকেন রাজধানিতেই যখন এভাবে সার্ভিস মিলছে, মফস্বলের সাংবাদিক পোষা আরোতো সহজ হবেই। অনেক সময় বস নিজেই বলে দেন, 'বেতন টেতন দেয়া যাবে না। কার্ড করে দিচ্ছি। করে কেটে খান'। রাজধানির বাইরের স্বপ্নচারি কেউ কেউ তাতেই খুশিতে খান খান। ওদিকে সাংবাদিকতার নামে কে কি অপকর্ম করছেন, কার কি কেটে চলেছেন 'সাংবাদিক' বাবু সেদিকে আর নজর রাখেন কি করে কর্তৃপক্ষ? পরোক্ষ ভাবে হলেও তারাই যে এর হোতা। এর জন্য দায়ী।

www.pathagar.com

রাজধানির বাইরের জনসাংবাদিকদের (যাদেরকে মফস্বল সাংবাদিক বলা হয় এক ধরনের ঠুনকো ও হাস্যকর দেমাগ থেকে) প্রতি অবহেলার বিষয়টি এদেশের মিডিয়ার জন্য কলঙ্কজনক একটি প্রবনতা। তাদের বঞ্চিত করার বিকৃত মানসিকতা সংবাদপত্র, বার্তা সংস্থা, টেলিভিশন সবখানেই লক্ষ্য করেছি। বেশ ক'টি প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বছরের পর বছর কাজ করিয়েও দেয়া হয় না কোন পারিশ্রমিক। বরং একই এলাকায় একাধিক সংবাদদাতাকে মাঠে সক্রিয় রাখা হয়—কে সৎ, নিষ্ঠাবান, চৌকস—দেখা দরকার, এ জাতীয় মুলো ঝুলিয়ে দিয়ে। এর আসল অর্থ হচ্ছে টাকা পয়সা চাইবার মতো অপ্রিয় কাজটি থেকে তাদের বিরত রাখা। দুর্ব্যবহারের এখানেই শেষ নয়, কখনো খবর মিস হলে, ভুল ধরা গেলে, কিংবা পাঠাতে দেরি হচ্ছে ইস্যু তুলে চালানো হয় মৌখিক-মনস্তাত্বিক নির্যাতন। এরজন্য মালিক পক্ষ নয়, দায়ী করি আমি দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকা রথি মহারথিদের। পদ ধরে রাখার স্বার্থে মালিককে তারা দেখান টাকা বাঁচিয়ে দেয়া হয়েছে। নয়তো কি? নিউজের কর্তা ব্যক্তি যদি মানবিক, সজ্জন হবেন—চারণ সাংবাদিক, এমনকি তাদের দেমাগের রাজধানির কন্টিবিউটর, কলামনিস্টদের পাওনা না বুঝিয়ে দিয়ে নিজের পকেটে বেতন নামের মিঠাই মন্ড ঢুকান কি করে? সমস্যা বাজেটের নয়, খাসলতের। যার বলি হন রোদে পুরে, ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়েও অক্লান্ত কর্মযোদ্ধা, কলম যোদ্ধা, জন সাংবাদিকেরা।

কোন সংবাদ মাধ্যমের সিংহভাগ সংবাদেরই যোগান দেন তৃণমূলের এই কর্মীরা। রাজধানির সাংবাদিকদের মতো কোন নির্দিষ্ট বিটবন্দি হয়ে থাকেন না তারা। তাদেরতো কাজ করতে হয় সব কিছু নিয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, কৃষি, অপরাধ, খেলাধুলা...। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখেছি, চারণ সাংবাদিকদের চাওয়া খুব একটা নেই। নামমাত্র পয়সায় কত উদ্যম নিয়েই না তারা কাজ করার জন্য উন্মুখ। অথচ অনেক হাউস সংবাদ-ছবি পাঠানোর খরচটুকুও দেয় না বুঝিয়ে। তারা মুখ বুজে সব সহ্য করেন, প্রতিযোগিতা বা লবিং করে টিকে থাকতে হয় বলে। যোগ্যতা-সততা-নিষ্ঠার কথা মুখে যতই কপচানো হোক না কেন, নিয়োগের বেলায় এগুলো কোন মানদন্ড হিসেবে কাজ করে না। সংশ্লিষ্ট কর্তার নিজ দল, ফোরাম, আত্মীয়তা সর্বোপরি তরিকাই হয়ে ওঠে আসল মানদন্ড।

শক্তি বিবেচনায় টিভি চ্যানেলে কাজ করতে বেশিই আগ্রহী থাকেন বাইরের জনপদের লোকজন। আর এই সুযোগও ভালোমতোই লুফে নেয়া হয়। কাগজের তুলনায় টিভির প্রতিনিধি বনে গেলে পর তার পেছনে খরচও যায় বেড়ে। ফুটেজ পাঠানো বাবদ এই বাড়তি। তাও সই। কারণ এলাকায় দাপট নিয়ে চলা যায়। তাছাড়া রাজধানিতেই যেখানে ক্যামেরায় মুখ দেখাতে লালায়িত সমাজের বিশাল বিশাল মানুষ সেখানে মফস্বলতো তা-ই। যে কারণে সংবাদদাতা প্রয়োজনে ঘুষ দিয়ে হলেও এমন সুযোগ চায়। আবার এই বিনিয়োগ তুলে নেয়ার জন্য কেউ কেউ উল্টাপাল্টা করে। এই ওপেন সিক্রেট এলাকায় যেমন, কেন্দ্রেও ভালোই জানা। তারপরও ভাবটা এমন, সততা নিয়ে

www.pathagar.com

কাজ করতে পারলে করুণ। মনে মনে বলা, যা পারেন করে খান, পয়সা দিতে পারবো না কিন্তু।

এমনকি ২৪ ঘন্টার নিউজ চ্যানেল হিসেবে দেশে স্বল্পমেয়াদী যে মাধ্যমটি ঝলসে ওঠার প্রক্রিয়ায় ছিলো তারাও প্রতিনিধিদের একটি পয়সাও দেয়নি। অথচ তুলনামূলক ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সংবাদদাতাদের শ্রম এবং পুঁজি—দুটোই বেশি ঢালতে হয়েছে। অনেক অনেক ব্রেকিং নিউজ আর দুর্দান্ত ফুটেজের নেপথ্য নায়ক কিন্তু এরাই। ওই চ্যানেলের শীর্ষ পদাসীন রথীরা মোটা বেতনে কাজ করেছেন। দামি গাড়ি পেয়েছেন। আর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভবনে বসে ঝাড়ি দিয়েছেন চারণ সাংবাদিকদের —খবর কম পাঠানো হচ্ছে, দেরিতে আসছে ইত্যাদি নানান বাহানা তুলে। সত্যি বলতে, চ্যানেলটি সারাদেশের চারণ সাংবাদিকদের ওপরই ছিলো নির্ভরশীল।

সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে একটি সরজমিন কাজে ২০০৮-র মাঝামাঝি বেশ কটি জনপদে ঘুরে ঢাকার বাইরের সংবাদদাতাদের দীর্ঘশ্বাস শেয়ার করা গেছে। সে যাত্রায় অনেকেই বিশেষ করে ২৪ ঘন্টার ওই চ্যানেলের প্রতারণা নিয়ে বলেছেন।

রাজধানীর বাইরে সাংবাদিকতার ঝুঁকি বহুমাত্রিক। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেয়ার সুযোগ কই? ইদানিং কেউ কেউ সে সুযোগ পেলেও সংখ্যাটা নিতান্তই হাতে গোণা। সেখানে সংবাদকর্মী মানেই কেউ শিক্ষক, কেউ ছোট খাটো ব্যবসায়ী কিংবা বীমাকর্মী। কেউ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে, কেউ সমাজকর্মী হিসেবে কেউবা মর্যাদা পেতে জড়ায় এ কাজে। এরা সবাই জানে, এটি নিয়ে মত্ত থাকলেই চলবে না। পেট চলবে না। কখনো কিছু টাকা পয়সা দেয়া হয় যদিও, তাতে খবর সংগ্রহে যাতায়াত এবং খবর পাঠানোর খরচও ওঠে না।

অথচ পেশাদার সার্বক্ষণিক সাংবাদিকের মতোই কাজের দাবি ছোড়া হয় তাদের প্রতি। কিন্তু তার জন্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় না। এখন অবশ্য পরিবর্তনের হাওয়া কিছুটা হলেও বইতে শুরু করেছে। প্রধান প্রধান কাগজগুলোর ব্যুরো অফিস আছে জেলা শহরগুলোয়। কেউ কেউ বেতন বোর্ড অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাংবাদিকও নিয়োগ করছে।

এই অশোভন বাস্তবতার কারণেই জন সাংবাদিকের জীবন যেমন দারিদ্র্যময়, ভোগান্তির দীর্ঘশ্বাসের পেশাদারিত্বের অভাবে সাংবাদিকতার মানও তেমনি নিচুই থেকে যাচ্ছে। এর অবসান দরকার, সুস্থ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতারই স্বার্থে।

আমরা আশাবাদ নিয়েই থাকতে চাই। ভুলে গেলে চলবে না :

'ভালোবাসাবাসিহীন এই দিন সব নয়—শেষ নয়
আরো দিন আছে,
ততো বেশি দূরে নয়
বারান্দার মতো ঠিক দরোজার কাছে'
(হেলাল হাফিজ)

www.pathagar.com

স্থানীয় পত্রিকা সম্পাদক, সংবাদকর্মীর টিপস

স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের বিকাশের উর্বর ক্ষেত্র আমেরিকায় ছোট ছোট শহরগুলো থেকেও বেরোয় শয়ে শয়ে দৈনিক। তেমনি একটি 'প্ল্যাটসবরা প্রেস রিপাবলিকান'। প্ল্যাটসবরা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্তের মাত্র ৪৫ কিমি দূরের একটি জনপদ। লোকসংখ্যা ৩০ হাজারেরও কম। ১৯৮৬ তে এটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেন ব্রেনডা ট্যালমান নামের এক নারী।

তো ছোট শহরে সাংবাদিকতা সম্পর্কে তার প্রথম শিক্ষাটাই হচ্ছে : YOU HAVE TO REMEMBER THAT THE PERSON YOU ARE TALKING ABOUT IS PROBABLY RELATED TO THE PERSON YOU ARE TALKING TO অর্থাৎ কাগজে যাকে নিয়ে লেখালেখি করা হচ্ছে, সম্ভবত পাঠকের সঙ্গে তার এমনিতেই জানাশোনা। বিষয়টি মনে রাখা দরকার। ছোট শহুরে কাগজের টিকে থাকা এবং বিকাশের বেলায় মানুষের প্রকৃতি বুঝা অবশ্য জরুরি একটি বিষয়।

এটি মার্কিন সমাজের জন্য যেমন, তেমনি বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়ণকামী সমাজের বেলায়ও সত্য। মানুষে মানুষে নিবিড় সংযোগ এবং স্পর্শকাতর বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হয় মফস্বলে কাজের বেলায়। আর এটি করতে হয় শিকলমুক্ত হয়ে তথ্য প্রকাশে সংবাদপত্রের অধিকার খর্ব না করে।

ট্যালমান'র ব্যাখ্যাঃ 'ছোট শহুরে কাগজ হিসেবে আমাদের ভূমিকা হচ্ছে- চারপাশের বিষয়াদি এবং বদল সম্পর্কে মানুষকে জানানো। সতর্ক-সচেতন রাখা। তিনি বলেন, সংবাদকর্মীকে সত্য প্রকাশের স্বার্থে যতটা সম্ভব থাকতে হবে নিরপেক্ষ। এবং অবশ্যই কাজটি সোজা নয়।

সামাজিক একতা রক্ষায় গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে মফস্বল কাগজ। আর সাংবাদিকতা হচ্ছে সাংবাদিকতা। এর আবার শহর মফস্বল কি? রাজধানীতে বসে কাজ করছি বলে 'আমি কি হনুরে' মানসিকতা থেকেই আসলে এমনতরো জাতপাত বর্ণভেদ গোছের বিভাজন টানার চেষ্টা। আপনার কাজই বলে দেবে কোনটি সাংবাদিকতা আর কোনটি নয়, কিংবা সাংবাদিকতার নামে অপকর্ম।

www.pathagar.com

ভাগ্যিস, একজন মোনাজাতউদ্দিন জন্মেছিলেন। তাঁর আলোকিত আবির্ভাব আর দোর্দন্ড উপস্থিতিতেইতো আমাদের সাংবাদিক মহলের এই সাংস্কৃতিক দৈন্যের বারোটা বেজেছে। এদেশে 'মফস্বল সাংবাদিকতা' লেবেল খসিয়ে দিয়েই থেমে যাননি তিনি। যোগ করেছেন নোতুন মাত্র। যা স্থান-কাল-মাঠ-ডেস্ক সব্বার জন্যই শিক্ষণীয়। রংপুরের মতো একটি মাঝারি মাপের, মানের শহরে কাজ শুরু করে যেভাবে তিনি সাংবাদিকতার শিখরে পৌঁছান, নিঃসন্দেহে তা অভাবিত এবং উজ্জল এক দৃষ্টান্ত।

দেশ স্বাধীনের আগে এই ভূখন্ডে কাগজ বেরুতো ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এই দুই কেন্দ্র থেকে। মুক্তিযুদ্ধের পর এই অবস্থার বদল ঘটে। এখনতো দৈনিক বেরুচ্ছে জেলা শহর থেকে, একাধিক সংখ্যক। তবে স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ, সচেতন, সামাজিক দায়বদ্ধ সংবাদকর্মী ও সংবাদপত্রের সংখ্যা নগণ্য। তাই রাজধানীর বাইরের জনপদের মূল যে সমস্যা মৌলিক ও মানবাধিকার উন্নয়ন, গণতন্ত্রহীনতা-এগুলো রয়েই যাচ্ছে।

মনে রাখা চাই, কাগজে প্রকাশের জন্য দেয়া বিষয় বা ঘটনার মধ্যে অবশ্যই সংবাদ হওয়ার উপযোগী উপাদান থাকা দরকার। উৎস যাই হোক সংবাদ মূল্য থাকলে অবশ্যই তা অবহেলা করা যাবে না। রাজধানী, অজ পাড়া গাঁ-সবখানের জন্যই এটি প্রযোজ্য। রাজধানীতে উৎপন্ন অনেক খবরও নিভৃততম গ্রামের বেলায় দারুণ প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

তৃণমূল মানুষকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে এমন বিষয় নিয়ে সংবাদ, ফিচার, ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ থাকা চাই। শহরাঞ্চল বা রাজধানীও হতে পারে এর উৎস।

শুদ্ধ সাংবাদিককে হতে হবে নির্ভীক। মানুষের জন্য অন্তরে থাকা চাই দরদ। গরীব অবহেলিত নির্যাতিতরাই বেশি সহানুভূতির দাবিদার। সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনাচরণের নেতি দিকগুলো ধরিয়ে দিতে হবে, বলতে হবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এমন গুণাবলী সুবাদেই একজন মোনাজাত ওমন শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

ভালো সাংবাদিকতা পাঠ্যবই নির্ভর হতে পারে না কখনোই। বই পড়লেই বড় সাংবাদিক হওয়া যায়, একথা বিশ্বাস করি না আমি। এর জন্য প্রথমে চাই ইচ্ছাশক্তি। তারপর চর্চা এবং তারপরই কেবলি চর্চা। আর কাজে স্বকীয়তা কিংবা অভিনবত্ব সেতো একান্ত আপনার বিষয়। ফিরে যেতে হয় মোনাজাতে। কাজে ভালো করতে চাইলে অনুসরণ করা যেতে পারে তার পথ। তার লেখা বইগুলোতে বয়ান মেলে তার কাজের কৌশলের। তত্ত্বের কপচানি নেই বলেই, বাস্তবিক কাজের সহায়ক হতে পারে এইসব লেখাজোখা।

খবরের সোর্স কিভাবে সাংবাদিককে প্রভাবিত করতে পারে। প্রতারিত করতে পারে। বিভ্রান্ত করতে পারে। এই বিচিত্র আচরণ এবং তার থেকে সতর্ক থাকার ব্যাপারে বলেছেন মোনাজাত। যার থেকে পাওয়া ইংগিত কাজে লাগাতে পারেন আপনিও।

স্পট বা ঘটনাস্থলে না গিয়ে সব কিছু না জেনে খবর লিখে একজন সাংবাদিক নিজেকে ও নিজের কাগজকে কিভাবে বিপদে ফেলতে পারেন, এক সাংবাদিক আরেককে পেছনে ফেলতে বা বিব্রত করতে কি ধরণের কান্ড করতে পারেন, টেবিল মেইড খবর কিভাবে

www.pathagar.com

তৈরি হয়, কিভাবে তা নিজের ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে, তা জেনে নেয়া যেতে পারে মোনাজাত থেকে। স্টোরি করতে সূত্র থেকে উৎস এবং উৎস থেকে সূত্রে কিভাবে যেতে হবে, এ যাত্রায় কত কি বিপত্তি দেখা দেয় দিতে পারে, সেক্ষেত্রে করণীয় কি-নিজ পেশা জীবনের নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতা থেকে তা তুলে ধরেছেন। বিশাল কর্ম ক্ষেত্র গ্রামীণ পটভূমিতে।

ঢাকার বাইরে যারা কাজ করছেন, প্রথম কাজই হবে নিজের কর্মএলাকাটিকে ভালো করে চিনে নেয়া, জেনে নেয়া। তারপর নিষ্ঠা একাগ্রতা সেইসঙ্গে সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন কর্মযুদ্ধে। এর জন্য অ্যাকাডেমিক শিক্ষা-সার্টিফিকেট এগুলো আসলে খুব একটা জরুরি নয়। হওয়া চাই স্বশিক্ষিত। সরজমিনে কাজে নামলেই শেখা হয়ে যাবে অনেককিছু। এ যাত্রায় বাধা বিঘ্ন ধাক্কাগুলোই হচ্ছে বড় শিক্ষক। আর এ পর্যায়ে যারা কাজ করবেন বলে ঠিক কচ্ছেন তাদের অনুসরণীয় জীবনের ছবিটা দেখে নিতে পারেন কবি বিষ্ণু দে'র নিজস্ব সংবাদদাতা'কবিতা থেকে :

'খবরের কাগজের কাজ।
খাদ্যাভাব, পূর্ববঙ্গত্যাগী ভিড়,
বাংলার সমস্যা উগ্র, তাই চেয়েছে রিপোর্ট
ঘুরি তিক্ততায় দগ্ধ ক্যাম্পে, ছাউনি-বস্তিতে
গ্রামে গ্রামে, পোড়া মাঠে পোড়া দেশে
যেখানে একালে, মনে হয় চিরকাল বার্ষিক আকাল।
মাথায় প্রচন্ড রৌদ্র, পায়ে মাটি কোথাও চৌচির
কোথাও বা হাঁটু-ধুলো,
জল নেই, মানুষের চোখে মুখে জল নেই,
শুধু ঘৃণা, অবিশ্বাস, দীর্ঘকাল বঞ্চিতের সন্দেহ সংশয়।

বোঝাই, দেখতে ভদ্র এইমাত্র, কিন্তু শুধু রিপোর্টার,

আসলে এদেরই মত অসহায়, পরাধীন, রৌদ্রে পোড়া
হয়তো পেটটা ভরে, অথচ হৃদয় ইতিহাসে অসহায় বলি,
একেবারে নিঃসম্বল, তিক্ত, পোড়া, খাঁটি,
ছেড়ে দিই স্থানীয় বাবুর জীপ মুরুব্বীর নতুন মোটার,
মফস্বলী বাস ধরি, ভাবি: যেখানে যেমন রীতি, হাঁটি।

হাঁটি, এই গ্রাম থেকে যাই ওই গ্রামে
নির্জলা অভাব সারাটা জেলায়, সর্বত্রই এক উপবাসী জ্বালা।
এদিকে গরম প্রায় পশ্চিমা মরুর। আজও যদি ভাবি,
জ্বালা তার গায়ে লাগে। আমাদের আষাঢ়েও বৃষ্টি কই নামে,
আমাদের উঠে গেছে বৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি বৈকালীর পালা।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, এভাবেই আঁকা হয়েছে মাঠ পর্যায়ের সাংবাদিকের নিজস্ব অনুভূতিকে, লাইফ স্টাইলকে।

তৃণমূলের মানুষের কল্যাণে সাংবাদিকতা করতে চাইলে যেমন শষ্যবিজ-সারের দুষ্প্রাপ্যতা, স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, স্যানিটারি পায়খানার স্বল্পতা নিয়ে লিখতে হবে তেমনি এলাকার উন্নয়ণ পরিকল্পনা এবং একনেকে সেগুলোর পাস হওয়ার বিষয়ও জেনে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে তার প্রভাব সম্পর্কে লিখতে হবে। বিশেষ জোর দেয়া দরকার উন্নয়ন সাংবাদিকতার ওপর। নোতুন চাষাবাদ পদ্ধতি কিংবা আর কোন উদ্ভাবন, লুকায়িত প্রতিভা, উন্নয়নে বাধা ইত্যাদি নানা বিষয়ে রাখতে হবে চোখ কান খোলা। রাজধানীর সাংবাদিকের মতো তাকে ভাবনার সীমিত গন্ডিতে বসে থাকলেতো চলবে না। এখানে সব বিটই যে আপনার বিট। নানাবিষয়ে পারদর্শি হবার, খাঁটি সাংবাদিক হবার সুযোগ তাই রাজধানীর বাইরে। যদি না থাকে অসহযোগিতা, যদি না শিকার হতে হয় কেন্দ্রীয় নোংরামির।

তৃণমূলের সমস্যা সমাধানে, অবস্থার উন্নয়নে সবচে' জোরালো ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে আসলে স্থানীয় পত্রিকা। তাই সেখানে চাই মান সম্পন্ন কাগজ, দক্ষ ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার সম্পাদক-সংবাদকর্মী। তা যদি হয়, দেখা যাবে, স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা-সম্ভাবনার ছবি দেখার জন্য জাতীয় সংবাদপত্রের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে না। বরং সেখানকার পত্রিকাই হয়ে উঠবে তৃণমূলের সমস্যা সমাধানের, জন সচেতনতা প্রসারের শক্ত মুখপত্র। বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভিন্ন সুবিধার কারণে গ্রামীন জনপদকে আলাদা করে দেখবার আর সুযোগ থাকছে না। বদলে যাচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ও জীবনযাত্রা। এই বাস্তবতায় শেকড় পর্যায়ে সমৃদ্ধ সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ এখন অবারিত। উন্নয়নের স্বার্থে গড়ে তোলা যেতে পারে দক্ষ সংবাদ কর্মীর দলও।

www.pathagar.com

আরো মোনাজাতের জন্য অপেক্ষা

'একটি দেশ। দেশ জুড়ে গ্রাম। একজন মানুষ। সাংবাদিক। হাঁটছেন গ্রাম থেকে গ্রামে। পথ থেকে পথে। ইনি ঘুরছেন শুধু। ঘুরে ঘুরে লিখছেন উপোস মানুষের খবর, ফসলের খবর, আবহাওয়ার খবর। রাজশাহীতে গরম। রংপুরে বৃষ্টি আর বগুড়ায় ঘন কুয়াশা। একই দিনে তিনটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন ঢাকায়। অবিশ্বাস্য! ...আমাদের দেশে এরকম একজনই আছেন শুধু। আমাদের দেশের শেকড় পর্যায়ের সাংবাদিকতার পথিকৃত ইনি। সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনকে নিয়ে বিচিন্তা পরিবারের এই ভাষ্য সেই ১৯৯১এর। এখনো পর্যন্ত আরেকজন মোনাজাত উদ্দিনের দেখা মেলেনি। এখানেই তাঁর অনন্যতা। জীবদ্দশাতেই অনন্য সাধারণ কাজ উপহার দিয়ে হয়ে ওঠেন তিনি কিংবদন্তি। মফস্বলে কাজ শুরু করেন। গ্রামবাংলা আর আপামর মানুষকে ক্যানভাস করে একে গেছেন রেখে গেছেন সাংবাদিকতার অনুপম, অনুসরণীয় নিদর্শন। হয়ে ওঠেন সংবাদ শিরোমণি— জাতীয় পর্যায়ে।

১৯৯৫র ২৯ ডিসেম্বর এক ফেরি দুর্ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাণ হারান সাংবাদিকতার মহীরুহ মোনাজাত।

খবরের কাগজকে উন্নয়ন সচেতনতার কার্যকর বাহন হিসাবে ব্যবহারে সক্ষম হন তিনিই প্রথম। বিশ্বখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাষ্য, যে দেশে আছে স্বাধীন কাগজ, অবাধ তথ্যপ্রবাহ। সেখানে সহজে দুর্ভিক্ষ হতে পারে না। কারণ সংবাদ মাধ্যমের কল্যানে সরকার তথা নীতি নির্ধারকদের ওপর এমন সামাজিক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয় যে, তারা চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবেলায় সরকার জরুরী অবস্থা নিতে বাধ্য হন। অমর্ত্যের এই তত্ত্ব হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখান মোনাজাত। মাঠনির্ভর সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে উন্নয়ন সাংবাদিকতার এক নতুন ধারার সূচনা করেন তিনি।

উন্নয়ন যে মানুষের জন্য, সেই মানুষ নিয়েই ছিল তার কারবার। দারুণ দ্রুততায় পৌঁছে গেছেন মানুষের কাছে। রাজধানির শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মিলনায়তনে বসে উন্নয়ন ভাবনা-নীতি নির্ধারণকারীদের, টিভি টক শোতে এ নিয়ে গাল গপ্পোকারীদের বিপরীতে তিনি ছিলেন শিকড়মুখী কর্মী মানুষ। তাই বুঝেছেন মানুষকে, কাজ করেছেন সহমর্মিতা নিয়ে।

www.pathagar.com

১৯৮২তে একটি দৈনিকে চিলমারি নিয়ে তার সরেজমিন রিপোর্টগুলো সাড়া জাগায়। তাতে খুশিতে গদগদ হয়ে বসে থাকবার লোক তিনি ছিলেন না। তাই ১২ বছর পর চিলমারির বদল কি ঘটলো, দেখবার জন্য ছুটে গেছেন। ফলোআপ রিপোর্ট করেছেন। কত না অসংগতি ও উন্নয়ন বিমুখ উপাদানের ছবি এঁকেছেন। টান দিয়েছেন অসার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি নিয়ে। সরকারি চাকুরেদের ভুয়া ফাইল ওয়ার্ক নির্ভর কৃষি নীতি নিয়ে। গ্রামীন সমাজ সংগঠনে অনুসন্ধানি সাংবাদিকতা কত জরুরী তা দেখিয়েছেন মোনাজাত।

তাই এদেশে শিকড় পর্যায়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, উন্নয়ন সাংবাদিকতার দৈন্য ঘুচাতে চাই মোনাজাত উদ্দিনের মতো সাংবাদিক। তৃণমূল স্তরে যারা ভালো কাজ করছেন, তাদেরকে তুলে আনা দরকার। দিতে হবে যথথাযথ প্রশিক্ষণ, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা।

www.pathagar.com

টিভি-ওয়েব সাংবাদিক'র টিপস

কিছু সমীক্ষার দাবি, আমেরিকানদের ৬৫% প্রতিদিনকার খবরের ডায়েটের জন্য টিভির ওপর নির্ভরশীল। সেখানে কাগজের নিউজ বিজ রীতিমতো 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস'র মুখে। টিভি ও হোম ভিডিও কারণে কমছে পড়ার অভ্যাস। দোর্দন্ড প্রতাপ চলছে টিভি চ্যানেলগুলোর। শক্ত জায়গা করে নিচ্ছে ওয়েব ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলোও।

তেল সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার জন্য আমেরিকা ও তার দোসররা ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাক আক্রমণ করে। অজুহাত ছিল—ইরাক পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করছে।

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলাকালীন বিবিসি দর্শক মাত্রই রাগি ওমরের সঙ্গে পরিচিত। চাপিয়ে দেয়া ওই যুদ্ধে বিশ্ব জনমত নিজেদের পক্ষে রাখার জন্য পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলোকেও ব্যবহার করা হয়। মার্কিন-ব্রিটিশ বাহিনীর ছত্রছায়ায় থেকে সিএনএন এবং বিবিসি সরাসরি যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন করে। রণাঙ্গন থেকে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও বাকপটুতার কারণে রাগি ওমরের পরিবেশনা তখন ছিল অনন্য। প্রাতিষ্ঠানিক পলিসির মধ্যে থেকেও যে স্বকীয় স্টাইলে সংবাদ পরিবেশন সম্ভব, তা-ই দেখিয়েছেন মিশরীয় ওই সংবাদকর্মী। টেলিভিশন তথা ভিজুয়াল সাংবাদিকতায় এমন স্মার্টনেসই দরকার।

স্ট্যান্ডার্ড টিভি/অনলাইন সাংবাদিককে অবশ্যই হতে হবে ক্ষিপ্রতাসম্পন্ন। বসে-বসে ভাববার সময় যে নেই, নির্দিষ্ট কিছু সময় পর্বে, কখনওবা তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দিতে হয় মোদ্দা খবর। আজকের টিভি নিউজ মানেই ইন্সট্যান্ট। লাইভ। ট্রান্সপারেন্ট। আমেরিকার একটি চ্যানেলের শ্লোগানই হচ্ছে 'নিউজ ইন টু মিনিটস'। কাভার কাজে ব্যস্ত ছয় হেলিকপ্টার। বুঝুন, ক্যামন ব্যয়বহুল! টেলিভিশন ও ওয়েব সংবাদ মাধ্যমে স্টেশন বা ডেস্কে যাদের কাজ, গুরু দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ভাবতে হয় সারপ্রাইজ দেয়ার ব্যাপারেও। কখনো কখনো বড় হাতিয়ার হয়ে ধরা দিতে পারে BREAKING NEWS.

অর্থাৎ স্বাভাবিকতার শরীরে তুমুল ঝাঁকুনি দিয়ে যে খবরের জন্ম। বলা যায়, দুরন্ত সংবাদ। কোন অচলাবস্থার অবসান, আকস্মিক দুর্যোক-দুর্বিপাক, সংঘাত-সহিংসতা, ফাঁসি, গণহত্যা ইত্যাদির ব্রেকিং পরিবেশনের জন্য সংবাদ মাধ্যম বুঝিবা উন্মুখ হয়ে থাকে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো হার্ট ব্রেকিং।

www.pathagar.com

ব্রেকিং নিউজ যেন বা সময়ের নিথর জলে ছুঁড়ে মারা পাথর। এটি তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশনের প্রশ্ন জড়িত বলে ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যম এবং অনলাইন সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রের জন্য রীতিমতো পরীক্ষারই একটি বিষয়। সব্বার আগে পরিবেশনের জন্য তাই একপ্রকার ওঁৎ পেতে থাকা হয়। দেশে এখন অনেকগুলো টিভি চ্যানেল হওয়ায় ব্রেকিং নিউজ টার্মটিও হয়ে উঠেছে সুপরিচিত।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি HEART BREAKING NEWS, মন ভেঙ্গে দেয়ার বা শোকার্ত, বেদনা বিধুর হওয়ার খবর। আবার কখনোবা বা বাধার দেয়াল ভাঙ্গার মতোই সুখবর আর কি- BARRIER BREAKING NEWS।

প্রিন্ট মিডিয়ায় সাংবাদিককে যখন বাংলা, ইংরেজি কিংবা অন্য কোন ভাষা নিয়ে কাজ করতে হয়, তখন টিভি সাংবাদিকের আলাদা করে খেলবার পারদর্শিতা থাকতে হয় ভিজুয়াল ল্যাংগুয়েজ নিয়ে। শুদ্ধ বানান লেখার চাইতে বেশি ভাবতে হয় বরং যথাযথ উচ্চারণ নিয়ে। খবরের কাগজ কিংবা এজেন্সি'র সংবাদকর্মীর তুলনায় তাই বেশি রকম চাপ সামাল দিতে হয় টিভি সাংবাদিককে। বলা হয়ে থাকে, ভিজুয়াল সাংবাদিকতার আশি ভাগই প্রযুক্তি। সৃজনশীলতার প্রয়োগে দারুণ সব কাজ দেখানোর সুযোগ আছে এ মাধ্যমে। যে যত বেশি টেকনিক প্রয়োগ করতে পারবেন, তার কাজও হবে ততই চমকপ্রদ।

দেশে এখন বহু টিভি চ্যানেল। সে সুবাদে প্রতিদিনই মাইক্রোফোন হাতে সংবাদের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকছে একদল সংবাদকর্মী। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মানসম্পন্ন সাংবাদিকতা বা রিপোর্টিং হচ্ছে খুব কম ক্ষেত্রেই। এ মাধ্যমে রিপোর্টার হিসেবে ঝলসে উঠতে পেরেছেন ক'জনা? প্রিন্ট মিডিয়ায় নিছক তথ্য সংগ্রহকারী হলেই যেমন সাংবাদিক হিসেবে জায়গা করে নেয়া চলে না। ইলেকট্রনিক বা ভিজ্যুয়াল মিডিয়ায়ও তেমনই শুধু সিংক বা বাইট (বক্তব্য, বিবৃতি বা সাক্ষাৎকারের সুনির্বাচিত অংশ) সংগ্রহ করলেই চলে না। এদেশে টিভি রিপোর্টাররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইট সংগ্রাহক ছাড়া কিছু নন। এমন দু'একজনের অপরিপক্ব, হাস্যকর কীর্তিকলাপই কোন টিভি চ্যানেলের ইমেজ ধসের জন্য যথেষ্ট।

রিপোর্টার হিসেবে মাঠে নেমে কেউ যদি নিছক বাইট সংগ্রাহকের কাজ ছাড়া কিছুই (সাংবাদিকতা) দেখাতে না পারলো, বরং নিজেকে জাহির করতে ক্যামেরার সামনে কিছু একটা বলে দিলো (যাকে বলে Piece to Camera-PTC), শেষতক তৃপ্তির ঢেকুর তুলে চ্যানেলের নাম প্লাস নিজের নাম (যাকে বলে PAY OFF) উচ্চারণ করলো—তাতে কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানেরই বদনাম। টিভি সাংবাদিক হতে আসা কারও-কারও মধ্যে পারফরমার কিংবা আরও পরিষ্কার অর্থে 'স্টার' হয়ে ওঠার বাতিক লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

এ সংক্রান্ত দায় এড়াতে পারবেন না সংশ্লিষ্ট চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে ভিজ্যুয়াল সাংবাদিকতা অন্য কোন কাজকর্মে সুবিধা না করতে পারা লোকজনের আশ্রয় কেন্দ্র হবার নয়। চেষ্টা-তদবির করে সুযোগ করে নেবার জায়গা নয় এ মাধ্যম। অথচ আমাদের এখানে হামেশাই এমনটি হচ্ছে। এ সংক্রান্ত ট্রেনিং কেন্দ্রগুলোও যতটা না শেখানোর জন্য, তারচেয়ে বেশি বাণিজ্য স্বার্থের। সব মিলিয়ে ফল যে আশাব্যঞ্জক নয়, তা সচেতন যে কোন সংবাদপ্রেমীই বুঝতে পারেন।

এভাবে বলার যথেষ্ট কারণ আছে বৈ কি। সংবাদকর্মী হবার বদলে celebrity, নিদেন পক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা পরিচিত মুখ হয়ে উঠতে মরিয়া আমাদের টিভি রিপোর্টাররা। খ্যাতি প্রত্যাশী অর্বাচীন এই সংবাদকর্মীরা এ যাবৎ কম কাণ্ড তো ঘটায় নি! এ সংক্রান্ত কিছু নমুনা এবং তার পেছনের কারণ আবিষ্কারের আগে চলুন রাগি ওমরের কাছেই ফেরা যাক। আসলে ভিজ্যুয়াল সাংবাদিকতার জন্য এমন রাগী তারুণ্যই দরকার। ইরাক অধ্যায় বলছে, যুদ্ধ বিগ্রহের মতো দুর্যোগ-দুর্বিপাক কিংবা অন্যান্য ক্রান্তিকালীন সংবাদ পরিবেশনে চাই বুকের পাটা।

স্মরণ করা যাক, এদেশেরও এক সংবাদকর্মী ইরাক 'যুদ্ধ' কভারে গিয়েছিলেন। ঢাকা'র একটি টিভি চ্যানেলে পরপর বেশ ক'দিন ওর পরিবেশনা স্বাভাবিক কারণেই তাই মনোযোগ কেড়েছে।

কিন্তু শেষমেষ ভীত সন্ত্রস্ত এই 'যুদ্ধ সংবাদদাতা' যেভাবে কাঁদো কাঁদো স্বরে পরিবারের সদস্যদের দোয়া চেয়ে বসলেন, তাতে 'সাংবাদিক' শব্দটাকে ভীষণ ম্লাণ করে দেয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি। নিজেকে আপাদমস্তক অ্যামেচার (আনস্মার্টতো বটেই) বানিয়ে ছাড়লেন তিনি এই আচরণে। তাছাড়া চাটগাঁর আঞ্চলিক উচ্চারণ ও নেতিয়ে পড়া বাচনভঙ্গি বড় ম্লাণ করে দিয়েছে ওর পরিবেশনা।

ইরাকে সংবাদ যুদ্ধে অংশ নেয়া বাংলাদেশীর উদাহরণ টানলাম এই কারণে যে, টিভি সাংবাদিককে অবশ্যই হতে হবে বলীয়ান, মনের দিক থেকে। জঙ্গি হানা, ভবন ধস, অগ্নিকান্ড, জলোচ্ছ্বাস —কত কী লাইভ কভার করতে হতে পাওে তাকে। ফাঁস হবার অপেক্ষায় থাকে কত না দুনীতি-কেলেংকারি। তাইতো থাকা চাই কৌতূহলী মন, অনুসন্ধানী চোখ। আর অবশ্যই 'নোজ ফর নিউজ'।

কেউ যদি ভেবে থাকেন, টিভি সাংবাদিকতা কোন ব্যাপারই না। লিখতে হয় কম। বিষয়ের গভীরে যেতে হয় না। টার্গেটের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিলেই হলো। উপরন্তু সুযোগ আছে ক্যামেরার সামনে বলার ইত্যাদি। তাহলে তিনি বাস করছেন নিতান্তই বোকার স্বর্গে। কারণ ছোট পরিসরে মোদ্দা কথা জানাতে হয় বলে, বড় পরীক্ষারই শামিল এটি। সিন্ধুকে 'বিন্দু' বানানোর জন্য জানতে হয় ম্যাজিক। কারও 'বাইট' নেয়া কিংবা 'পিটিসি' দেয়ার জন্য দরকার মুন্সিয়ানা।

www.pathagar.com

'থিংকিং, দেন ইংকিং'। প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিককে লিখবার আগে ভেবে নিতে হয়। টিভি সাংবাদিককে ভাবতে তো হয় বটেই। তবে তা ভিজ্যুয়ালি। দৃশ্যকল্প তৈরির ক্ষমতা যার যত প্রখর, স্টোরিও হবে তার ততটা ফলদায়ক।

WRITE LIKE YOU TALK। এ কথাটা প্রিন্ট মিডিয়ার চাইতেও বেশি প্রযোজ্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বেলায়। রেডিও-টিভি'র দর্শক-শ্রোতা খবর পড়ছেন না, শুনছেন-দেখছেন। তাই এখানে স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় একেবারেই বলার মতো করে। লেখার সময় মনে-মনে পড়ে দেখুন– স্টোরিটা বলতে বা শুনতে কেমন লাগছে। মুখের কথার যত কাছাকাছি হবে, ততই দারুণ হবে আপনার পরিবেশনা।

মাথায় রাখুন ক্যামেরায় আনা ছবির কথা। একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়েও শক্তিশালী। প্রিন্ট মিডিয়ায় স্থির চিত্র নিয়েই এ কথা উচ্চারিত হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে ভিডিও চিত্রের ক্ষমতা নিশ্চয়ই আরও বেশি। ছবি মারফত যে বক্তব্য প্রকাশ পাচ্ছে, তার বাইরের কিছুই কেবল টিভি সাংবাদিককে বলতে হয়। অল্প যেটুকুই বলতে হচ্ছে, বলুন ছোট-ছোট বাক্যে। ইংরেজ কবি Robert southey যেমন বলেন, Words are like sun beams, The more they condensed, The Deeper they burn.

Sound Byte প্রসঙ্গে ফেরা যাক। টিভি রিপোর্টের প্রয়োজনে নেয়া সাক্ষাৎকারের বাছাই করা যে অংশ বা অংশগুলো রিপোর্টে ব্যবহৃত হয়, তা-ই হচ্ছে Byte। দেড় থেকে দু'মিনিট ব্যাপ্তির রিপোর্টের প্রতিটি Byte-এর সময়সীমা ২০ থেকে ২৫ সেকেন্ড হওয়া দরকার। রিপোর্টে লাগসই বাইট যত বেশি ঠাঁই পাবে, ততই সমৃদ্ধ হবে পরিবেশনা। আবার যে প্রতিবেদক শুধু বাইট সংগ্রহের মধ্যেই সীমিত রাখতে চান তার দৌড়-ঝাঁপ কিংবা এর বেশিকিছু ভাববার জোর নেই যার, রিপোর্টও হবে তার তেমনই নড়বড়ে। মাইক্রোফোন হাতে থাকলে আলাদা খাতির বা গুরুত্ব পাওয়া যায় বলে এই কাজের প্রতি তারুণ্যের ঝোঁকও এখন বেশ বেড়েছে।

সাংবাদিকতার উপাদান নেই, এমন কারও হাতে টিভি চ্যানেলের মাইক্রোফোন তুলে দেয়ার পরিণতি কি হতে পারে, সে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই এতদিনে আমাদের মিডিয়াঙ্গনে ঢের হয়েছে। স্পটে এমনকি টিভি পর্দায় প্রায়ই দেখা যায়, বাইট কালেক্টর কোন বিশেষ ব্যক্তির মুখের সামনে মাইক্রোফোন ঠেকিয়ে বলছেন, 'কিছু বলুন'।

এই রাজধানীতেই একবার একটি ভবন ধসে পড়লে কোন-কোন টিভি রিপোর্টারের কাণ্ড চোখে ঠেকে। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া কোন মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'কেমন লাগছে'? মনের দুঃখে ওই লোকের মরে যাবার আর বাকি কি থাকে?

এক মহিলা বাইট কালেক্টর একটি সংবাদ সম্মেলনের শেষে স্পটে হাজির হয়ে কি কাণ্ডই না করে বসলেন। সম্মেলন শেষ করে বেরিয়ে পড়ার সময় আয়োজকদের দিকে মাইক তাক করে 'সাংবাদিক'-এর প্রশ্ন, 'আজকের মিটিং-এ কি সিদ্ধান্ত হলো?'

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকে এসে এক মহিলা রিপোর্টারতো কলমানি মার্কেট খুঁজে হয়রান। গভর্ণরের প্রটোকল অফিসারের কাছে তার জিজ্ঞাসা— আচ্ছা, কলমানি মার্কেটটা কোথায়? একটু দেখিয়ে দেবেন?

এমন সব হাস্যকর কাণ্ডকীর্তি ঘটত না, যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংবাদকর্মী নেয়ার বেলায় কোন মানদন্ড থাকত, যদি থাকতো যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। যদি না কাজ করতো সাংবাদিক হবার আগে রাতারাতি তারকা হয়ে ওঠার তাড়না তথা অসুস্থতা।

টিভি হচ্ছে পুরোদস্তুর টীম এফোর্ট। বলা হয়ে থাকে 'ইউ ক্যান মেক অর ব্রেক'। এ এক নেশা।

টিভি মাধ্যমে সবস্তরের কর্মীর মধ্যে কমন যে জিনিসটা থাকা চাই, সেটি হলো—নিউজ সেন্স। ছবি তুলতে চাই ইএনজি (ইলেকট্রনিক নিউজ গ্যাদারিং) ক্যামেরাপারসন। লোকেশনে যাবার আগে রিপোর্টার ছবির চাহিদার কথা জানাবেন ক্যামেরাপারসনকে। নিউজ সেন্স সম্পন্ন ক্যামেরাপারসন চট করেই বুঝে নেবেন ছবির প্রয়োজন সম্পর্কে। পরে এডিট প্যানেলে বসে স্টোরি নামানোর সময়ও রিপোর্টার শট লিস্ট সম্পর্কে জানাবেন ভিডিও এডিটরকে। এডিটর নিউজ সেন্স সম্পন্ন হলে তৈরি হবে যুতসই আইটেম। স্টোরি এমনভাবে এডিট হওয়া চাই যাতে ভয়েসওভার ছাড়াও সাজানো ছবি একটা গল্প বলবে।

স্টোরি শুরু হবে ওয়াইড বা মাস্টার শট দিয়ে। একে এস্টাবলিশমেন্ট শটও বলে। স্টোরি শেষ করা যেতে পারে দ্বিতীয় সেরা লং শটটি দিয়ে। ভিজ্যুয়াল রিপোর্টের জন্য আরেকটি দরকারি উপাদান হচ্ছে ন্যাচারাল বা অ্যামবিয়েন্ট সাউন্ড। ছবির সাথে যথাযথ মাত্রায় সারফেইস নয়েজের সংযোগ থাকা চাই।

ক্যামেরার সামনে মুখর হবার লোভ সামলাতে নারাজ আমাদের বেশির ভাগ রিপোর্টার। প্রয়োজন নেই, অথচ নিজেকে জাহিরের জন্য এ ধরনের পিটিসি'র ব্যবহার বরং রিপোর্টারকে আরও ক্ষুদ্র করে তোলে। নিউজ এডিটরের সঙ্গে আলাপ করে পিটিসি লাগবে কি লাগবে না–এটি নিশ্চিত হয়ে স্টোরি তৈরি করবেন রিপোর্টার। পিটিসি যাচ্ছে না, কিংবা রিপোর্টটি 'প্যাকেজ' না হয়ে 'উভ' হচ্ছে বলে মন খারাপ করা নিরর্থক। সহজ কথায় Package মানে যে স্টোরিতে রিপোর্টারের পর্দা উপস্থিতি থাকে– চেহারা না হোক অন্তত কণ্ঠে। OOV হচ্ছে Out Of Vision— যেখানে রিপোর্টার উধাও, প্রেজেন্টার খবর বলে যাবেন দৃশ্যের পেছনে থেকে।

টিভি সাংবাদিকতায় বাজিমাত করতে চাইলে তত্ত্বকথার চাইতে জরুরি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল চর্চা। সেই সঙ্গে উত্তম কিছু আয়ত্ত করবার তাড়না। সবার আগে ভিত্তি হিসেবে চাই সৃজনশীল ও কৌতূহলী মন। একাগ্রতা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজে জড়িয়ে থাকলে নতুন কিছু, অভিনব কিছু উপহার পেতে পারেন দর্শক-শ্রোতা। চমক দেখানোর এমন সুযোগ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মতো আর আছে কোথায়?

www.pathagar.com

ক্যামেরা হাতে, ক্যামেরার সামনে...

ভিজুয়াল সাংবাদিকতায় বলবার অপেক্ষা রাখে না, ক্যামেরাই হল প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ার। পরে কলম, কন্ঠস্বর, সম্পাদনা ইত্যাদি। তাই ক্যামেরা ব্যাকরণ ভালোমতো বুঝে নিতে হয় তাকে। আর সেটি অবশ্যই হওয়া চাই ইএনজি ক্যামেরা। আর এটি চালাতে শিখে ফেললেতো কথাই নেই। কখন কোন পরিস্থিতিতে পড়তে হয় ঠিক আছে! অন্যদিকে ক্যামেরা পারসনকেও অবশ্যই হতে হবে রিপোর্টিং ধারণা সম্পন্ন। অন্তত নিউজ সেন্সতো না থাকলেই নয়। কখনো নিউজ বা অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর তাকে একাই পাঠিয়ে দিতে পারেন ঘটনাস্থলে বা বিষয়/ব্যক্তির কাছে।

এতো গেল টিভি সাংবাদিকতা। আপনার কাজ যদি হয় সংবাদপত্রে এবং নিজস্ব সংবাদদাতা হিসাবে রাজধানীর বাইরে, তাহলেতো স্টোরি তৈরি এবং ফটোগ্রাফি—দুই দায়িত্বই আপনার কাঁধে। দুই কেন বলছি কাউকে কাউকে দেখেছি লেখা এবং ছবি নিজেই সম্পাদনা করে পাঠাচ্ছেন হেড অফিসে। এগুলো আসলে ঠেকে শেখা। তবে চারণ সাংবাদিকরা 'ঠেকে' এবং 'ঠকে'-দুই রকম হোঁচট থেকেই হয়ে ওঠেন এমন পারঙ্গম।

বিশেষ বিশেষ সময়ে টিভি রিপোর্টারকে দাঁড়াতে হয় ক্যামেরার সামনে। পর্দা উপস্থিতির মধ্য দিয়ে রিপোর্টার যখন কোন ঘটনা বা বিষয়ের বিশেষ দিক নিয়ে বলেন বা আইটেমের ইতি টানেন, তাকে বলা হয় PTC. ক্যামেরায় তাকিয়ে এই কাজ সারতে হয় বলে, একে Stand Upও বলে। আর আইটেমের শেষে রিপোর্টারের নাম ও অবস্থানের উল্লেখই হলো Pay Off.

কয়েকবার রিহার্সেল দিয়ে পিটিসি তৈরির চাইতে স্বাভাবিক, স্বতস্ফূর্ততায় তৈরি পিটিসি বেশি সৌন্দর্য আর শক্তিকে ধরণ করে। তাই কোন একটি রিপোর্ট করতে গিয়ে হাতে যথেষ্ট সময় থাকলেও ঝটপট পিটিসি দেয়ার অভ্যাস করা ভালো। মনে মনে লাইভ চলছে ধরে নিতে পারলে এ লাগসই পিটিসি তৈরির যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেন। খুব গুছিয়ে বলতে হবে—অযথাই এমন টেনশন করবেন না। বরং স্বাভাবিকতাই এখানে মূল চাওয়া।

www.pathagar.com

পিটিসি : রিপোর্টের স্বার্থে, রিপোর্টারের নয়

রিপোর্টারকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, রিপোর্টের প্রয়োজনেই তাঁর এই পিটিসি, নিজেকে দেখাবার জন্য নয়। রিপোর্ট দাবি করছে না, অথচ ক্যামেরার দিকে চোখ রেখে একটু কিছু বলে দিলাম-এমন মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। আরোপিত, অসংলগ্ন, যাচ্ছেতাই পিটিসি রিপোর্টটিকে কেবল দুর্বলই করে না, সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার তথা গোটা নিউজটিম বা স্টেশনকে হাস্যকর বানিয়ে ছাড়ে।

কেন PTC

ক. রিপোর্টারের স্পট উপস্থিতি বোঝাতে;

খ. স্পট সম্পর্কে ধারণা দিতে;

গ. কোন ঘটনার সবশেষ তথ্য তুলে ধরতে। আগে দেখানো কোন স্টোরির আপডেট করতে।

পিটিসি দেবার মতো না হলে কিংবা উপায় না থাকলে স্পটে রিপোর্টার খবর সংগ্রহ করছেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন—এসব ছবি দেখিয়েও স্পটে রিপোর্টারের উপস্থিতি প্রমাণ করা বলে।

পিটিসি'র বক্তব্য

ক. স্টোরির মূল বিষয়ের তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা। মন্তব্য হলে চলবে না।

খ. স্টোরিতে ঠাঁই পায় নি, এমন তথ্য।

গ. স্টোরিতে দেয়া তথ্যের আলোকে কোন পূর্বাভাস।

ঘ. ছবি তোলা যায় না এমন বিষয়ের (যেমন: আদালত, জেলের অভ্যন্তর, গোপন বৈঠক) তথ্য।

ঙ. মিস হওয়া ছবি বা তথ্য সংক্রান্ত।

চ. ক্যামেরায় কথা বলেন না, এমন লোকের ভাষ্য।

ছ. দু'টি বিষয় বা স্পটের সংযোগ ঘটাতে।

করণীয়

পিটিসি'র বক্তব্য হচ্ছে রিপোর্টারের স্বতঃস্ফূর্ত বা ন্যাচারাল। বলতে হবে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। ব্যাপ্তি ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড।

ধরন

শেষ, মধ্য, শুরু– নানাভাবে পিটিসি দেয়া যেতে পারে। এটি নির্ভর করবে রিপোর্টারের মেধার ওপর। রিপোর্টিং আইটেমের ওপর। হেঁটে-বসে-দাঁড়িয়ে এবং নানান ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলে দেয়া চলে পিটিসি। একজন টিভি রিপোর্টারের মান বুঝে নিতে চাইলে তার পিটিসি দেখাই যথেষ্ট। যুতসই পিটিসি'র সুবাদে কোন সংবাদকর্মী আদায় করে নিতে পারেন তার বিশিষ্ট আসনটি।

www.pathagar.com

ফটো সাংবাদিকতার ধার এবং কাজের ভার

ফটো বা ছবি বা আলোকচিত্রের মাধ্যমে খবর পরিবেশনাকে বলবো ফটো সাংবাদিকতা। সেক্ষেত্রে ছবি দিয়ে স্টোরি বলতে পারেন এমন সাংবাদিকই হচ্ছেন ফটো সাংবাদিক। তাই বলে সকল ঘটনাসমৃদ্ধ ছবিই সংবাদচিত্র নয়। সংবাদচিত্র সেটি, যেটি প্রকাশযোগ্য। সাধারণ যে কোনও ফটোগ্রাফার এবং ফটোসাংবাদিকের মধ্যে এখানেই হচ্ছে তফাৎ।

বলা হয়ে থাকে, একটি সংবাদে যা বলা যায়, তারচে' ১০ গুণ বেশি বলা সম্ভব আলোকচিত্র দিয়ে। হাজার শব্দের চাইতে একটি ছবি অনেক বেশি শক্তিশালী। pix tell more than 1000 words can say. হ্যাঁ ছবি কথা বলে, খবর জানান দেয়। কিন্তু সেটি সে অর্থে সংবাদচিত্র হতে তো হবে। তাই কেবল কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে মাঠে নেমে পড়লেই হওয়া যায় না সাংবাদিক। ছবি তোলার টেকনিকের সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্তে আনতে হয় নিউজ সেন্স, শিল্প-সৌন্দর্য জ্ঞান। তাইতো ফওজুল করিমের মতো একজন চৌকস ফটো সাংবাদিক ও সম্পাদক বলতে পারেন, 'যে ঘটনাকে আমরা বাক্য ও শব্দে প্রকাশ করি তাকে অত্যন্ত সার্থকভাবে আলোকচিত্রে প্রকাশ করা যায়, এমনকি লেখনির চেয়েও সার্থকভাবে।'

কাজের সময় মাথায় রাখুন :

১. খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ছবি হতে হবে বা থাকা চাই pictorial beauti value-যা দিয়ে স্টোরি সম্ভব
২. আগে চাই নিউজ সেন্স, কারিগরি দক্ষতা পরের বিষয়
৩. দরকারি ছবি যে করে হোক চাই। অজুহাত দেখানোর সুযোগ কই?
৪. যথাসময়ে সঠিক ছবিটা নিতে হবে

দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরুটা ছিলো ছবি নির্ভর। লিপি আবিষ্কারের আগে আদিম মানুষ পরস্পরের সাথে যোগাযোগের কাজটি সেরেছে ছবি দিয়ে। আদি পাথর যুগ কিংবা তারও আগে বর্বর যুগের মানুষও গুহার দেয়ালে চিত্র একে সারাদিনের কর্মকান্ডের কথা জানাতে চেয়েছে। সেই প্রাচীনতম আবিস্কার ছবির ব্যবহার আজকের সাংবাদিকতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে আছে।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে অনেক অনেক সংবাদের মাধ্যমে পাঠকের কাছে কত না তথ্য পৌঁছে দেয়। কিন্তু তথ্যের চাইতে ছবিটাই মনে গেঁথে যায় নাকি? এই যেমন ১৯৭৪ র দুর্ভিক্ষের কথা উঠলে কাগজের যে কোনও পাঠকের চোখের সামনে নিশ্চয়ই কোন তথ্য পরিসংখ্যান ভেসে উঠবে না। বরং সেই বহুল আলোচিত ছবিটি মূর্ত হবে —জাল পরা বাসন্তি। তেমনি ১/১১ র প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা উঠলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে জাতীয় মসজিদের সামনের সড়কে পিটিয়ে মানুষ মেরে ফেলার টিভি সংবাদ চিত্র, ওই বর্বরতার আলোকচিত্র। আবার ধর্মান্ধতার প্রসঙ্গ উঠলে মানুষ মেরে উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে রাখার মতো 'বাংলা ভাই' পৈশাচিকতার ছবিগুলোর কথা ভেসে উঠবেই মনের আয়নায়। অনেক অনেক কথা আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরার এই অপরিমেয় শক্তি রাখে আলোকচিত্র। এছাড়া আরো কিছু কারণে কাগজে ব্যবহৃত হয় ছবি। এই যেমন: সুন্দর পেইজ মেকাপের স্বার্থে। একঘেয়ে কালো অক্ষরের ওপর কতক্ষণ রাখা যায় চোখ? ছবি এক্ষেত্রে পাঠকের জন্য রিলিফ বয়ে আনে। অর্থপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক ছবি ব্যবহারের পেছনে পাঠক টেনে রাখার ব্যাপারটিও কাজ করে। আসলে কাগজের ভালো কাটতির জন্য ভালো ছবি উপহার দেয়ার প্রয়োজনের দিকটিকে আমলে না নিলে চলে না।

ঘটনার বিভিন্ন দিক ও মাত্রা তুলে ধরে সংবাদ চিত্র। ফলে কোন কাগজ কিসের ছবি ছাপছে তাই শুধু নয়, সেই বিষয়ের কোন দিকটি তুলে ধরছে সেটিও অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়। এতে কাগজের চরিত্র, পলিসি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

southern illinoi ভার্সিটির শিক্ষক james d kelly বলেন photo journalim exits as an ism, when 50% of it is photography n the other 50% is journalism. অর্থাৎ কোন রকমে একটি ছবি তুললেই ফটো সাংবাদিকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। দেখতে হয় খবরের সাথে তা কতটা সংগতিপূর্ণ। স্টোরি কস্তুনিষ্ঠভাবে পরিবেশন করা রিপোর্টারের কাজ। তেমনি ফটো সাংবাদিকের কাজ হল- যথাযথ ও বস্তুনিষ্ঠ ছবি প্রকাশ করা। ফটো সাংবাদিককে তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও ছুটতে হয় বিপজ্জনক স্পটেও।

www.pathagar.com

ইন্টারভিউ যখন আর্ট

যে কোন কিছু সম্পর্কে জানতে মানুষে-মানুষে যোগাযোগ, আলাপ কিংবা কথোপকথন দরকার। একজন সাংবাদিককে কোন ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সাধারণ এ ই উপায়েরই অবলম্বন করতে হয়। তবে যুতসই সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন তৈরির জন্য চাই বিশেষ মানসিক শক্তি আর কৌশল। যথাযথ সাক্ষাৎকার তাই একটি শিল্পকর্ম।

মিডিয়া এক্সপার্টদের কথায় Interview is fundamentally a process of social interaction. তাদের বিশ্লেষণে 'Of all forms of journalistic writing interview is perhaps the most polished, most entertaining and at the same time most difficult. তাই সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য দরকার অনুশীলন, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি।

বিশ্বজুড়ে এখন ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতার ব্যাপক প্রসার। পরিবেশিত হচ্ছে তাৎক্ষণিক ও সরাসরি সাক্ষাৎকার। তাই সাংবাদিকের মেধা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতারও পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গেই। তবে ধরেই নেয়া হয় A good reporter is also a good interviewer. সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীকে অবশ্যই হতে হবে আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা, তথ্যানুসন্ধানী, কৌতূহলী এবং সৃষ্টিশীল। আর যে রিপোর্টারের অন্তর্দৃষ্টি যত প্রখর, তার স্টোরিও হবে ততই মনোজ্ঞ। বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক ওরিয়ানা ফ্যালাচি'র 'Interview with History' র তাই এমন কদর। বিশ্বের ১৪ রাষ্ট্রনায়কের সাক্ষাৎকার নিয়ে বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪-এ।

সাক্ষাৎকারের ধরন

কি প্রিন্ট, কি ইলেকট্রনিক– উভয় মাধ্যমেই রিপোর্টারকে সাক্ষাৎকার নিতে হয় নানা ধরনের। যেমন–

(ক) সংবাদ সাক্ষাৎকার : ঘটে গেছে বা ঘটতে যাচ্ছে এমন ইস্যুভিত্তিক সাক্ষাৎকার। এখানে সাক্ষাৎকারদাতা সংবাদ-সূত্র মাত্র।

(খ) ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার: এখানে ব্যক্তিত্বই বড় কথা। তুলনামূলক জটিল এই কাজটি রিপোর্টারের সৃজনশীলতা গুণে হয়ে ওঠে উপভোগ্য।

(গ) গোষ্ঠী সাক্ষাৎকার : বিশেষ ইস্যুতে জনে-জনে প্রশ্ন করে মত সংগ্রহ করা হয়। এর থেকে মূলসুর তুলে ধরেন সাংবাদিক। একে সিম্পোজিয়াম ইন্টারভিউও বলে। এছাড়া প্যানেল আলোচনা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনও এ ধরনেরই।

www.pathagar.com

(ঘ) সংবাদ সম্মেলন : যখন বিশিষ্ট ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান তাদের বক্তব্য জানাতে মিডিয়া কর্মীদের কোথাও আমন্ত্রণ জানায়। আয়োজক পক্ষের লিখিত ভাষ্য শেষে থাকে প্রশ্নোত্তর পর্ব। তাই রেডিমেড তথ্য পেশ করা হলেও নতুন কিছু বের করে আনার সুযোগ থাকে।

(ঙ) প্রেসব্রিফিং : যেখানে নির্দিষ্ট ইস্যুতে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের এক তরফা বক্তব্য পেশ করা হয়। প্রশ্নোত্তরের সুযোগ না থাকায় একে সাক্ষাৎকার শ্রেণীভুক্ত না করাই ভাল।

রেডিও ও টিভি মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে টেকনিকের সঙ্গে-সঙ্গে টেকনোলজি নিয়েও ভাবতে হয়। স্টুডিও আলোচনা বা সাক্ষাৎকার আবার ভিন্নতর। টিভি রিপোর্টে দু'রকম সাক্ষাৎকার দরকার হয়।

১. সিংক/বাইট : রিপোর্টের বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তির বক্তব্যের সুনির্বাচিত অংশকে বলে সাউন্ড বাইট বা সিংক। একে Talking Head ও বলা হয়। প্রতি সিংক ২৫ সেকেন্ডে সীমিত রাখা উচিত। গুরুত্বপূর্ণ কোন ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ এবং বিরোধমূলক বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষের বাইট নিতে হয়।

২. ভক্সপপ : কোন ইস্যুতে সমাজের নানা বয়স-পেশা-শ্রেণীর মানুষের ভাষ্যই Voxpop. এটি Voice of the people বা জনভাষ্যের সংক্ষেপ। জনঘনিষ্ঠ কোন রিপোর্ট বা ফিচার স্টোরির জন্য এর দরকার হয়।

কেন সাক্ষাৎকার

রিপোর্ট তথ্যবহুল ও প্রাণবন্ত করার জন্যই সাক্ষাৎকার। প্রাপ্ত তথ্য সমর্থনের জন্যও দরকার হয় আলাপের। ঘটনার পূর্বাভাস বা সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আগাম ধারণা মেলে সাক্ষাৎকারে। জটিল বা বিতর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মত দরকার হয়। বিশিষ্টজনের জীবনাচরণ/অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠক/দর্শক পরিচিত হয় সাক্ষাৎকার সুবাদে। জীবনযাত্রায় নানা সমস্যার স্বরূপ এবং সমাধানের উপায় দেখানোর জন্য জরুরি হয়ে ওঠে সাক্ষাৎকার। বিশেষ করে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে দর্শক কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির খুব কাছাকাছি যাবার সুযোগ পায়। আর লাইভ সাক্ষাৎকারে ফোনে কথা বলার সুযোগ হলে তো কথাই নেই।

সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন : যা করা দরকার

রিপোর্টিং সাবজেক্ট এবং সাক্ষাৎকারদাতা সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব জেনে নেয়া। তা না হলে অপেশাদারিত্বের পরিচয় দেয়া হবে। সাক্ষাৎকার দাতার নিজমত প্রচারের বাহন হতে হবে রিপোর্টারকে।

গবেষণা বা ঘাটাঘাঁটির জন্য আর্কাইভ, ইন্টারনেট ব্যবহার করা যেতে পারে, বিষয়টি সম্পর্কে জানে, এমন লোকজনের সাথে কথা বলা যেতে পারে।

কি-কি প্রশ্ন– তার একটা চেকলিস্ট তৈরি করা দরকার।

www.pathagar.com

কি নিয়ে স্টোরি– সে ব্যাপারে সাক্ষাৎকারদাতাকে আগেভাগেই বুঝিয়ে নেয়া দরকার। এতে আলাপ নির্দিষ্ট পথেই এগোবে। 'অফ দ্য রেকর্ড' যেহেতু কাজে লাগবে না, এটি বর্জন করাই ভাল। 'অফ' কে 'অন'-এ আনতে ইন্টারভিউ পার্টনারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাতে হয়। কাজ না হলে ভিন্ন উপায়ে ফের প্রশ্ন করে তথ্য আদায় করতে হবে। সুনির্দিষ্ট এবং চিন্তা জাগানিয়া প্রশ্ন করা চাই। বোকামি মার্কা প্রশ্ন হলে উত্তরও মিলবে সেরকমই।

কিছু অস্পষ্ট মনে হলে 'বুঝতে পারছি না' বলতে পিছ পা হবার কোন কারণ নেই। ব্যাখ্যা আদায় করে নিতে হবে।

'কেন' জাতীয় প্রশ্ন করা উচিত। আর যে প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ বা না' হয়, তা বর্জনীয়। প্রশ্ন হওয়া চাই ছোট। পরিষ্কার বক্তব্য না জুটলে একই প্রশ্ন ভিন্নভাবে একাধিকবার করতে হবে। ঠিক প্রশ্নটি করতে হয় ঠিক সময়ে।

হালকা প্রশ্ন দিয়ে আলাপ জমিয়ে সময় বুঝে কঠিন/বিতর্কিত ইস্যুতে যেতে হয়।

Silence is golden. অযথা কথা না বলে শুনে যাবার ধৈর্য থাকা চাই। সময় থাকলে এবং বুঝতে সমস্যা না হলে খামাকা ইন্টারভিউ পার্টনারকে থামিয়ে দেয়া অনুচিত। সফল সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নের মতোই গুরুত্ব বহন করে শোনার মানসিকতা।

চাই সততা। কোন কিছু না লুকিয়ে ইন্টারভিউ পার্টনারকে স্টোরির ধরন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়া উচিত। এতে বরং বেশি সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

স্টোরি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি করে ফেলতে হবে। মনে সব তথ্য তাজা থাকাবস্থায় কাজটা সেরে ফেললে, ফল ভাল হয়।

যে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে

সাক্ষাৎকারদাতা অনেক সময় ক্ষেপে যেতে পারেন, বেঁকে বসতে পারেন, অশোভন আচরণ করতে পারেন, এমনকি বিভ্রান্ত করারও চেষ্টা চালাতে পারেন। এমন মুহূর্তে বুদ্ধির খেল খেলতে হবে। প্রয়োজনে অভিনয় করে যেতে হয়।

যেমন : মিডিয়াকে গালমন্দ করা, রিপোর্টারের যোগ্যতা নিয়ে বিদ্রুপ। এ অবস্থায় শান্ত থেকে কাজটা এগিয়ে নিতে হবে। কোন প্রশ্ন নিয়ে বাজে প্রতিক্রিয়া দেখালে, কেন/কিভাবে এ প্রশ্ন উঠল আর কেনই বা এর জবাব জরুরি– তার ব্যাখ্যা দিতে হবে। কোন-কোন ইন্টারভিউ পার্টনার রিপোর্টারকে পালটা প্রশ্ন করেন। সে ক্ষেত্রে এই বলে জবাব দেয়া যেতে পারে, পাঠক/দর্শক এ ব্যাপারে অবশ্যই আপনার মত জানতেই বেশি আগ্রহী।

প্রশ্ন পাশ কাটাতে কেউ-কেউ অন্য রাস্তায় চলে যেতে পারে। এ অবস্থায় কথা শুনে যেতে হয়। হুট করে দরকারি কোন তথ্য মিলতেও পারে। আর তা না হলে, বিনয়ের সঙ্গে লাইনে ফিরিয়ে আনতে হবে। বলা যেতে পারে, "বেশ ইন্টারেস্টিং... তবে..."।

www.pathagar.com

হ্যাঁ/না মার্কা এ কথার জবাব এড়াতে 'কেন এমনটি মনে করছেন' বা 'একটু ব্যাখ্যা দিলে ভাল হয়'– এ জাতীয় কথা বলা যেতে পারে। এক শব্দে উত্তর দেয়া যায়– এমন প্রশ্নই করা ঠিক নয়।

বিজ্ঞান/অর্থনীতি বিষয়ক জারগণ ব্যবহার করতে পারেন বিশেষজ্ঞরা। এ ক্ষেত্রে পাঠক/দর্শকের সুবিধার জন্য সাদামাটা ভাষা ব্যবহারের জন্য বলতে হবে।

কেউ মিথ্যা বললে, বাধা না দিয়ে আরও ডিটেইলে যেতে বলুন। পূর্ণদৈর্ঘ্য মিথ্যাচারের পর যুক্তি দিয়ে সেটি নাকচেরও রাস্তা যায় খুলে।

মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার পথ বেছে নেয় অনেকেই। এসব ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, 'অনেকের সাথেই কথা হয়েছে, আসলটা জানা দরকার'। কর্তাব্যক্তিকে এই বলে বোঝাতে হয়, "কিছু বলার নেই"– এটি কাগজে ছাপা হলে/পর্দায় দেখানো হলে বাজে লাগবে।

কথা বলতে না চেয়ে কেউ ফোন কেটে দিতে পারে, মুখের ওপর বন্ধ হতে পারে দরজা। এসবে দমে গেলে চলবে না। মানুষ পরিবর্তনশীল, সিদ্ধান্ত বদলে যায়। লেগে থাকতে হবে। একজন কথা বলতে নারাজ, তো অন্য সূত্রের খোঁজে নামতে হবে। কোন কর্তার অফিসে সেক্রেটারির বা অন্য কোন কর্মীর সাথে খাতির জমানো যেতে পারে। এমনইভাবে সোর্স যত বাড়বে, কাজও তত ভাল হবে।

শেষে

সাক্ষাৎকারের পরিবেশ, গতি, অবাক তথ্য উদঘাটন এবং একটি ভাল প্রতিবেদন উপহার–সবই নির্ভর করে রিপোর্টারের দক্ষতার ওপর। এ কাজের কাণ্ডারির জন্য তত্ত্বজ্ঞানের চাইতে বেশি দরকার সাধারণ মানবিক বুদ্ধিমত্তা, সেই সঙ্গে সৃজনশীলতা আর তাৎক্ষণিক মাথা খাটানোর ক্ষমতা। একই বিষয়ে সাক্ষাৎকার রিপোর্টারে মানসিক শক্তি আর ব্যক্তিত্বগুণে আলাদা হতে বাধ্য। বিশেষ জোর দেয়া দরকার চর্চার ওপরও। সর্বোপরি, যার তৃতীয় নয়ন যত বেশি প্রখর ও দূরদর্শী, তার স্টোরিও হবে ততই অনন্য, ভিন্ন স্বাদে।

www.pathagar.com

রেডিও-টিভি সংবাদ : স্ক্রিপ্ট লেখার কৌশল

'বন্ধু, কি খবর বল? কতদিন দেখা হয় নি!'

গানের এই কলিতে জানবার আকুতি আছে। আর তা হচ্ছে তথ্য। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক– যে সংক্রান্তই হোক না কেন।

প্রশ্নকর্তাকে তার বন্ধু মুখে-মুখে খবরটুকু কিভাবে জানান দেবেন, সেটি নির্ভর করছে তার বলবার ধরনের ওপর। যা কিনা জনে-জনে আলাদা হতেই পারে। তবে খুব সংক্ষেপে শুরুতে আসল খবরটা জানিয়ে দেয়াটাই হচ্ছে মুনশিয়ানা। ব্যক্তিজীবনে এ ব্যাপারে তেমন তাগিদ না থাকে থাকুক, সাংবাদিকতায় এ প্রয়োজনের কোনই বিকল্প নেই। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক (বেতার-টিভি) সাংবাদিকতায় ঝটপট মোদ্দা কথা বলে দেয়াটা কোন কৃতিত্ব নয়, বরং অবশ্য করণীয়। তাই এ মাধ্যমে স্ক্রিপ্ট হতে হয় ঝরঝরে, নির্মেদ। লিখতে হয় অতি সতর্কতার সঙ্গে।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমের কাছে দর্শক-শ্রোতা ওই বন্ধুর মতোই খবর শুনতে চায়। এই চাওয়াটা প্রেজেন্টারের কাছে, রিপোর্টারের কাছে, নিউজ রুম এডিটরের কাছে। তো, খবর বলে যেতে হয় বলে, অবশ্যই তা হওয়া চাই মুখের কথার মতো। বেশির ভাগ মানুষ সচরাচর যেভাবে কথা বলেন আর কি। একটি সংবাদ বুলেটিনের সিংহ ভাগই থাকে প্রেজেন্টারের কণ্ঠে। নিউজ পারসনের ভয়েসওভার শুধু প্যাকেজ স্টোরিতে যুক্ত হলেও স্ক্রিপ্টতো আর প্রেজেন্টার লেখেন না, লিখতে হয় তাদেরকেই। তাই এ কাজটি করবার সময় কোন বন্ধু বা প্রিয়জনের দৃশ্যকল্প ভাল কাজ দিতে পারে। খবর জানতে চাওয়া বন্ধুকে বলছি... ভাবতে-ভাবতে লিখে ফেললে সেটি যতটা সম্ভব মুখের কথার কাছাকাছি হবে। রেডিও'র তুলনায় টিভি সাংবাদিককে স্ক্রিপ্টিং-এর বেলায় অধিক সংযমী হতে হয়। ক্যামেরাওয়ার্ক অর্থাৎ ফুটেজে যা-যা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সেটি আর বলবার দরকার নেই। সংবাদপত্রের ছবির ক্যাপশনের কথাই ধরুন না। "ছবিতে দেখা যাচ্ছে"– এমন বাক্য ব্যবহার কেবল বাহুল্যই নয়, নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ। টেলিভিশন মাধ্যমেও "আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে" "ইট-পাটকেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রাস্তায়" এ জাতীয় উচ্চারণ রিপোর্টারের কথার দেউলিয়াত্বই ফুটিয়ে তোলে। অথচ হামেশাই এমন পিটিসি চোখে পড়ছে। স্পটে ক্যামেরার সামনে অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে কথা ধারণ করতে হয়। কখনও-কখনও লাইভ কভার করতে হয় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। তাই এসব ক্ষেত্রে তেমন লাইভলি রিপোর্টারকেই

www.pathagar.com

অ্যাসাইন করা উচিত। আর হাস্যকর কিছু (ছবি প্লাস ভয়েসওভার) ধারণ করে আনা হলে এডিট প্যানেলেই তা কতল করে দেয়া ভাল।

স্পট থেকে ফেরার পর টিভি রিপোর্টার স্ক্রিপ্ট লিখবার আগে ছবিগুলো একবার দেখে নিলে ভাল করবেন। একটি শটলিস্ট তৈরি করা যেতে পারে। ক্যামেরায় যে কথা বলা হয়ে যাচ্ছে, তার বাইরের আনুষঙ্গিক শব্দমালা দিয়েই তৈরি হয় যুতসই রিপোর্ট। বিদেশী আইটেমের বেলায় ক্রিয়েটিভ কাজ উপহার দেয়ার সুযোগতো আরও বেশি। এপিটিএন কিংবা অন্য যে FEED আমাদের স্টেশনগুলো কাজে লাগাচ্ছে– সেখানে বাছাই করা যত শট, আর তৈরি স্ক্রিপ্ট। তো, এর সঙ্গে নতুন মাত্রা জুড়ে দিতে পারলে আইটেমও হবে ফাটাফাটি!

টেলিভিশনের জন্য একটি প্যাকেজ স্টোরির কথাই ধরা যাক। শুরুতেই ভেবে নেয়া যেতে পারে মূল খবর এক কথায় কিভাবে বলব। যাকে বলা হয় Top Line. শিরোনাম হিসেবে প্রেজেন্টার যেটি উচ্চারণ করবেন। আইটেমটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকলে এই Top Line, Scroll বা Ticker হিসেবেও কাজে লাগানো যেতে পারে। টিকার হচ্ছে পর্দায় ডান থেকে বামে চলমান রেখায় সংবাদ সংক্ষেপ।

এরপর ভাবুন Link বা Anchor নিয়ে। সংবাদপত্রের Intro বা Lead অর্থাৎ সূচনা পর্বের মতো আর কি। এই অংশটুকু প্রেজেন্টার বলবেন। এখানে মোদ্দা কথা জানিয়ে দিন। হওয়া চাই Sharp, Simple and Catchy. Story'র Outline বা Gist বলে কথা।

এবার আসুন Story'র Body-তে। আপনার আনা ফুটেজ বা ভিডিও ছবির ব্যবহার শুরু হচ্ছে এখান থেকেই। সেই সঙ্গে আপনার কণ্ঠও শুনবে ভিউয়ার্স। তাই কপির বামে ভিজ্যুয়ালস্ বা ছবির বর্ণনা এবং ডানে ভয়েসওভার অর্থাৎ আপনি যা বলবেন তারজন্য সারি তৈরি করে ফেলুন। বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে পর্দায় কি ছবি ভেসে উঠবে তা উল্লেখ করুন। Sound Byte (বক্তব্য বা বিবৃতি বা সাক্ষাৎকার) এবং PTC (ক্যামেরার রিপোর্টারের ভাষ্য) দেয়ার থাকলে Voice Over অংশে কত শব্দ ব্যবহার করতে পারছেন তার একটা হিসেব কষে ফেলুন।

মনে রাখবেন, আপনার স্টোরি হবে দেড় থেকে দু'মিনিট ব্যাপ্তির। আপনি খুব দ্রুত না কি থেমে-থেমে পড়বেন, সেটি আপনার নিজস্ব। তবে অবশ্যই কথা যেন স্পষ্ট বোঝা যায়। সেকেন্ডে গড়পড়তা তিন শব্দ ঠাঁই পেয়ে থাকে। অর্থাৎ দু'মিনিটের (১২০ সেকেন্ড) স্টোরিতে শব্দ রাখা যেতে পারে ৩৬০টি। ধরা যাক, আপনার স্টোরিতে দু'জনের বক্তব্যের সার (Sound Byte) ব্যবহার করবেন। আর PTC ও আছে। প্রতিটি ২০ সেকেন্ড করে ধরলে তিন অংশ বাবদ ৬০ সে. অর্থাৎ এক মিনিট বাদ দিয়ে স্ক্রিপ্ট সাজাতে হবে দেড়, দু'মিনিট সময়সীমা মাথায় রেখে। বুঝতেই পারছেন, বাক্য ব্যবহারে কেমন সতর্কতা দরকার!

কপি এডিটর বা নিউজ এডিটর কেটে-ছেটে সাইজ করে দেবেন—এমন আশায় না থেকে নিজেই চেষ্টা করুন স্ট্যান্ডার্ড স্টোরি বানাতে। অত সময় কোথায়? এরপরতো

www.pathagar.com

কপি এডিটিং ঝটপট সেরে আপনাকে বসতে হবে ভিডিও এডিটরের সঙ্গে—এডিট প্যানেলে। সব মানুষ, সহজে বুঝে নেবে—এমন স্ক্রিপ্ট চাই। তুলে আনুন আড্ডা, আসর, আলাপচারিতার শব্দ মালা।

লেখার শুরুতে আসল খবরটা শুরুতেই জানিয়ে দেয়ার তাগিদ ব্যক্তিজীবনে তেমন একটা নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলেই কি তাই? উহু। যিনি আধুনিক, সময়ের সঙ্গে চলতে যার আগ্রহ, অবশ্যই তার বেলায় প্রযোজ্য নয় এ কথাটি। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের এ যুগে সময় নষ্ট করার সময় কোথায়? মোবাইল-ইন্টারনেট সংস্কৃতির এই ঝাপটায় কর্মী যে কোন মানুষকেই চলতে হয় ক্ষিপ্রতায়। 'ঝটপট আসল কথাটা বলে ফেলো। সময় নেই। তাছাড়া ডিসকানেক্ট হবার শংকাও যে আছে।' —এমনই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে রেডিও-টিভি'র দর্শক-শ্রোতা মুহূর্তের মধ্যে জেনে নিতে চায় সবশেষ খবর। নির্মেদ তথ্য। এই সত্য মাথায় রেখে স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় ইলেকট্রনিক সাংবাদিককে। অতি দ্রুত লাগসই শব্দ প্রয়োগে তৈরি করতে হয় চুম্বক নিউজ স্টোরি। চ্যানেল বেড়ে যাওয়ায় যুদ্ধ এখন যাদুকরী কিছু দেখানোর।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় স্টেশন ক্যাপটেন অর্থাৎ নিউজ বসদের ঘুমও গেছে হারাম হয়ে। কে কত ভাল করবেন, কে কত ভিউয়ার্স টানবেন— এনিয়ে শেষ নেই উৎকণ্ঠার। এ অবস্থার মধ্যেও ভাষা চিত্রের যাদুকরী কেরামতি যে দেখাতে পারবেন, মাঠ থাকবে তারই দখলে।

আমাদের প্রধান-প্রধান টিভি চ্যানেলগুলোর ভাষাগত দৈন্য মাঝে-মাঝেই খুব প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই যেমন জনপ্রিয় একটি চ্যানেলে হঠাৎ করেই একদিন শোনা গেল "দ্রব্যমূল্যের দামের ঊর্ধ্বগতি"। আরেকটি চ্যানেলতো হামেশাই "অন্যান্য নেতৃবৃন্দ" এবং এ জাতীয় আরও দ্বিত্ব ব্যবহার করছে।

পুরনো দিনের গঁৎবাধা বাক্য ব্যবহার করতে দেখা যায় অনেককেই। এই যেমন, আবহাওয়ার খবর দিতে গিয়ে এখনো অনেকেই 'বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকা'তেই পড়ে থাকেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যতদূর জানা যায়, তিনি পূণর্ব্যক্ত করে বলেন—এই জাতীয় প্রয়োগ ইলেকট্রনিক সাংবদিকের বেলায় অপরাধেরই শামিল। অপ্রয়োজনীয় ও হাস্যকর কথা বর্জন করতেই হবে।

খবর যথাযথভাবে বলে যাওয়ার স্বার্থে আমরা উচ্চারণ যেভাবে করি, স্ক্রিপ্টে সেভাবে লেখা ভাল। যেমনঃ নোতুন, দ্যাখা, অ্যাকদিন ইত্যাদি।

আর উচ্চারণেই যদি আপনার সমস্যা থাকে, তাহলে স্ক্রিপ্টের ভুল-শুদ্ধে কি যায় আসে! যেমনঃ কোন-কোন রিপোর্টারের মুখে রাজধানী হয়ে যায় রাজদানি, বানভাসিকে বলতে শুনি ভানবাসি। ভুল উচ্চারণে কিংবা আঞ্চলিক টানে রিপোর্ট পরিবেশিত হলে, সে লজ্জা শুধুই কি রিপোর্টারের? নিউজ বস, এক্সিকিউটিভ নিউজ প্রডিউসার তথা স্টেশন কর্তৃপক্ষ এ সংক্রান্ত মানদণ্ড কড়াকড়িভাবে মেনে না চললে, পরিণতিও তেমনই হতে বাধ্য। কোন টিভি চ্যানেলের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এমন সুপরিবেশিত সংবাদ বুলেটিনের ওপর।

www.pathagar.com

হাতে-কি বোর্ডে, চোখে-ক্যামেরায়

লেখাটির শিরোনাম দিতে গেছিলাম হাতে কলমে, চোখে ক্যামেরায়। পরক্ষণেই মনে হলো আজকাল কলমের চাইতে কি-বোর্ডই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে কি না। তাছাড়া আমি নিজেইতো এ কাজটি করছি কম্পিউটারে। সময়ের ব্যাপার বলে কথা। পিছিয়ে থাকবো কেন চিন্তায়-প্রযুক্তি প্রয়োগে?

যদিও হাতে কলমে বলতে শাব্দিকভাবে হাত এবং কলমের চাইতে বরং বেশি বোঝানো হয়ে থাকে ব্যবহারিক দিকটাকে। সেখানেওতো টেকনিক্যাল অনুষঙ্গই সামনে চলে আসছে।

মূলত প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মযজ্ঞ বোঝাতেই এই লেখার সূত্রপাত।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি দিনকে দিন আমাদের জীবনযাত্রাকে করে তুলছে গতিশীল। প্রগতিশীল কি না জানি না। কারণ তার জন্য প্রযুক্তির চাইতেও যুক্তি আর মননশীলতার বোধই বরং বেশি জরুরী।

আমরা এখন ডিজিটাল সভ্যতার মানুষ। কাগজ-কলম-দোয়াতের জায়গায় দাপটের সঙ্গেই জায়গা করে নিচ্ছে কম্পিউটার মনিটর-কিবোর্ড-মাউস। কারবার এখন বারবার দু'হাতের আঙ্গুল ক'টি ঘিরে। আর অবশ্যই চোখ। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এই যুগে যার চোখ যত শানিত, অর্জন এবং দখলদারিও তার তত বেশি।

সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশনে কাজের জন্য কম্পিউটার লিটারেসি এখন আর বাড়তি কোন যোগ্যতার বিষয় না। 'ইজ আ মাস্ট'। হোক সাংবাদিকতা কিংবা অনুষ্ঠান প্রযোজনা পরিচালনা। সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে অনলাইন সাংবাদিকতারও। টার্মটাই বলে দিচ্ছে এটি হচ্ছে নেট বেইজড সংবাদ কর্মযজ্ঞ।

শুধু কি সংবাদ বা অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মীরাই, পাঠক-দর্শক-শ্রোতারাওতো অভ্যস্থ হয়ে উঠছেন ডিজিটাল স্বাদে। দেশ-বিদেশের খবরের সঙ্গে আপডেটেড থাকতে চাইলে কিংবা লোকাল কোন কাগজের ইন্টারনেট সংস্করণে চোখ বুলাতে চাইলেও যেতে হয় নেটে। টেলিভিশন কিংবা রেডিওর বেলাতেও এক চ্যানেল বা স্টেশন থেকে আরেকটাতে যাবার জন্য আধুনিক মনের অস্থিরতা ভর করে হাতের আঙ্গুলে।

www.pathagar.com

বলা হয়ে থাকে, বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ কেড়ে নিয়েছে আবেগ। এখন কত সহজেই না বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে বসে থাকা একজন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব মুহূর্তেরই মধ্যে। বাটনে আঙ্গুল ছুঁয়ে দিলেই হলো, পৌঁছে দেয়া চলে মনের কথাগুলো মনের মানুষের কাছে। শুধু কি তাই, চাইলে দেখেও নেয়া চলে, মানুষটা কোথায় কেমন আছে। অথচ একটা সময় গেছে যোগাযোগের জন্য কত কী কসরত করতে হয়েছে, কত না ভোগান্তি সইতে হয়েছে মানুষকে। অবশ্য অনেকেই মনে করেন, সেইসব দিনের যেগাযোগ সহজ ছিলো না বলে আনন্দও ছিলো নির্ভেজাল। দীর্ঘ প্রতীক্ষা কিংবা বিরহের পর পাওয়ার আনন্দ যেরকম আর কি। সত্যি বটে। হাতে লেখা চিঠির মতো করে সুখ ছড়িয়ে দেয়ার শক্তি নিশ্চয়ই নেই ই-মেইল কিংবা এসএমএস এর। তারপরও 'গতিতে জীবন মম, স্থিতিতে মরণ'। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে, সামনে এগিয়ে যেতে গতি চাই, গতি। বেগে ধেয়ে চলায় আবেগ ঝরে যায় যাক। ডিজিটগুলো নির্ধারণ করছে— কি থাকবে কি থাকবে না।

শুধু সাংবাদিকতা কেন, আজকাল সাহিত্য চর্চাও চলছে হাতে কি বোর্ডে। দৈনিকের সাহিত্য পাতাগুলোয় লেখা পাঠাতে বলা হয় ই মেইলে। তাই কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক সকলকেই জানতে হচ্ছে কম্পিউটার। যদিও শীর্ষেন্দুর মতো জনপ্রিয় লেখক এখনো পর্যন্ত কাগজ-কলম নিয়েই বসেন। ঢাকার একটি টিভি চ্যানেলের লাইভ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমন কথাই জানান দেন খ্যাতিমান এই কথাশিল্পী। কেউ কেউ মনে করেন, লেখালেখি ব্যাপারটা যন্ত্র বান্ধব নয়। কি বোর্ডের তুলনায় কাগজ-কলমেই না কি মাথা বেশি কাজ করে। যেমন, বলা হয়ে থাকেঃ 'কাগজ-কলম-মন, লেখে তিনজন'। তাই কি? অনেকেরই বেলায় হবে হয়তো। তবে অমি মনে করি, ব্যাপারটা আসলে অভ্যাসের।

ব্যাপার যাই হোক না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে প্রযুক্তি সুবিধার সুযোগ নিতে হবে। চাই প্র্যাকটিস। কে বলতে পারে, কি বোর্ডে অভ্যস্থ হয়ে উঠলে একদিন হয়তো মুখ ফুটে বেরুবে ভিন্ন কথা। কি বোর্ড-মনিটর-মন, লেখে তিনজন।

দেশে এখন অনেকগুলো টিভি চ্যানেল। বলা হয়ে থাকে, দেশে সর্বশেষ দু'বছরের জরুরী অবস্থা না থাকলে নাকি আরো অনেকগুলো চ্যানেল এবং খবরের কাগজ আলোর মুখ দেখতো। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবাস বন্ধু আব্দুর রহমানের সেই আতিথেয়তার কথা মনে পড়ছে। বিপুল খানা খাদ্যের পসরায় অতিথির চক্ষু যখন চরক গাছ। রহমান তখন ইতস্তত করছেন এই বলে—রান্না ঘরে আরো আছে। দেশের মিডিয়া মহলও বুঝি পাঠক-দর্শককে তেমনিভাবে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাইছে—পাইপ লাইনে আরো আছে। অবশ্য ওই জরুরী অবস্থার মধ্যেই বিশাল বাজেটের টিভি চ্যানেল দিগন্ত'র সম্প্রচার যজ্ঞ শুরু হয়। ছোট বাজেটের দু'একটি কাগজও আত্মপ্রকাশ করে। যদিও

www.pathagar.com

হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র হাউসেই স্বাভাবিক স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করেছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে নাকি বেতনহীনতার বর্ষপূর্তি হয়ে গেছে।

কথাগুলো আসছে এই কারণে যে, মিডিয়ার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ আর প্রতিযোগিতার এই যুগে সংখ্যা বা পরিমান নয়, গুণগত মানের দিকটিই বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে।

তো হাতে কি বোর্ডে চোখে ক্যামেরায় আমাদের মিডিয়াজনেরা যে বিশাল কর্মযজ্ঞ ঘটিয়ে চলেছেন তাতে মান রক্ষা হচ্ছে কতটা? এখনতো সৃজনশীলতা দেখানোর সুযোগ অনেক বেড়েছে, অন্তর নাড়া দেয়া সেইরকম কাজই বা তেমন হচ্ছে কোথায়?

সময় এবং আধুনিকতাকে আমরাতো স্বাগত জানাবোই। কিন্তু সেইসঙ্গে মিডিয়ার সামাজিক কল্যাণের দিকটিকেওতো বিবেচনায় রাখতে হবে। মিডিয়ার লক্ষ উদ্দেশ্যের অন্যতম হচ্ছে 'টু মেটিভেট'। এই মোটিভেশন বা উদ্বুদ্ধকরণ, বলার অপেক্ষা রাখে না, হওয়া চাই, প্রগতি-বিজ্ঞান মনস্কতা আর অবশ্যই মানবিকতার পক্ষে।

একজন মিডিয়াকর্মীকে কাজ করতে হয় হাউসের পলিসি অনুযায়ী। এটিই স্বাভাবিক। প্রফেশনালিজম সে কথাই বলে। এই বেড়ির মধ্যে থেকেও যতটুকু সম্ভব সমাজের প্রতি কমিটেড থেকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়।

যন্ত্র আর টেকনোলজি যদিও এখন কাজের প্রধান অনুষঙ্গ, তাতে কিন্তু মানবিক মন্ত্র আর টেকনিকের প্রয়োগের প্রয়োজন ভঙ্গ হয়ে যায় নি। বরং এক অর্থে এখনই মাথাটাকে খাটাতে হয় বেশি। কারণ সময়টা যে এখন প্রতিযোগিতার। হাউসে হাউসে যে প্রযুক্তির প্রয়োগ সে তো কমন। সেক্ষেত্রে কাজের ভিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য যেটুকু মিলবে—সেতো আসবে ব্যক্তি বিশেষের ব্রেণ থেকে।

বড় কিছু পাওয়ার সঙ্গে কিছু না কিছু হারানোর বিষয়টিও জড়িয়ে থাকে। এই যেমন বিজ্ঞান প্রযুক্তির উৎকর্ষে আমরা বিরাট সুবিধা যেমন পেয়েছি তেমনি হারিয়ে ফেলছি অন্যরকম কিছু সুখবোধ। একটা সময়ে হয়তো দেখবো, সময়ের সেরা কথাশিল্পী-কবি-লেখকের হাতের অক্ষরে সাজানো পান্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে না। কারো কারো হাতের লেখা যে আলাদা করে শিল্পমানের হতে পারে সেটিও হয়তো একদিন আর মনে থাকবে না কারো। এখনতো এসএমএস করে ইচ্ছা অনুভূতি আবেগের প্রকাশ ঘটানো চলে মুহূর্তের মধ্যে। চিঠি কিংবা চিরকুটের সুখ-শিহরণ কি তাতে মেলে? ষাটের দশকের সিনেমায় 'চিঠি দিও প্রতিদিন, চিঠি দিও' আবদার কিংবা 'চিঠিগুলো অনেক বড় হবে' আকাঙ্খার মধ্য দিয়ে প্রেমে ডুবু মনের যে অনুভূতি উঠে এসেছে আজকের নেট কিংবা মোবাইল এসএমএস'র দ্রুতি বা বেগ সেই ঝড়ো অবেগের ধারে কাছে যাবার শক্তি কি রাখে?

বিজ্ঞানের বেগে আবেগ কমে যায় যাক। তা বলে সামাজিক-মানবিক দায় এড়িয়ে গেলে কিন্তু চলবে না মোটেই। আজকের প্রেক্ষাপটে আধুনিকতা কিংবা স্মার্টনেসের সঙ্গে

www.pathagar.com

বিবেক বোধ কিংবা সামাজিক দায় দায়িত্ব আরো বেশি করে সংযুক্তির দাবি রাখে। তাছাড়া মনে রাখা দরকার, হাতে কি বোর্ডে চোখে ক্যামেরায় এখন যে মিডিয়া কর্মযজ্ঞ তা এক অর্থে যন্ত্র এবং মানবিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই যোগফল। লেখালেখিতে যন্ত্রের সুবিধা নিতে গেলেও হাত. হাতের আঙ্গুল ঠিকই ক্রিয়াশীল রাখতে হচ্ছে। তেমনি ভিজুয়াল ওয়ার্কের বেলায় হাত ও আঙ্গুলের পাশাপাশি বিরাট ভূমিকা থাকছে চোখেরও। ডিরেকটোরিয়াল জবে ক্যামেরা নামের যন্ত্রের চাইতে বরং শিল্পীর চোখটাই হয়ে ওঠে বড় হাতিয়ার। সত্যজিতের ক্যামেরায় অন্য কেউ একজন ছবি বানালে সেটি যে সত্যজিতের পথের পাঁচালি হবার নয়, তার পেছনের মূল সত্য টা কি? তা হলো সত্যজিতের চোখ তথা তার সৃজন শৈলী, তার প্রজ্ঞা।

টিভি চ্যানেলের ব্যাপক প্রসারে ভিডিও মাধ্যমের ব্যবহারও অনেক বেড়েছে। কমে এসেছে ছবি বানানোর খরচ। ডিজিটাল চলচ্চিত্র নিয়ে আগ্রহও অনেক বেড়েছে তারুণ্যের। এছাড়া টিভি অনুষ্ঠান নির্মান এবং বিশেষ করে সংবাদ পরিবেশায় ক্যামেরা ওয়ার্ক চলছে রীতিমতো বিরামহীন।

বলা হয়ে থাকে টিভি সাংবাদিকতার ৮০ শতাংশই হচ্ছে প্রযুক্তি, বাকি ২০ ভাগ সাংবাদিকতা। আর এই কারণেই টিভি সাংবাদিককে চোখ কান খোলা রাখতে হয় অতি সতর্কতার সঙ্গে। ফুটেজ দেখানোয়, শব্দ প্রয়োগে ছোট একটি ভুলের জন্য ঘটে যেতে পারে বড় অঘটন। এবং অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে।

কি প্রিন্ট কি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়, কর্মযজ্ঞ যদিও এখন হাতে কলমে, চোখে ক্যামেরায়, দায়িত্বশীলতার প্রশ্ন বরং আগের চাইতে জোরদার হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে, আমার হাত আর চোখ প্রযুক্তি নির্ভর করে যে কাজটুকু আমি করছি, তাতে যেন থাকে বিবেক আর যুক্তির প্রতিফলন। থাকে যেন মানবিকতা আর মুক্তির মন্ত্র।

www.pathagar.com

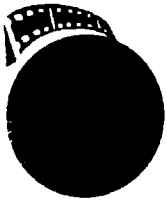

স্টোরির ভাষাশৈলী নিয়ে ভাবা দরকার

খুব প্রচলিত একটি কথা- খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরের যে কোন কথাকে পাঠক বেদবাক্য মনে করেন। আসলেই তাই। সংবাদপত্র যাদের প্রতিদিনের সঙ্গী, তারা ভাষা ব্যবহার করতে শেখে সেটি অবলম্বন করেই। পাঠ্য বই'র চাইতেও জীবন্ত আর আধুনিক মনে করা হয় খবরের কাগজকে। তাই ভাষার সঙ্গে পরিচয়, ভাষারীতি চালু করার ক্ষেত্রে কাগজের ভুমিকা বিরাট।

দেখা গেছে, কোন কাগজ দিনের পর দিন ভুল বাংলা পরিবেশন করতে থাকলে অনেকেই তাতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। প্রশ্ন করা হলে কাগজ হাতে নিয়ে বলবে, এখনতো এভাবেই লেখা হচ্ছে। এটাই স্টাইল।

সংবাদপত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান (Editorial Institution) বুঝি দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। কাগজের King Pin বলা হয় যে বার্তা সম্পাদককে (News Editor), সেই চেয়ার নিয়ে চরম কৌতুক করতে ছাড়ছে না কোন কোন হাউস। কোথাও কোথাও এই চেয়ার রাখবারই দরকার মনে করা হচ্ছে না। স্বজন-স্বদল প্রীতি, আঞ্চলিকতা. তদবির-তোষামোদি ইত্যাদি মানদন্ডে কিছু লোক 'সাংবাদিক' বনে যাবেন, সে না হয় মনোকষ্ট নিয়ে মেনে নেয়া গেলো। তাই বলে নিউজ এডিটর?

এ দেশে প্রযুক্তি বিপ্লবের স্বাক্ষর নিয়ে এক সাথে পাঁচ জায়গা থেকে ঝলসে উঠেছিলো যে দৈনিকটি, প্রথমটায় তার কিং পিন বানিয়ে দেয়া হলো একটি পুতুলকে। যখন সমানে ভুল যেতে শুরু হলো, হাস্যকর ট্রিটমেন্ট-শিরোনাম ছাপা হতে থাকলো, উপায় না দেখে চালু একটি দৈনিক থেকে হায়ার করা হলো প্রকৃত নিউজ এডিটর। ইতোমধ্যে কাগজের পাতায় মরে যেতে হয়েছে বহু মানুষকে, শিরোনামের ভুলের কারণে। ঘটে গেছে ঘটনাহীনতার অঘটন। তা সত্ত্বেও নেহাৎ খুঁটির জোরের কারণে বহাল তবিয়তেই চেয়ার ধরে রাখতে পারেন এইসব রত্ন। ওদিকে ভুল নিয়ে কথা বলার অপরাধে কাজ হারাতে হয় 'শিক্ষানবিস' সাবএডিটরকে।

দেশের প্রথম এবং ঐতিহ্যবাহী দৈনিকে দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ওই বার্তা সম্পাদক খবরের শিরোনাম করেন, 'হকার্সদের ধর্মঘট'। কপি সম্পাদনার নমুনা- 'অন্যান্য আলোচকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন', '...প্রমুখ বক্তারা'। আচার আচরণের কথা না হয় বাদই দিলাম। একাধারে তিনি উপদেষ্টা ও নির্বাহী সম্পাদকের আপনজন বলে কথা!

www.pathagar.com

আমাদের সংবাদপত্রগুলো বিদেশী নিউজ তৈরি করার বদলে অনুবাদে বেশি আগ্রহী। কোন কোন হাউসে ডেস্কম্যানদের অনুবাদক বলে পরিচয় করিয়ে দিতেও দেখেছি। তো অনেকে হুবহু তর্জমা করতে গিয়ে উদ্ভট সব বাক্য উপহার দেন। সেই কপি আবার সম্পাদনার হয়তো লোক থাকে না। কিংবা লোক থাকলেও তাকে দিয়ে সে কাজ হবার নয়।

এরা বুঝতে চেষ্টা করে না বা বোঝাবার লোক নেই যে, ইংরেজির মতো করে বাক্য দাঁড় করাতে গেলে তা হয়ে ওঠে অস্পষ্ট. বিভ্রান্তিকর, কখনোবা হাস্যকর।

একটি কাগজের অনুবাদকান্ড সংক্রান্ত ড. আনিসুজ্জামানের পর্যবেক্ষণ এখানে শেয়ার না করে পারছি না-

'রোববার এখানে ফাইনালে ইটালী ৯৭-৮৯ পয়েন্টে চীনকে হারিয়ে ফরাসী উন্মুক্ত মহিলা বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে'। খুব বিশ্বস্ত আক্ষরিক অনুবাদ, সন্দেহ নেই, তবে মহিলার আগে উন্মুক্ত শব্দের ব্যবহারে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত মহিলাদের উন্মুক্ত বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা বললে কি ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হতো না?'

আমি বলবো, অনুবাদের পথে গিয়ে কেরাণীসুলভ কসরৎ না করে খবরটা ভালো করে বুঝে নিয়ে নিজের সমাজ-পাঠক মাথায় রেখে নিজের মতো করে তৈরি করলে সেটি বরং জীবন্ত আর ঝরঝরে হবে।

ফেরা যাক আনিসুজ্জামানের পর্যবেক্ষণে-

'কয়েকজন একসঙ্গে ঘুমালে আমাদের সংবাদপত্রে তা "গণনিদ্রা" (ইত্তেফাক, ১৪-৯-৮৭) বলে আখ্যা পায়, এমনকি আমরা অনায়াসে "৩২ জনের গণ-আত্মহত্যা"(সংবাদ২৯-৮-৮৭) লিখি।... "পরস্পরকে ধাওয়া করে" না লিখে আমরা লিখি ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া করে। কিন্তু এর চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে পারে। "খবর প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে নাজেহাল করার বিরুদ্ধে ভারতের প্রেস কাউন্সিল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন"(দৈনিক বাংলা, ২৫-৮-৮৭)'।

অনুবাদের কি ছিরি! 'নাজেহাল করায় উদ্বেগ প্রকাশ' ব্যাপারটা দাঁড়ালো, নাজেহাল করার বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ।

"আশেপাশের নিম্নাঞ্চলের ঘরবাড়ী ডুবিয়া যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ খাওয়ার পানি ও প্রয়োজনীয় রান্না করা খাবার হইতে বঞ্চিত হইয়া মানবেতর জীবন যাপন করিতেছে।" (আজাদ, ১২-৮-৮৭)। যাদের সম্পর্কে একথা বলা, তাদের জন্য আমাদের দুঃখ হয় নিশ্চয়, কিন্তু যেভাবে বলা তাতেও দুঃখ হয়। খাওয়ার পানি ও রান্নার সুযোগ থেকে বঞ্চিত-এই যদি হয় বক্তব্য, তাহলে রান্না করা খাবারের প্রশ্ন ওঠে না, তার আগে 'প্রয়োজনীয়'ও বসে না- যদি প্রয়োজনীয় কথাটা ব্যবহার করা খুব জরুরী হয়ে থাকে, তাহলে খাওয়ার পানির আগেই বসতে পারত, আর তাদের অবস্থা খুব মারাত্মক হলেও সে অবস্থাকে মানবেতর জীবনযাপন বলা ঠিক হয় না।"

এই মনীষী আরও অনেক ভুলের নমুনা তুলে ধরে মন্তব্য করেন, যারা লেখেন, ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার। তা না হলে 'আবার একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে' (দৈনিক বাংলা, ৩-২-৮৮)

www.pathagar.com

আরো কত কি ভুল আছে। লক্ষ্য, ফল —এসব শব্দ ব্যবহারে দু'অক্ষরেই যেখানে লক্ষ্য হাসিল কিংবা ফলোদয় হচ্ছে, সেখানে অযথাই বলা হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু/ ফলশ্রুতি।
প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, 'অস্ত্রের মুখে' ডাকাতি। তাই কি? হতে পারে 'অস্ত্র দেখিয়ে'। মুখে তো পড়ে থাকেন বেচারা ভিকটিম।
খবর না হয় তড়িঘড়ি লিখতে হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় কলামেও যে একই ধরণের ভুল থেকে যাচ্ছে।
গদ্যে স্বাতন্ত্র্য আনতে সেইরকম সৃজনশীলতা চাই। শিল্পীর হাতে পড়ে রামধনুর মতোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে গদ্য শৈলী।
আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো খ্যাতিমান লেখক-সাংবাদিকও স্বকীয় গদ্য নির্মানের পেছনে তার অনুশীলনের কথা বলেন। লিখেছেন সে দক্ষতা অর্জন করেন তিনি দ্য কনসাস স্টার এর স্টাইল শিটের প্রথম চারটি বাক্য অনুসরণ করে। ১. ছোট ছোট বাক্যে লিখুন ২. প্রথম অনুচ্ছেদও হোক ছোট ৩. গতিশীল ভাষায় লিখুন ৪. নেতি নয় লিখুন ইতিবাচক ভঙ্গিতে। ছোট বাক্য সহজে বুঝে নেয়া চলে।

কি করণীয়

সময়টা এখন তীব্র প্রতিযোগিতার। এই যুদ্ধ যেমন এক পত্রিকা বা চ্যানেলের সঙ্গে আরেকটার, তেমনি এক সংবাদকর্মীর সঙ্গে আরেকজনের। টীমের অন্য সংবাদকর্মীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ইতিবাচক অর্থেই দেখুন। 'যোগ্যতমের জয়' এই সত্য মেনে নিন। চটজলদি ঝরঝরে তথ্য যোগান দেয়ার সাথে ঝরঝরে ভাষায় সেটি পরিবেশনে চাই অনুপম স্টাইল। তাহলে আর পায় কে আপনাকে।
প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক যে মাধ্যমেই কাজ করুণ না কেন, সব পাঠক-দর্শক-শ্রোতার কাছে নিজেকে পোঁছানোর প্রয়োজনের দিকটি মাথায় রাখুন। বয়স-শিক্ষা-অবস্থান নির্বিশেষে সবার সাথে কথা বলার সহজ কমন ভঙ্গিটি রপ্ত করুণ। শব্দ-বাক্য সেভাবে সাজান। এগুলো নিয়ে খেলবার সুযোগতো আপনারই। শব্দ নিয়ে খেলায় সেরা বলতে হবে বিবিসিকে। ফলো করতে অসুবিধা কি? ভুলেও ক্লিশে (CLICHES) এর ধারে কাছে যাবেন না। এগুলো ব্যাড জার্ণালিজমের লক্ষণ। ও হ্যাঁ, এককথায় CLICHES হচ্ছে আনস্মার্ট টার্মের প্রয়োগ। এই যেমন পচা, কর্কশ, অপ্রচলিত শব্দ।
এগুলো এড়াতে পারলেন না তো গেলেন।
স্ক্রিপ্টিংএ চাই স্মার্টনেস। কীভাবে রপ্ত করবেন? চারপাশের চেনাজানা মানুষগুলোর দিকেই তাকান না। কাউকে না কাউকে ঠিকই পেয়ে যাবেন—যিনি কথার জাদুকর। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মানুষ যার কথা শোনে। তেমনি লিখতে বসে ভাববেন না, লিখছেন। ওই জাদুকরের মতো করেই আপনি আপনার খুব কাছের কাউকে কিছু বলছেন—এমন দৃশ্যকল্প ভালো কাজ দিতে পারে। কাউকে কিছু বলা এবং কাগজে কলমে লেখালেখি ব্যাপারটা এক কাতারে নিয়ে আসুন, ভালো ফল দেবে।

www.pathagar.com

যুতসই শব্দ প্রয়োগের বিষয়টি মাথায় রাখুন

আর দরকারি এসব বিষয় 'অবহিত করা'র বদলে 'জানানো' হলে সহজ হয় না কি? তেমনি আপনিও কষ্ট করে 'অনুধাবন' না করে চেষ্টা করুন 'বুঝে নিতে'। তাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে না বলে বলুন বিক্ষোভ করেছে/দেখিয়েছে। তেমনিভাবে ব্রাকেটবন্দি শব্দগুলোকে মুক্ত করুন আর এমনি সরল শব্দাবলী হোক আপনার অনন্য ভাষা শৈলীর উপকরণ। যেমনঃ

শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে (শ্রদ্ধা জানিয়েছে/দেখিয়েছে), জ্ঞাপন করেছে (জানিয়েছে) উপলব্ধি করা (বুঝতে পারা/বোঝা) পৃথক (আলাদা) বিভিন্ন প্রকার (নানারকম) ব্যবধান (পার্থক্য/বেশকম) আহ্বান করা (ডাকা) নিরূপণ/নির্ধারণ করা (ঠিক করা) প্রদান করা (দেয়া) গ্রহণ করা (নেয়া) স্বীকৃতিস্বরূপ (স্বীকৃতি হিসেবে) সাক্ষাৎ করা (দেখা করা) অনুসন্ধান করা (খোঁজ করা) অগ্রসরমান (এগিয়ে থাকা)

পশ্চাৎপদ (পিছিয়ে থাকা) উদ্বোধন করা (চালু করা) দরিদ্র (গরিব) সংগ্রহ (যোগাড়) সম্মুখীন হওয়া (মুখে পড়া/সামনে পড়া) সমবেত হওয়া (মিলিত হওয়া/জড়ো হওয়া) উদ্বৃত্ত (বাড়তি) হ্রাস বৃদ্ধি (কমা-বাড়া) সরু (চিকন) অতিক্রম করা (পার হওয়া) প্রত্যাবর্তন (ফেরা) অপেক্ষমাণ (অপেক্ষায় থাকা) মেয়াদোত্তীর্ণ (মেয়াদ পার হয়ে গেছে) যত্রতত্র (যেখানে-সেখানে) অনুশোচনা (আফসোস) অপহৃত (অপহরণ হওয়া) নিহত হওয়া (মারা যাওয়া) মৃত্যু হয় (মারা যায়) ক্রয়-বিক্রয় (কেনা-বেচা) ক্ষতি (লোকসান) ঊর্ধ্বে ওঠে (উপরে ওঠে) বিরাজমান (বিরাজ করছে, চলছে) অধিক মুনাফা (বেশি লাভ) অধিকাংশ (বেশির ভাগ) স্থান (জায়গা) নির্ভেজাল (খাঁটি) প্রয়োজন (দরকার) অত্যাবশ্যকীয় (যা ছাড়া চলে না) ভোটাধিকার প্রয়োগ করা (ভোট দেয়া) অতিরিক্ত (বাড়তি) কঠোর হস্তে (শক্ত হাতে) অনুষ্ঠিতব্য (হতে যাচ্ছে/অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া) ব্যবস্থা গ্রহণ করা (ব্যবস্থা নেয়া) প্রস্তুত/প্রণয়ন (তৈরি) যোগদান করা (যোগ দেয়া) নেতৃবৃন্দ (নেতারা) ব্যর্থ হয়েছে (পারে নি) সম্পন্ন (শেষ) সূচনা (শুরু) ফলশ্রুতিতে (ফলে) নিক্ষেপ করা (ছুঁড়ে মারা) উদ্ধারকৃত (উদ্ধার করা) ব্যাহত হওয়া (বাধা পাওয়া) অব্যাহত থাকা (চলতে থাকা) অব্যাহত রাখা (চালিয়ে যাওয়া) প্রকার (ধরন/রকম) ব্যবধান ঘোচানো (পার্থক্য কমানো) দৃষ্টান্ত স্থাপন করা (উদাহরণ তৈরি করা) অসহনীয় (অসহ্য/যা সহ্য করা যায় না) আস্থা স্থাপন করা (আস্থা রাখা/ভরসা করা) নিমজ্জিত (ডুবে থাকা) অতুলনীয় (যার তুলনা হয় না) মৃদু (সামান্য) বৃহৎ-ক্ষুদ্র (বড়-ছোট) খাদ্য (খাবার) সামগ্রী/দ্রব্য (জিনিস) প্রত্যেক দিন (রোজ) অভ্যন্তরে (ভেতরে) ক্ষোভ প্রকাশ করা (ক্ষোভ জানানো) সম্পৃক্ত (জড়িত) দ্রুত (তাড়াতাড়ি/জলদি) অভিন্ন (একই রকম) নিরসন করা (দূর করা/সমাধান করা) দুর্ঘটনা কবলিত (দুর্ঘটনায় পড়া) পরিবর্তন (বদল) অস্বীকৃতি জানিয়েছে (অস্বীকার করেছে) সমাপ্ত (শেষ) অপারগতা/অক্ষমতা প্রকাশ (করতে পারবেন না তা জানানো) পুনর্ব্যক্ত করেন(আবারো বলেন) বিতরণ (বিলি) প্রেরণ (পাঠানো) উপর্যুপরি (পরপর/একের পর এক) প্রলম্বিত (চলতে থাকা) অনবরত (না থেমে) আচ্ছাদিত (ঢাকা) উন্মুক্ত (খোলা)

www.pathagar.com

প্রস্তুত (তৈরি) আনাগোনা (আসা যাওয়া) অচিরেই (খুব শিগগিরই) দৈর্ঘ্য-প্রস্থ (লম্বায়-পাশে) অনড় অবস্থানে থাকা (অবস্থান না বদলানো) কৌশল প্রয়োগ করা (কৌশল খাটানো) পরবর্তীতে (পরে) প্রতিরোধ (ঠেকানো) অন্যথায় (নইলে) পন্থা অবলম্বন (পথ বেছে নেয়া) আতঙ্ক সৃষ্টি (ভয় ভীতি দেখা দেয়া) তদারকি (দেখাশোনা/দেখভাল) আশাবাদ ব্যক্ত/প্রকাশ (আশা করা) অভিমত ব্যক্ত করা (মত দেয়া) পরিদর্শন করা (ঘুরে দেখা) বিচ্ছিন্ন (আলাদা) প্রত্যক্ষদর্শী (যিনি দেখেছেন) তল্লাশি (খোঁজাখুঁজি) সম্পর্কচ্ছেদ করা (সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলা) পলায়ন (পালানো) সংশয় (ভয়) চার্জশিট (অভিযোগপত্র) পৃথকীকরণ (আলাদা করা) সৌন্দর্যবর্ধন (সৌন্দর্য বাড়ানো) ক্রমেই/ক্রমশ (আস্তে-আস্তে) সক্ষম/অক্ষম হওয়া (পারা/না পারা) একাত্মতা প্রকাশ (একমত হওয়া) অগত্যা (উপায় না দেখে) অবান্তর (বাজে) অভাবনীয় (যা ভাবা হয় নি) নির্ঝঞ্ঝাট (কোন ঝামেলা নেই) অবাঞ্ছিত (যা আশা করা যায় নি) অনাবশ্যক (যা দরকার নেই) সর্বস্ব (সবকিছু) শোকে মুহ্যমান (শোকে কাতর) প্রত্যাহার করা (তুলে নেয়া) অবকাশ নেই (সুযোগ নেই) বিনা বেতনে/অবৈতনিক (বেতন ছাড়া) আতঙ্ক (ভয়) পুঞ্জিভূত (জমে থাকা) বহিঃপ্রকাশ ঘটা (বেরিয়ে পড়া) তেমনিভাবে ENOUGH is ENOUGH সুতরাং ADEQUATE বলবার দরকার কি?

সরল বলে EXPECT শব্দটাই চাই, নট ANTICIPATE. আরও নমুনা দেখানো যাকঃ

ALLEVIATE (EASE) AFFLUENT (RICH) ASCERTAIN (FIND OUT) ASSIST(HELP) ATTEMPT (TRY) BACKLASH (REACTION) BLAZE (FIRE) CEASE (STOP) COMMENCE START/BEGIN) CONCLUDE (END) CO OPERATE (HELP) CURRENTLY (NEW) CONSISTS OF(IS) DECEASED (DEAD) DONATE (GIVE) DRACONIAN (SEVERE/ HARSH) ENDEAVOUR (TRY) EXCESS, in, of (MORE THAN) EXCEEDINGLY (VERY) EXPENSE (COST) FINALISE (FINISH/ COMPLETE) FACILITATE (MAKE EASY) GATHERED (MET) GIVE RISE TO (CAUSE) INCORPORATE (INCLUDE) INFORM (TELL) INITIATE (START/ BEGIN) INQUIRE (ASK) MANUFACTURE (MAKE) NECESSITATE (NEED TO FORCE) OUSTED (EXPELLED/ DEPOSED) PRESENTLY (NOW) PRIOR TO (BEFORE) PURCHASE (BUY) REITERATE (REPEAT) RELINQUISH (GIVE UP) REQUIRE (NEED) REQUEST (ASK FOR) RESIDENCE (HOME) SOCCER (FOOTBALL) STEP UP (INCREASE) STOCKPILE (STOCK) SUBSEQUENTLY (LATER) SUCCOUR (HELP) SUCCUMB TO (DIED) SUFFICIENT (ENOUGH) TERMINATE (END/STOP) TRANSPORTATION (TRANSPORT) TRANSMIT (SEND) UNDERPRIVILEGED (POOR) UPGRADE (IMPROVE) UTILIZE (USE) VESSEL (SHIP) VALUED AT (WORTH)

www.pathagar.com

ভুল নিয়ে চুলচেরা...

রাজধানীর কাকরাইলে প্রকৌশল অধিদপ্তরের গেইটে চোখে পড়ে 'শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরনী'। সড়কের প্রতিশব্দ হচ্ছে সরণি। একজন শহীদ স্মরণে সরণি'র নাম উল্লেখে এমন ভুল অশ্রদ্ধার পর্যায়ে পড়ে না কি? এ জাতীয় অসংখ্য ভুল চোখে পড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায়, এখানে-ওখানে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেইমপ্লেটে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে, নানান উপলক্ষে আয়োজিত সভা- সমাবেশ-সেমিনারে ভুল থেকেই যায় স্মরণিকায়-ব্যানারে। ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে ঘনঘন অশ্রদ্ধার নজির রাখা হয় ভুল বানান-শ্রদ্ধাঞ্জলী, পুষ্পাঞ্জলী লিখে।

পৃথিবীতে রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার ঐতিহ্যতো কেবল আমাদেরই। সেই প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষার অবমাননা যদি এভাবে হতেই থাকে, সে বড় গ্লানিকর নয় কি? এইসব ভুল ধরিয়ে দিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারতো মিডিয়া। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়—আমাদের কাগজ, টিভি, রেডিও প্রতিনিয়তই নজির রেখে চলেছে ভুলের।

বার্তা সংস্থা -টিভি-রেডিওতে কাজ করতে হয় ঘড়ি ধরে। তাৎক্ষণিকভাবে। সেক্ষেত্রে ভুল হতেই পারে। তাইতো সতর্কতা সচেতনতা একাগ্রতার প্রয়োজন এখানে বেশি। কারণ 'স্লিপ অব দ্য পেন' অজুহাত সবসময় সব ক্ষেত্রে খাটবার নয়। মনে রাখতে হবে কোন কোন ভুলের প্রতিক্রিয়া হয় স্থায়ী ও মারাত্মক।

এ প্রসঙ্গে কবি রফিক আজাদ থেকে ধার দেনার সুযোগ না নিয়ে পারছি না। তার অসাধারণ রোমান্টিক

কবিতা **'তুমি : ২০ বছর আগে ও পরে'**।

তুমি যে-সব ভুল করতে সেগুলো খুবই মারাত্মক ছিলো। তোমার
কথায় ছিলো গেঁয়ো টান, অনেকগুলো শব্দের করতে ভুল উচ্চারণ:
'প্রমথ চৌধুরী'কে তুমি বলতে 'প্রথম চৌধুরী'; 'জনৈক' উচ্চারণ
করতে গিয়ে সর্বদাই 'জৈনিক' বলে ফেলতে। এমনি বহুতর ভয়াবহ
ভুলে-ভরা ছিলো তোমার ব্যক্তিগত অভিধান।

কবি তার কৈশোরে মারাত্মক ওইসব ভুলের নায়িকাকে বড়ো-বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

www.pathagar.com

তাই বলে সাংবাদিকের এমনতরো কিংবা আরও মজাদার ভুল দর্শক-শ্রোতা-পাঠক ভালোবাসা দূরে থাক, ক্ষমার চোখে দেখবে এমনটি ভাববারও কারণ নেই। ওরকম ভুল রোমান্সের রাজ্যে যত মধুর, সংবাদ জগতে ততই তেতো।

অথচ আমাদের মিডিয়ায় হরহামেশাই চোখে পড়ে কত না ভুল!

সাধারণ পাঠক-দর্শক-শ্রোতা যেসব ভুল দেখেন, তার বাইরে ভুরি ভুরি ভুলের কাফেলা চলে মিডিয়ার অন্দর মহলে। কপি এডিটর, নিউজ এডিটর অর্থাৎ গুরু দায়িত্বে থাকা কুশলিদের নজরদারিতে সে সব সংশোধিত, পরিমার্জিত হয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তারপরও কখনো অজান্তে, কখনো আনাড়িপনায় ভুলগুলো চলে আসে।

ভাষা ব্যবহারে বরাবরই খুব অমনোযোগী কবির ওই কৈশোরিক 'ভালোবাসা' পরীক্ষার খাতায় সর্বদাই সাধু ও চলতির দূষণীয় মিশ্রণ ঘটাতো। 'শোকাভিভূত' বলতে গিয়ে ব'লে ফেলতো 'শোকভূত'। এ আহলাদ বড় বেলায় খাটে না। মিডিয়ায়তো নয়ই। কি প্রিন্ট, কি ইলেকট্রনিক -সব জায়গাতেই এ জাতীয় ভুলের পাঁকে ডুবে থাকা কর্মী পরিত্যাজ্য।

আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, কাগজে কোন শ্রীমানের ভুল না হয় সংশোধন করা গেলো, কিন্তু রেডিও-টিভিতে যার ভয়েস যাবে, তিনি যদি হন মিস্টার বা মিজ ভুল — তাহলে কী করা?

বিশেষ করে টিভি মাধ্যমে কোন কোন রিপোর্টার কোন দ্বিধা ছাড়াই যেভাবে বিকৃত উচ্চারণ ছড়িয়ে চলেছেন, তাতে শুধু কি কাতর, পাথর হবার দশা! এদের কণ্ঠে রাজধানী হয়ে যায় 'রাজদানি', তেমনি শুনতে হয় মজজিদ (মসজিদ), বুরে (ভোরে), অ্যামপি (এমপি), কুটি (কোটি), ক্যান্দ্র (কেন্দ্র), বুমিকা (ভূমিকা), এসথানিয় (স্থানীয়), স্যাবা (সেবা) অ্যাবং (এবং) পজযন্ত (পর্যন্ত)... এ মিছিল যে শেষ হবার নয়। সেদিন ইটিভি পর্দায় ফাল্গুনি দত্ত নামে এক রিপোর্টারের ভয়েস ওভার শুনে চমকে উঠলাম। তিনি উচ্চারণ করলেন, 'সংস্কৃতি পরিশালিত ও পরিমার্জিত করে'।

ভুল। সেতো ভুলই। সাংবাদিকের টুক-টাক ভুল হতেই পারে। যেহেতু তিনিও মানুষ। কিন্তু 'মানুষ মাত্রেই ভুল করে' কিংবা 'আ গ্রেট ম্যান ক্যান মেইক আ গ্রেট মিসটেক'-এ জাতীয় অজুহাত দেখিয়ে সংবাদকর্মীকে ভুলের পাকে হাবুডবু খেলে চলে না। কাজ করতে হয় বিশেষ সতর্কতায়। কারণ ছাপার অক্ষর পাঠকের কাছে বেদবাক্যের মতো। কোন কোন কাগজ অনেক সময় সচেতনভাবেই ভুল পরিবেশন করে নিজ প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে। কিন্তু এর জন্য যে খেসারত দিতে হয় কখনো কখনো গোটা জাতিকে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ভুলের কারণে ঘটে যেতে পারে বিরাট অঘটন। আমাদের মিডিয়ায় অনেকেই আছেন—এক ধরণের ভ্রান্তি বিলাসে আক্রান্ত। কেউ আছেন, নিজে ভুল করতে পারেন বলে মনেই করেন না। কী সর্বনাশা কনফিডেন্স!

www.pathagar.com

একবার একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, ডিকশনারি ব্যবহার করো না কেনো? জবাবে জানানো হলো, কিছু ভুল হচ্ছে বলে তো মনে হয় না। তাই।

সব জানা হয়ে গেছে, শেখা হয়ে গেছে—মানসিক গঠনই যার এমন, তাকে নিয়ে কী করা?

আবার অনেকেই আছেন— ভুল কী করবেন, পুরোটাই যে ভুল। তথ্যের ভুল, শব্দ-বাক্যের ভুল, উচ্চারণের ভুল। এদের কেউ ঝরে যান। কেউ টিকে থাকেন তদবিরে। খুটির জোরে এমন কৃতি

সন্তানদের বড় চেয়ার নিয়ে বহাল তবিয়তে থাকতেও দেখেছি কোথাও কোথাও। কী করা? অন্য কোথাও কাজ করতে পারছে না, তো মিডিয়ায় পাঠিয়ে দিতে পছন্দ করেন এই সমাজের জ্যাক'রা। দুঃখজনক হচ্ছে, এই জাতীয় এক্সপেরিমেন্টের ভার নিতে হয়, বেশিরভাগ সময় ডেস্ককে। অথচ কাগজের 'লাস্ট চেক পোস্ট' এটি। অমুককে দিয়ে কাজ হচ্ছে না বলে জানালে ওপর থেকে বলা হয়, শিখিয়ে নিন। বুঝুন ব্যাপারটা! কত কী আপদ-বালাই সামাল দিতে হয় নেপথ্য নায়কদের।

একবার এক কাগজে বাজেট ঘোষণার পরদিন ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন এক সাব এডিটর। পরিসংখ্যানগত বিরাট ভুল গেছে তার হাত দিয়ে। কাজে মন দিতে পারছেন না একদম। তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এলেন শিফট এডিটর বা পালা প্রধান, 'ঘাবড়াবেন না, সংবাদে থাকতে আমি মেজর মেজর ভুল করেছি।'

ভুল হলে দু অক্ষরে 'সরি' বলে পার পাওয়াই যেতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে ভুলটা কি ধরণের। এমন অনেক ভুল আছে, যার জন্য উল্টো আপনাকেই শুনতে হতে পারে 'সরি'।

তাই সরি বলবেন বলে ভুল করে যাবেন এমন উদাসীনতা ঝেড়ে বরং মনোযোগ দিন সতর্কতা অবলম্বনে।

নিজের ওপর বেহুদা আস্থা না রেখে বরং সন্দেহপ্রবণ হলে আখেরে লাভ আছে।

একবার এক ছাত্র পরীক্ষায় পাস না করায় কিছুটা গরম হয়ে গেলেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে।

—স্যার আম্মাকে আন অ্যালাও করলেন কেনো?

: এ কারণেই তোমাকে ডিজ অ্যালাও করেছি, শিক্ষকের ঝটপট জবাব।

রিপোর্টার, সাব এডিটর, নিউজরুম এডিটরদের কথা না হয় বাদই দিলাম। নিউজ বস'রা কতটা সতর্ক ভুল নিয়ে? অবাক হতে হয় প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের নিউজ বুলেটিনে যখন শুনি, দ্রব্যমূল্যের দামের উর্ধগতি, আরো অনেক নেতৃবৃন্দ (হবে আরো অনেক নেতা) অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে (হবে অন্য নেতাদের মধ্যে বা অন্যান্য নেতার মধ্যে) ইত্যাদি।

www.pathagar.com

বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ঘিরে সংবাদ বিষয়ক টক শো'র একটি সিন্ডিকেটও এখন আলোচনার বিষয়। এসব শোতে অনেক নামজাদা সাংবাদিকের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। তারা কথা বলেন, জাতীয় বড় বড় ইস্যু নিয়ে। ওদিকে দর্শক-শ্রোতারা যে তাদের কারো কারো উচ্চারণ ও বাকভঙ্গি নিয়ে আপত্তির কথা তুলছে, সে দিকটায়ও কান পাতা দরকার নয় কি? মাধ্যমটা টেলিভিশন বলে কথা। এখানে শখ পূরণের আহলাদ চলতে পারে না। দেশবাসীর কাছে নিজেকে তুলে ধরার আগে তাকাতে হয় নিজের দিকে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশে 'প্রভাব যার পর্দা তার', এটিই হয়তো মেনে নিতে হবে।

বিটিভিতে একটি টক শোর রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখনো কাজ শুরু হয় নি। সেটে বসে আছেন অনুষ্ঠানের হোস্ট/ অ্যাংকর-প্রতিষ্ঠিত এক ছড়াকার। তো কি মনে করে তাকে অ্যাপ্রোচ করি। একি, তিনিতো আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না। ভীষণ বিব্রত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় পাশে বসা কে একজন কিছুটা রাগ মেশানো কণ্ঠে বললেন, আরে ভাই উনিতো কানে শোনেন না। যেন অপরাধ আমারই। বুঝুন, কোথায় আছি আমরা। সমাজে যোগ্য-দক্ষ লোকের এতটাই অভাব, কানে সমস্যা এমন একজনকে দিয়ে টক শো'র মতো সেনসিটিভ অনুষ্ঠানের অ্যাংকরিং করাতে হয়! আমাদের এসব অনুষ্ঠান দেখতে হবে। বুঝে নিতে হবে তাদের সামান্য এইসব সীমাবদ্ধতা। তাদের কোন দোষ নেই। যত দোষ নন্দ ঘোষদের। পরিবর্তন দূরে থাক, স্বভাবিকতাকামী দর্শক-শ্রোতাদের।

পরে এক অভিনেতা বন্ধু বিষয়টা শুধরে দিলেন, ওই ছড়াকারের হাত নাকি অনেক ওপরে। হাই ফাই লোকজন তার আত্মীয়। শুধু বললাম, ও আচ্ছা। এছাড়া আর কি করার থাকে, শোকে পাথর হয়ে যাওয়া ছাড়া?

একটি চ্যানেলে মাঝরাতের সংবাদ কিষয়ক টক শো'র উপস্থাপক প্রতিদিনই উচ্চারণ করে চলেছেন, 'ওয়েভ সাইডের (হবে ওয়েব সাইট) খবরগুলো দেখে নেই'। আরেক টক শোতে বলতে শোনা যায় 'অ্যাকস্ট্রা অর্ডিনারি', অ্যাজ এ নিউজম্যান হিসাবে। আরেক অ্যাংকর কথার চাইতে 'অ্যা অ্যা' উচ্চারণ করতে করতেই যে হয়রান।

আমাদের মিডিয়ায় মুরব্বীদের ভুল নিয়ে কথা বলাটাও ঝুঁকির কাজ বটে! কর্ম জীবনের শুরুতেই বিপাকে পড়েছি সিনিয়রের সাথে বন্ধুসুলভ শেয়ারিংয়ে যেয়ে। তিনি নিউজ এডিটর। নিউজের হেডলাইন করলেন, হকার্সদের ধর্মঘট।

বললাম দু'বার বহুবচন হয়ে গেলা না ...ভাই। হতে পারে 'হকার্স ধর্মঘট' বা 'হকারদের ধর্মঘট'। তাছাড়া বহুবচন ব্যবহার করতেই হবে তাতো নয়। বরং 'হকার ধর্মঘট' বললে মেদহীন, ঝরঝরে, স্মার্ট শিরোনাম উপহার দেযা গেল। প্রথমে রক্তচক্ষু, পরে আরো বড় কিছু জুটলো, আমার এই 'ভুল'র জন্য। বুঝুন এবার, মিডিয়ায় কতরকম ভুলই না হতে পারে। এবং ক্যারিয়ারের স্বার্থে অবশ্যই এ ধরনের 'ভুল' করবেন না।

www.pathagar.com

কিছু শব্দ আছে, যার ভুল প্রয়োগ চলে আসছে দিনের পর দিন। যেমন: ফলশ্রুতিতে। শুনবার ব্যাপার নেই এমন সব জায়গাতেই দেখবেন এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বরং 'ফলে' বলা হলে সোজ এবং ছোট হলো না কি?

কলামিস্ট নয়, হবে কলামনিস্ট। ইংরেজি column শব্দে n অক্ষরটি silent. কিন্তু এই শব্দের সাথে ist যোগ হলে n উচ্চারিত হবে। তেমনি বোম (bomb) —বোম্বিং (bomb-ing). comb—combing

কোন কোন কাগজ অনেক সময় সচেতনভাবেই ভুল পরিবেশন করে নিজ প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে। কিন্তু এর জন্য যে খেসারত দিতে হয় কখনো কখনো গোটা জাতিকে।

সংবাদ জগতে বয়স নির্বিশেষে সাংবাদিক-আলোচক-বুদ্ধিজীবির মুখে মুখে শুনি মিডিয়াগুলো, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া। বলি মিডিয়া শব্দটাই যে বহুবচন, এর এক বচন মিডিয়াম। অথচ মিডিয়াম উচ্চারণে কেন জানি অভ্যস্থ হতে নারাজ আমরা। আর ইলেকট্রনিক্স নয়, হবে ইলেকট্রনিক মিডিয়া।

কাগজে কাজ করার জন্য খুব ভালো ইংরেজি জানার দরকার পড়ে কি? অথচ অনেকেরই দেখি, ইংরেজি টেক্সট দেখলে গলদঘর্ম দশা। অনেক রিপোর্টারকে দেখেছি, ডেস্কের কর্মীদের অবজ্ঞা করতে, আবার ইংরেজি টেক্সট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য তাদেরই কাছে ধর্ণা দিতে। বাংলা কাগজে সাব এডিটরদের প্রতিদিনকার অন্যতম কাজ ইংরেজি টেক্সট থেকে তথ্য নিয়ে আইটেম তৈরি করা। এরজন্য শব্দভান্ডার খুব যে সমৃদ্ধ হতে হয় তা কিন্তু নয়। তাছাড়া সবসময় দেশ বিদেশের খবরের সাথে আপডেটেড থাকলে অনেক অজানা শব্দের অর্থ এমনিতেই জানা হয়ে যায়। এরজন্য কমনসেন্সটুকুই যথেষ্ট। তারপরও ডেস্কে আসা অনেকেরই দেখেছি নাকানি চুবানি অবস্থা। তা হবেই বা না কেন। দেখা যায়, চাকরি করতে আসা আনকোড় অনেককেই পাঠিয়ে দেয়া হয় ডেস্কে। গুরুত্বপূর্ণ এই সেকশনকে ট্রেনিং সেন্টার বনিয়ে আবার যখন পুরোদস্তুর প্রফেশনাল কাজ চাওয়া হয়, বিপত্তি বাধে তখনই। ভুলের মাত্রা যায় বেড়ে। কাজ যেটুকু হয়, তাও নিচু মানের।

শুনেছি এক সাব এডিটর বঙ্গোপসাগরএ 'ডিপ্রেশন' বলতে বুঝেছেন, গভীর 'হতাশা' বিরাজ করছে সেখানে। বাইরের কোন এক দেশে কয়েকজন মন্ত্রী 'ফায়ারড', এমন বার্তা পেয়ে আরেক সাব এডিটর তো ওদের মেরেই ফেলছিলেন। লিখলেন, 'গুলি করে হত্যা'র খবর। পরে নিউজ এডিটর বড় ঘটনা বলে যথাযথ ট্রিটমেন্টের চিন্তায় মূল কপি দেখতে চেয়েছিলেন বলে রক্ষা। এমনিতরো আনাড়ির হাতে পুলিশ পেট্রোলের বাংলা হয়ে যায় রাস্তায় পুলিশের পেট্রোল ঢালা'র খবর।

www.pathagar.com

এতো গেলো জুনিয়রদের গল্প। বর্তমানে বন্ধ একটি ট্যাবলয়েডের স্বয়ং নিউজ এডিটরের কান্ড কম মজার নয়। ভুল হোক, শুদ্ধ হোক কথায় কথায় ইংরেজি ফুটাতে জুরি নেই তার। একবার কী একটা দরকারে ফরম পুরণ করছিলেন তিনি। বিবাহিত বোঝাতে (MARITAL STATUS এর ঘর) লিখলেন MARIT. কোথাও কোথাও দায়িত্বশীল পদে এমনি মেধাবীরা বসে আছেন!

অবশ্য সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে বড় মাপের সৃষ্টিশীল কারো কারো বড় ধরণের কিছু ভুলের দিকে চোখ রেখে। এই যেমন রবি ঠাকুরের মতো গুরু 'সঞ্চয়িতা' বলে অর্থহীন একটা চিহ্ন রেখে গেলেন ছাপার অক্ষরে। কী এক খেয়ালে গাইলেন তিনি 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি (!) নিয়ে যাবি কে আমারে'। বড় কবির ভুল বলে কথা!

শামসুর রাহমানের মতো কবি প্রতিভার লেখনিতেও যে উঠে এসেছে 'সুন্দরীতমা'। অতঃপর আজকের ব্যান্ড তারকার সুরেলা কণ্ঠ এবং তারপর বিজ্ঞাপনচিত্রের জিঙ্গেলের সুবাদে এটি এখন বহুল উচ্চারিত ভুল।

বড় লেখক ভুল করলেই কি তা মেনে নিতে হবে? তা কেনো? অনেকেই বিখ্যাত অজুহাতে এমনতরো ছাড় দেবার পক্ষপাতি নন। তারা বলতে চান, রবীন্দ্রনাথ 'বালুচর' শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন, 'যে বালুতে চড়ে' অর্থে, বঙ্কিম চন্দ্র ছাদ অর্থে 'সৌধ' লিখেছিলেন, কেউ মানেনি।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-এক বৃন্তে

আজকের যুগে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের অবস্থান কাছাকাছি। কাগজে খবর এখন নিরেট খবর হয়ে থাকছে না। ভাষা ও বর্ণনাশৈলী একে টেনে নেয় সাহিত্যের কাছে। তেমনি সংবাদময় সাহিত্য কর্মও লক্ষণীয়।

একথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে শাহেদ কামাল স্যারের একটি ক্লাসের কথা। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, সংবাদপত্রের কোন পাতা কার পছন্দ। স্বাভাবিক কারণেই প্রথম পাতা নিয়ে বলছিলো বেশির ভাগ। এরি মধ্যে কেউ একজন খেলার পাতার কথা উল্লেখ করে। আর পেছনের বেঞ্চে বসা মনিরুল ইসলাম পাটোয়ারির (পরবর্তিতে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে) ভাষ্য ছিলো- কাগজের সাহিত্য পাতাই হচ্ছে ওর পছন্দ।

শুনেই গর্জে ওঠেন স্যার। সাহিত্য পছন্দ তাহলে সাংবাদিকতা পড়তে এসেছেন কেনো? মনিরুলতো থ। বেচারা সাহিত্যের অনার্স বাদ দিয়ে এসেছেন সাংবাদিতায়।

সাহিত্য সাংবাদিকতার এই বিভাজন রেখা বুঝি এখন সব্বাইকেই অস্বীকার করতে হচ্ছে। মনিরের মতো নিশ্চয় অনেকেই আছেন, সাহিত্য ভালো লাগে বলে সাংবাদিকতায় ভর্তি হয়েছেন। সাহিত্য চর্চা করবেন বলে পেশা হিসেবে নিয়েছেন সাংবাদিকত। শাহেদ কামাল স্যারের মতো কেউ কেউ একে আলাদা করে যতই দেখেন না কেনো।

সংবাদ মাধ্যমের কাজই হচ্ছে সংবাদের প্রকাশ, সম্প্রচার, সরবরাহ। পাঠক নিরেট তথ্য পাবেন এটিই হচ্ছে প্রথম এবং মূল চাওয়া। তবে শক্ত খবরও সৌকর্যমন্ডিত হয়ে উঠতে পারে সংশ্লিষ্ট পরিবেশনকারী ও সম্পাদনাকারীর মুন্সিয়ানায়। সৃজনশীল সাংবাদিকের পরিবেশনা গুণে পাঠক-দর্শক ঘটনা জেনে নেয়ার সাথে সাথে সুযোগ পান শিল্প রসে সিক্ত হবার। এ ধরণের লেখা বা পরিবেশনার ছাপও জীবন্ত থেকে যায় মনের ক্যানভাসে।

তাই সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার কোন বিরোধ নেই। CONCISE OXFORD DICTIONARY তে LITERATURE এর মানে বলা হয়েছে WRITING WHOSE VALUE LIES IN BEAUTY OF FORM OR EMOTIONAL EFFECT THE BOOKS TREAT-

www.pathagar.com

ING OF A SUBJECT. অর্থাৎ যে লেখা মনে ভাব জাগায়, গঠনে যার সৌন্দর্য—তাই সাহিত্য। সাহিত্যের মতো সাংবাদিকতারও উদ্দেশ্য পাঠকের মনে ভাবগত বদল আনা। আর যে পারে, সে অর্থনীতির রিপোর্টেও পারে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে।

'জার্ণালিজম ইজ লিটারেচার ইন আ হারি'। সাংবাদিকতা হচ্ছে দ্রুত লয়ের সাহিত্য। তাই তাড়াহুড়ো এবং তাৎক্ষণিকতার মধ্য দিয়েই দাবি থেকে যায় শিল্প মানের। তবে সাহিত্যিকের মতো শৃঙ্খলমুক্ত নন সাংবাদিক। সাংবাদিকতায় অসংখ্য হিউম্যান স্টোরি লেখা হয়েছে যা সত্য অথচ অসাধারণ মানবিক আবেদনপূর্ণ। আমেরিকায় গে টেলাসি, হেনরি মিনার প্রমূখ সাংবাদিক-সাহিত্যিক 'নিউ জার্ণালিজম' এর রূপকার, যা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্যে সাংবাদিকতাকে নিছক ঘটনার বিবরণ বলে মানা হয় না। তাইতো প্রতিবেদনকে বলা হচ্ছে স্টোরি। অর্থাৎ গল্প। সে বিবেচনায় এদেশে জার্ণালিস্টিক লেখালেখি তেমন হচ্ছে কই?

একজন সৃজনশীল সাংবাদিক রিপোর্টিং-সম্পাদনা-সম্পাদকীয়, যে শাখাতেই কাজ করুণ না কেন—তাতে তার নিজস্বতার প্রতিফলন থাকবেই। যাকে বলবো স্টাইল। পার্থক্য হচ্ছে, মাঠ পর্যায়ের যোদ্ধা অর্থাৎ রিপোর্টারের নাম চাউর হয়। বাদবাকি কুশীলব অর্থাৎ পেছনের নায়কেরা থেকে যান 'আনসীন, আনসাং'। সুখপাঠ্য একটি প্রতিবেদনের বেলায় অনেকসময়ই তথ্য সমাবেশ বাদে বাদবাকি অবদান সম্পাদনাকারীর। অথচ পুরো কৃতিত্ব নিতে ছাড়েন না রিপোর্টার বাবু। বাইরের স্ট্যান্ডার্ড কাগজে তাই স্টোরি আসলে যিনি তৈরি করেন তার নাম থাকে আইটেমের ওপরে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার বা রিপোর্টারদের নাম ঠাঁই পায় লেখার শেষে। এদেশে দেরিতে হলেও যৌক্তিক এই ট্রিটমেন্ট চালু হচ্ছে বলেই মনে হয়। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের মুরুব্বী সাংবাদিকদের মধ্যে হাতে গোণা ক'জন মাত্র আছেন, যাদের পরিবেশনায় পাঠক আবিষ্ট হন। ঝরঝরে-পরিপাটি পরিবেশনাগুণে পাঠকের মনোজগতে আসন করে নিয়েছেন মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমান, আবেদ খান, শওকত মাহমুদ, মতিউর রহমান চৌধুরী, ইনাম আহমেদ, আমীর খসরু প্রমূখ। আলাদা করে কলাম লেখকদের প্রসঙ্গ টানলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নির্মল সেন প্রমূখের নাম। কিন্তু তারপর? এদেশের সংবাদপত্রে লেখার ধারের চাইতে বয়সের ভারের কারণেই গুরুত্ব পেয়ে থাকেন বেশিরভাগ কলাম লেখক। এখনতো অনেকগুলো কাগজ। প্রতিদিন কত না কলাম ছাপা হচ্ছে! এর মধ্যে পাঠককে ধরে রাখবে, টেনে নিয়ে যাবে বিষয়ের গভীরে-এমন লেখা যে বিরল। সৃজনশীল সাংবাদিকতার এমনই কাহিল দশা এদেশে!

একজনের নাম অবশ্য বিশেষভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। মিনার মাহমুদ। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী একটি প্রজন্মকে কী ভীষণ নাড়াই না দিলেন তিনি- বিচিন্তা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। অথচ এমন জিনিয়াসকে দেশ ছাড়তে হলো!

www.pathagar.com

শুধু সাংবাদিকতা কেন, যে কোনও লেখালেখি অথবা সম্প্রচারের বেলাতেই সারল্যই যে বড় পরীক্ষা। সহজতা আর স্বাভাবিকতার মধ্যেই ফুটে ওঠে সৌন্দর্য। 'সহজ কথাটি যায় না বলা সহজে'—রবিঠাকুর কী সহজ করেই না বললেন সহজ এই কথাটি! এমন সরল স্বাভাবিক পরিবেশনকারীর সাফল্য না এসে যায় কই?

রবি ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কোলকাতা থেকে 'প্রবাসী' নামে পত্রিকা বের করতেন তিনি। অনেকেই স্বীকার করেন, বিবিধ প্রসঙ্গ নামে তার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলো সাহিত্য মানের। স্বয়ং রবীন্দ্রনাধও তাকে সাহিত্যিক বলেই গণ্য করতেন। রামানন্দ বিনয়ের সঙ্গে তা নাকচ করে দিয়ে বলতেন, 'আমি সাংবাদিক'। শিক্ষিত সমাজে সাহিত্য-সাবাদিকতার ভেদরেখা টানার যে প্রবণতা তারই কারণে এই খেদ। পশ্চিমের মতো বাঙালি সমাজেও দীর্ঘদিন এই প্রবণতা জিইয়ে ছিলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ইউরোপ আমেরিকায় এই ভেদ ঘুচতে থাকে। সমারসেট মম, বার্নার্ড শ'র মতো সাহিত্যিকরা প্রথম যৌবনে যুক্ত ছিলেন সাংবাদিকতায়। সাহিত্য থেকে সাংবাদিকতায়, সাংবাদিকতা থেকে সাহিত্যে কিংবা দুই জগতেই বিচরণের নজির কম নেই।

এই অঞ্চলে একই সাথে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন ঈশ্বর গুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল মনসুর আহমেদ, আব্দুল গাফফার চৌধুরী প্রমূখ। নজরুলের সম্পাদনায় ধুমকেতু ও নবযুগ পত্রিকায় সাংবাদিকতার ধরণ ছিলো সাহিত্য রসসিক্ত। নবযুগে তিনি রোজ উপসম্পাদকীয় লিখতেন কবিতায়। শেষ সওগাত কাব্যগ্রন্থে যার বেশিরভাগই ঠাঁই করে নেয়। ধুমকেতুর বেশিরভাগ খবরের শিরোনাম করা হতো কবিতায়। কবিতার মোড়কে সংবাদ পরিবেশনের বিস্ময়কর দক্ষতা ছিলো তার : 'দেখিনু সেদিন রেলে/ কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ফেলে দিলো নিচে ঠেলে। যেটি পরে সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থে গেছে।

তাই বলবো সংবাদ-সাহিত্য এক বৃন্তের দুই ফুল।

ইংরেজপূর্ব বাংলায় এমনকি ইংরেজ শাসনামলের গোড়ার দিকে সংবাদপত্রহীনতার দিনগুলোতে খবর জানান দেয়ার কাজ সারতে হয়েছে সাহিত্যকে।

সাহিত্যিক-সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী বলেন-

শহুরে কবিদের মতো গ্রামের কবিয়ালরাও খবরকে ছন্দে ও গানে বেঁধে দূর দূরান্তরে প্রচার করতেন। মওলানা আকরাম খানের কাছে এর অনেক গল্পও শুনেছি। এক জামাই বরপণ না পেয়ে পিস্তলের গুলিতে শ্বশুর শাশুড়ি ও স্ত্রীকে একই সঙ্গে হত্যা করেছে। সেই খবর গ্রামবাংলায় প্রচারিত হয়েছিলো কবিয়ালের গানেঃ 'জামাই বাবুর কী যে গুণ /এক গুলিতে তিনটা খুন।' প্রাচীন বাংলায় সংবাদপত্রের অভাব কিছুটা পূরণ করেছিলো পুঁথি সাহিত্যও। কোনো বড় ঘটনা ঘটলেই পুঁথি লেখকেরা সেই ঘটনা নিয়ে ছোট বড় পুঁথি লিখে ফেলতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করতেন।

www.pathagar.com

হাশেম কাজি ছিলেন কোনো এক গ্রামের ধনী ও প্রভাবশালী নেতা। প্রৌঢ় বয়সে একটি সুন্দরী তরুণী বউ ঘরে তুলেছিলেন। তা দেখে বড় বউয়ের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। তিনি তার দেবরের সঙ্গে মিলে স্বামী হত্যার ষড়যন্ত্র পাকান। তারপর নির্মমভাবে স্বামীকে ও ওই তরুণী বউকে হত্যা করা হয়। এই মর্মন্তুদ ঘটনা নিয়ে রচিত হয় 'হাশেম কাজির পুঁথি'। ...জমি নিয়ে দাঙ্গা, প্রেমঘটিত খুনোখুনি, পরকীয়া প্রেম, জমিদারের জুলুম ইত্যাদি অনেক ঘটনা জানা যেত এই পুঁথিগুলো পাঠ করলে। ভাওয়ালের সন্ন্যাসীর ঘটনা সেকালে আর ক'জন সংবাদপত্র পাঠ করে জেনেছেন? আর কটা সংবাদপত্রই বা তখন ছিলো? সারা গ্রামবাংলায় ঘটনাটি প্রচারিত হয়েছে কবিয়ালদের লেখা কবিতা পুঁথি ও গানেরমাধ্যমে।'।

সাংবাদিকতায় সফল পরিবেশনার তাবিজ হচ্ছে—'রাইট লাইক য়্যু টক'। ঠিক তাই। যেভাবে কথা বলে থাকেন, ঠিক সেভাবেই লিখুন না। কোনও পরিবেশনা যতো স্বাভাবিক আর সরল—তা মনোগ্রাহী হয় ততই। ছোট ছোট বাক্যই আসলে বড় শক্তির ধারক। ইংরেজ কবি রবার্ট সাউদে যেমন বলেন, 'ওয়ার্ডস আর লাইক সানবীমস। দ্য মোর দে কনডেনসড, দ্য ডীপার দে বার্ণ'। বড় বড় সাহিত্য কর্ম, এমনকি ধর্মগ্রন্থেও এর প্রমাণ মেলে। ছোট ছোট কথায় এবং অল্প পরসরে বড় কথা বলতে পারাটাই যে আর্ট। ভেবে দেখুন, বিশ্বে ক্লাসিক লেখালেখি বলে স্বীকৃত কাজগুলো কিন্তু ঢাউস কলেবরের নয়।

সাংবাদিকতায় সাফল্যের জন্য চাই যুতসই যোগাযোগ কৌশলের প্রয়োগ। পাঠক -দর্শক সাইকোলজি যত বেশি আয়ত্তে থাকবে, ফীডব্যকও মিলবে তত পজিটিভ। অ্যামপ্যাথি অর্থৎ অন্যের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করার শক্তি তাই অপরিহার্য।

ইলেকট্রনিক (রেডিও-টিভি) সাংবাদিকতার ব্যাপক প্রসারের এই যুগে উচ্চারণ-বাচনভঙ্গিও এখন বিশেষ গূরুত্বের বিষয়। লেখার বেলায় যেমন ভুল বানান, বলার ক্ষেত্রে তেমনি ভুল উচ্চারণ পীড়াদায়ক। আর আঞ্চলিকতার দোষ থাকলে তো সবই গুড়েবালি। যদিও এদেশের মিডিয়ায় এইসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেই করে কেটে খাওয়া শুধু নয়, বহাল তবিয়তে আছেন আনেকেই। সে ভিন্ন অংকের ব্যাপার।

প্রতিনিয়ত আমরা সৌকর্যহীন, সৌন্দর্যহীন পরিবেশনাই বেশি লক্ষ করছি মিডিয়ায়। তবে এ অবস্থা বেশিদিন চলবে বলে মনে হয় না। সাংবাদিকতা এখন দারুন প্রতিযোগিতার বিষয়। তাই বদলে যেতে বাধ্য দৃশ্যপট। সৃষ্টিশীল -মেধাবীরাই টিকে থাকবে শেষতক।

www.pathagar.com

নিউজ ম্যাগাজিনে সাংবাদিকতা

দৈনিক খবরের কাগজগুলো বিষয় বৈচিত্র্যে ফুলে ফেঁপে ওঠায় সাপ্তাহিক সংবাদ ম্যাগাজিন এবং বিষয়ভিত্তিক সাময়িকিগুলো এখন কঠিন পরীক্ষারই মুখে। ম্যাগ এর সার্বিক স্বাদ জোগাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সংবাদপত্রগুলো। থাকছে কত কি ডেপথ আইটেম, কমেন্টারি, ফিচার স্টোরি। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা-এইজগ্রুপ টার্গেট করে দফায় দফায় ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ব্রডশীটের সাপ্তাহিক আয়োজন হিসেবে বেরুচ্ছে ট্যাবলয়েড, ম্যাগাজিন। নিয়মিত যেটি ট্যাবলয়েড আকারে বেরুচ্ছিলো, তারা মাঝে মাঝে ব্রডশীটে রূপান্তরিত না হলে চলছে না। সাপ্তাহিক ম্যাগ-ও প্রসব করতে হচ্ছে। এমনি বাস্তবতায় আদতেই যারা ম্যাগাজিন, অস্তিত্ব রক্ষায় ভাবতে হচ্ছে নোতুন কিছু নিয়ে, চিন্তা করতে হচ্ছে নিজেকে বদলে ফেলার ব্যাপারে। আবার যাদের চিন্তা বা বাজেটের দৌড় সীমিত, গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে।

তবে একথাও সত্য, মেধা সৃজনশীলতা এবং আইডিয়া প্রয়োগ করা গেলে এই কঠিন অবস্থার মধ্যেও ঝলসে ওঠা সম্ভব সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা নিয়ে। পুঁজির পাশাপাশি চাই অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর সৃষ্টির নেশা। বুঝতে হবে পাঠক মনস্তত্ব। দৈনিকগুলো কি দিতে পারছে না, বা ভালোমত দিতে ব্যর্থ। ভেবে বের করতে হবে, এমন কি দেয়া যায়, যার জন্য পাঠক পত্রিকা সংগ্রহে রাখার তাগিদ বোধ করবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ম্যাগ-এ কেউ মেদহীন খবরের খোঁজ করবে না। বা অন্যভাবে বললে খবর পরিবেশনের জন্য ম্যাগ নয়। থাকতে পারে খবরের পেছনের খবর, খবরের ব্যাখ্য বিশ্লেষণ। সব্বাই জেনে গেছে এমন বিষয়/ঘটনার আনুসঙ্গিক নানা দিক, বিশেষ দিক উন্মোচন, ঘটনা/বিষয় এর সূত্র ধরে চাঞ্চল্যকর আরো কিছু, এইসবের ফলোআপ, সংশ্লিষ্ট লোকজনের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। শুধু সাক্ষাৎকার নির্ভর মজার স্টোরি তেরি করা যেতে পারে। আর সত্যি বলতে, ফিচার আইটেমের কোন সীমা পরিসীমা নেই। যে কোনো কিছু নিয়েইতো হতে পারে ফিচার। লেখনি জাদুবলে পাথরেও যে ঝরানো যায় লাবন্য।

বিদেশী কত কি এক্সক্লুসিভ দেয়া যেতে পারে। পাঠকদের যুক্ত করে হতে পারে কত না মজার পরিবেশনা।

www.pathagar.com

গ্রাম প্রধান এই দেশটার আনাচে কানাচে কত কি রয়েছে অনুদঘাটিত। কত না বিচিত্র মানুষ। সব্বার মধ্যেইতো আছে গল্প। আর পাঠক মাত্রই গল্পপ্রেমী। আমাদের সমৃদ্ধ লোকজ সংস্কৃতির উপাদানই কি কম আছে? এসব কিছুর জন্যইতো দরকার চোখের মতো চোখ, দেখবার ভঙ্গি। দেশের নানা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চারণ সাংবাদিকদের উৎসাহিত করা যেতে পারে, মজার সব আইটেম পাঠানোরে ব্যাপারে। অনেকেইতো আছেন, কাজের জন্য উন্মুখ হয়ে। ফুল অব এনার্জি বাট নো ওয়ে টু মুভ। তাদের ঠিক মতো মূল্যায়ন করা হলে স্টোরিও মিলবে দুর্দান্ত ধরণের। ম্যাগাজিনের জন্য যেগুলো বিবেচিত হতে পারে লক্ষ্মী হিসেবে।

ট্রিটমেন্টে কে কতটা বৈচিত্র্য দেখাবে, নির্ভর করে স্বকীয় টেকনিকের ওপর। একদা সাড়া জাগানো কাগজ 'যায় যায় দিন'র কথা ধরা যাক। ২৮ মে ৮৫ সংখ্যায় 'কবির লড়াই' নামে ভিন্ন ধরণের স্টোরি করা হয়-শামসুর রাহমানের একটি কবিতার কাউন্টার কান্ড নিয়ে। যেটি ঘটান আব্দুল গাফফার চৌধুরী।

ভূমিকায় বলা হয়-

যাযাদির অন্যতম একটি নীতি হচ্ছে কবিতা প্রকাশ না করা। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আমরা এবার এই নীতিটি ভঙ্গ করেছি। গত ১ বৈশাখ অর্থাৎ ১৪ এপ্রিলে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত শামসুর রাহমানের কবিতা 'একটি মোনাজাতের খসড়া সুধী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো...। গাফফার চৌধুরী শামসুর রাহমানেরই উদ্দেশ্যে লিখে পাঠিয়েছেন 'একটি মোনাজাতের জবাবের খসড়া। দুটি কবিতাই আমরা এই সংখ্যায় ছাপলাম।

২৪ জানুয়ারি ৮৮ সংখ্যা বিচিন্তা আচমকাই প্রকাশ করে সে সময়ের আলোচিত কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র কবিতা এক্স-রে রিপোর্ট। ভূমিকা মনে রাখার মতো।

'কবিতা কি শুধু তাই? নাকি সেতো ভেসে ওঠা ম্লান আমার মায়ের মুখ? কিছুদিন শোকে গেছে, কিছুদিন মোহে, কিছুদিন কবিতা বিমুখতায়। সেজন্য কি কবিতা চলে গেছে? কিন্তু কোন যাওয়াই বস্তুত যাওয়া নয়, যাওয়ার ছলে বার বার ফিরে ফিরে আসা। যাহোক। আর নয় কবিতার প্রতি এই হেলাফেলা, অবহেলা। এখন থেকে একটি করে কবি নয়, কবিতা ছাপা হবে বিচিন্তায়।

বলাই বাহুল্য, বাংলা কবিতার আঙ্গিকে নতুন কোন মাত্রা যোগের বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা প্রতিশ্রুতি নেই বিচিন্তার। কেবল সম্পাদকের প্রিয় কবিতাগুলোই (রিপিট কবি নয়) ছাপা হতে থাকবে। হতে পারে আনকোরা নতুন অথবা পুনর্মুদ্রিত।'

ভাবতে অবাক লাগে যায় যায় দিন'র মতো স্মার্ট কাগজের সম্পাদক শফিক রেহমান ২৯ জুলাই ৮৬ সংখ্যায় অসাংবাদিকসুলভ ট্রিটমেন্টের কারণে ব্যান্ড হয়ে যান।

'সংসদের শোভা তিরিশ সেট অলঙ্কার' শীর্ষক ওই কভার আইটেমের কিছু বাক্য চয়নেই ব্যাপারটা পরিস্কার হবে যে কারো কাছে।

'...এই সংসদের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছেন তিরিশজন মহিলা সদস্য। এরা নির্বাচিত হয়েছেন (নাকি সংগৃহীত?) জাতীয় পার্টির সদস্যদের দ্বারা। সংসদ সদস্যদের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত 'সংরক্ষিতা' মনোনয়নের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিলো বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। এরা সংসদের শোভা বর্ধণ করছেন এবং 'বাসর ঘর' প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট রসিকতা করেছেন। যে উদ্দেশ্যে সংশোধনী এনে এই তিরিশজনকে নির্বাচিত করা হলো তা সম্ভবত এখন আর কোরো কাছেই অস্পষ্ট নয়। অকালমন্দ লোকের জন্য ইশারাই কাফি!

যাযাদি যে বিষয় নিয়ে প্রচ্ছদ করেছে, নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত। পাঠক লুফে নেবে এমন আইটেম। কিন্তু এর এমন অশ্লীল বয়ানভঙ্গি কেন? অনেকেই বিস্মিত হন মেধাবী সাংবাদিকের এই ল্যাক দেখে।

বরং বিচিন্তার জন্ম থেকেই ছিলো তারুণ্য-সাহস-স্মার্টনেসের প্রকাশ। প্রথম সংখ্যা বেরোয় ৮৭র ১০ জুনে, চমক নিয়ে। একটি জেলার রাজাকার তালিকা ছাপা হয় এ সংখ্যায়। ৮৮র ৩১ জানুয়ারি সাহসী কভার স্টোরির কারণে ব্যান্ড হয়ে যায় এই পত্রিকা। ওই সংখ্যার মূল স্টোরি —গণঅভ্যুত্থান দিবসে চট্টগ্রামের গণহত্যা এবং নিরোর বাঁশি। কভার আঁকা হয়েছে এভাবে-জ্বলমান চিতার ওপর রাখা সিংহাসনে বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন স্বৈরশাসক এরশাদ।

বিচিন্তা আবার বেরোয় ৩ বছর বাদে, ৩১ জানুয়ারি ৯১। কভার স্টোরিতে সৃজনশীলতার ছাপ 'আমাকে দেখতে দাও আমাকে বলতে দাও'।

কিংবদন্তির বিচিত্রা, তার নায়ক প্রসঙ্গ

একজন শাহাদৎ চৌধুরীর জন্য কতকাল অপেক্ষায় থাকতে হবে কে জানে! বিচিত্রাকে হাতিয়ার করে হয়ে ওঠেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ পারবর্তি বায়লাদেশে সামাজিক বিবর্তনের রূপকার। এদেশের মধ্যবিত্তের মানস জগতের অন্যতম নির্মাতা। ফরহাদ মজহারের মূল্যায়নে, কিং মেকার। প্রাতিষ্ঠার পর থেকে বিচিত্রায় তার কর্মযজ্ঞ হয়ে ওঠে সাংবাদিকতাতো বটেই, সব অর্থেই অনন্য মাইল ফলক। সেই ৭৩ এ যে অগ্রসর চিন্তা ও মমননশীলতার নজির রেখেছে বিচিত্রা, এতটা সময় পেরিয়ে এসে আজ তার অভাব বড্ড চোখে লাগে।

৯৭এ কাগজটির মৃত্যু পর্যন্ত দেশের নাম্বার ওয়ান পত্রিকা বলতে এটিই ছলো। এবং অবশ্যই তা শাহাদতের কারণে। সরকারি ট্রাস্টের হওয়া সত্ত্বেও এরশাদ আমলে অন্দোলনের খবর উঠে এসেছে প্রচ্ছদ হিসেবে। সম্পাদকের মুন্সিয়ানায় কাগজটিকে কোন পক্ষের বলে শনাক্ত করা ছিলো বড় মুস্কিল। আসলে বিচিত্রা নিজেই ছিল একটি পক্ষ। দেশ মাটি মানুষের হয়ে কথা বলবার।

www.pathagar.com

আদর্শ সাংবাদিকের মডেল

কেমন হওয়া চাই আদর্শ সাংবাদিকের মডেল? কবি আবু বকর সিদ্দিকের ভাবনায়, 'হোক ছোট তবু দিগন্তপ্লাবী কালিমায়ও অপরাজেয় সূর্যালোকের মত ঝলসে ওঠে একজন সাংবাদিকের সত্যব্রতী কলম। ...একজন আত্মোৎসর্গিত সাংবাদিকই সেই সত্য পথিকের যথাযথ বিকল্প সৈনিক। আর তার আমৃত্যু পুঁজির নাম বিবেক'। কিন্তু এমন সাংবাদিকের দেখাতো এখন খুব কম ক্ষেত্রেই মেলে।

অবশ্য সাহসী ভূমিকার কারণে ধরা খাওয়া মহল শত্রু হয়ে দাঁড়ায় সাংবাদিকের। টোপ ফেলে হাত করতে ব্যর্থ হলে শুরু হয় হুমকি ধামকি। তাতেও কাজ না হলে পথ বেছে নেয়া হয় পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার। এ প্রক্রিয়াতেই প্রাণ কেড়ে নেয়া হয়েছে কত না জনসাংবাদিকের।

স্বাধীন সংবাদকর্মীর শত্রু ঘরে বাইরে দুদিকেই সমান। অনেক সময় পত্রিকার মালিক পক্ষের কাছে প্রায় দাসখত দিয়ে চাকরি ধরে রাখতে হয় তাকে। সাংবাদিকের ব্যক্তিগত মতাদর্শকে জবাই করে মালিকের ইয়েসম্যান ব'নে যেতে হয়। এইসব গরীব দেশে আরো ভয়াবহ নজির চোখে পড়ে। অর্থ ও প্রতিষ্ঠার লোভে স্বেচ্ছায় নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে প্রতিষ্ঠানের পদলেহী বশংবদে পরিণত হন দুর্বল সাংবাদিক। অথচ সাহসী সাংবাদিকতার ঐতিহ্য আমাদের সেই ১৯৪৭ সালের স্বধীনতার অব্যবহিত দিনগুলো থেকে।

এই সময়ের সাংবাদিকদের উচিৎ আমাদের জনমুখী সাংবাদিকতার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। এদেশে সাংবাদিকতার ঐতিহ্য- জনস্বার্থ রক্ষা। সামাজিক দায় পেয়েছে অগ্রাধিকার

কত না কষ্ট স্বীকার করে কাজ করতে হয় একজন খাঁটি সাংবাদিককে। ৭০ 'র ১২ নবেম্বরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, মাগুরছড়া গ্যাস ফিল্ড আগ্নিকান্ড, কল্পনা চাকমার অন্তর্ধান রহস্য, নিদারাবাদ হত্যাকান্ড, কানসাট, জেএমবি পাকড়াও—ইত্যাদি পর্বে অমানুষিক শ্রম স্বেচ্ছাবরণ করে নিতে হয়েছে সাংবাদিকদের।

সাংবাদিকতায় সাফল্য, ট্রেড সেটারের স্বীকৃতি ছেলের হাতের মুড়ির মোয়ার মতো সহজলভ্য নয়। এর পেছনে থাকে শ্রম-নিষ্ঠা-মেধা-সৃষ্টিশীলতার শানে নুয়ুল। মোনাজাত দিনপঞ্জিতে চোখ রাখা যাক : 'পথ থেকে পথে চলি। সংগে বিরাট একটি ব্যাগ।

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় সবকিছু। আছে ক্যামেরার ব্যাগ। আছে তেল, সাবান, ব্রাশ, পেস্ট, শেভের যন্ত্রপাতি, ক্রিম এমনকি সুঁই সুতো পর্যন্ত। ব্যাগে রাখতে হয় আলপিন, জেমস ক্লিপ, কাঁচি, ব্লেড, গাম কিংবা টেপ, মোমবাতি, বলপেনের এক্সট্রা রিফিল। কখন কোথায় কি লাগবে বলা মুস্কিল। থাকে জুতার কাঁটা, আর ছোট্ট হাতুরি পর্যন্ত। মনে করুণ দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি কভার করার জন্য গিয়েছি জামালপুরের তিতপল্লা গ্রামে অথবা আরো দূরে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলায়। ঘটনাস্থল উপজেলা সদর থেকে আরো দশ মাইল ভেতরে। হাঁটতে গিয়ে এসময় হঠাৎ করে স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেলো। কি করবো? পাবো কোথায় সেখানে মুচি? শেরপুর পর্যন্ত ফিরে আসবো কি হাতে ছেঁড়া স্যান্ডেল ঝুলিয়ে? সেজন্য সঙ্গে রাখতে হয় কাঁটা হাতুড়ী।

সাংবাদিককে এখন আর 'ক্লার্ক অব ফ্যাক্টস' হয়ে বসে থাকলে চলছে না। তথ্যের ভিত্তিতে, সত্যের আলোকে বৃহৎ জনগোষ্ঠির স্বার্থে আরো কিছু পরিবেশনের দায় এসে পড়ছে তার ও পর। দিতে হয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও। স্টোরি তৈরি করতে হয় নিজ সমাজ-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ মাথায় রেখে।

দায়হীনতার নজির

ধারনেয়া যাক আবু বকর সিদ্দিক থেকে : 'ষাটের দশকের কোন এক সময় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে ঢাকার দিকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার হেতু ঘটে। কিন্তু বাগেরহাট শহর ছিল সম্পূর্ণ শান্ত ও অক্ষত। অথচ বাংলাবাজার পত্রিকা ছেপে দিলঃ বাগেরহাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংখ্যালঘুরা শেষ হয়ে যাচ্ছে।' এই শহরের ননি মুখুজ্যের স্ত্রী অমিয়দেবী সে সময় একদিন আতঙ্কগ্রস্ত স্বরে আমাকে বলেন, 'আমাগো ঘরের ছোয়াল সুদেব কি সববোনেসে মিথ্যে কথা লেহিসে ওপারের আনন্দবাজারে! বাগেরহাটের মাইনরিটিরা নাকি কচুকাটা হতিছে! সুহি থাকতি ভুতি কিলোয়! আমরা এহন বাচি ক্যামন করে কওদিনি? বলা বাহুল্য, এই শ্রীমান সুদেব আরকেউ নন, 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র মহাখ্যাতিমান সাংবাদিক সুদেব রায় চৌধুরী। সুদেব সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই ভরতীয় নাগরিক। ভারতে বসে ভারতের কাগজে তার ছেড়ে আসা মাতৃভূমি নিয়ে স্বসম্প্রদায়ের প্রতি পিছুটান বশত আজগুবি সংবাদের জন্ম দিয়েছেন। ...পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই এই দায়িত্বহীন কাজটি করেন তিনি।

উৎপাত থাকবেই

কিন্তু আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করে গেলেই যে অফিসের কর্তার আশপাশের সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন, সুনজরে আসতে পারবেন—তেমন নাও হতে পারে। আমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতাই এর জন্য দায়ী। যে কারণে একজন মোনাজাত উদ্দিনকেও খেদ নিয়ে বলতে হয়ঃ "আমি শ্রমিক, লিখে যাই। কর্তৃপক্ষ কিছু টাকার বিনিময়ে আমার শ্রম কেনেন। আমি এটা বুঝি। তবুও 'সিনসিয়ার' হবার চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

ভালো কাজে নাকি ভালো ফল মেলে! কিন্তু না মিথ্যে এই কথা। মিথ্যে। যিনি ঐ কথা বলেছেন তিনি মিথ্যুক। নইলে পেশায় যিনি এসেছেন সেদিন যার খবর ছাপা হয় আমার এক চতুর্থাংশ, তিনি কি করে পাঁচ ছয় বছরের সাংবাদিকতায়... "

শাহাদত চৌধুরীর মতো কিংবদন্তির কলমযোদ্ধার মুখেও উচ্চারিত হয় : 'বাবা মা ভাবতেন আমার স্থিতি আসবে না–তারা বেঁচে থাকলে দেখতেন স্থিতির জন্য, টিকে থাকার জন্য কীভাবে লড়াই করি আমি'।

তাই অযোগ্য অদক্ষ ধামাধরাদের সুবিধা-সমাদর পেতে উদ্যম হারাবেন না। ভেঙ্গে পড়বেন না। পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আখেরে প্রাপ্তিযোগ নিশ্চয়ই আছে। আর জানেনইতো, সব ভালো যার শেষ ভালো।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার নীতিমালা ও আচরণবিধি

সংবাদপত্র তথা সাংবদিকদের জন্য নীতিমালা ও আচরণ বিধি চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয় বলে অমি মনে করি। কারণ এর সাথে জড়িয়ে থাকে কুফল। তাছাড়া নৈতিকতা বিষয়টিই যে আপেক্ষিক। তাই বলে সাংবাদিকরা কোন নিয়ম নীতির বাইরে থাকবেন- তাতো হতে পারে না। যেহেতু আশা করা অমূলক নয়, সমাজের বিবেকবান অংশই আসেন সাংবাদিকতা পেশায়, সেক্ষেত্রে তাদের বিবেকবোধ-নৈতিকতাবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ কোথায়?

কিন্তু বাস্তবে দেখছি কি আমরা? অনেক ক্ষেত্রেই ঘটছে স্বেচ্ছাচারিতা, দায়িত্বহীনতা। সুষ্ঠু সামাজিক পক্রিয়া চালু রাখার স্বার্থেই সমাজের সব স্টেক হোল্ডারেরই যথাযথ ভূমিকা নির্ধারণের দরকার দেখা দেয়।

মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু এর অপব্যবহার একটি জাতিকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। ঘটাতে পারে সর্বনাশ।

এদেশে ন'এর দশকে দায়িত্বহীন সাংবাদিকতার নজির রেখেছে কোন কোন দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক। শহীদ সাংবাদিক নিজামউদ্দিনের মেয়ে শারমিন রীমার হত্যাকারী স্বামী মুনির হোসেনের ফাঁসির ঘটনায় ছাপা হয় এমনতরো শিরোনাম :

'দেশের ৬০ভাগ মানুষ মনে করে মুনিরের ফাঁসি হয়নি'

'মুনিরের কবরে কার লাশ'

'চেহারা বদলাতে মুনির এখন আমেরিকায়'

'রীমার মা ও মুনিরের লাশ দেখতে চান' ইত্যাদি ইত্যাদি

তাই ৪র্থ রাষ্ট্রস্তম্ভ সংবাদপত্রের জন্যও নীতিমালা প্রণয়ন জরুরী হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রশ্ন, কে করে দেবে এই নীতিমালা? যেখানে রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা সরকার নিয়ন্ত্রিত সেখানে সরকারের তরফ থেকে নীতি নির্ধারিত হলে তা হবে, তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। অর্থাৎ চাপিয়ে দেয়া।

তাই সমর্থনযোগ্য নীতিমালা তৈরি হতে পারে মিডিয়ার লোকজনরা বসে যদি তা করে নেন। আর সেগুলো হওয়া চাই সরকার বা প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সর্বোপরি মানব সমাজের কল্যাণ কামনা থেকে উৎসারিত।

বিশ্বজুড়ে মানুষের জীবনে নৈতিকতার ধারণা ক্রমে পাল্টে যাচ্ছে। তবুও, মিডিয়া বিশেষজ্ঞ ড. সাখাওয়াত আলী খানের মতে, 'বিশেষ একটি সমাজ ব্যবস্থার একটি

www.pathagar.com

বিশেষ ক্ষণে মানুষের আশা আকাঙ্খা তাদের গ্রহণযোগ্যতার পর্যায় ইত্যাদি বিচার - বিবেচনা করেই নীতিমালা গড়ে তুলতে হয়।'

আমেরিকার সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্ণালিষ্টস'র ১৯৮৪তে প্রণীত নীতিমালার প্রথমটি ছিল- 'উপহার, আনুকুল্য, বিনামূল্যে ভ্রমণ, বিশেষ সুবিধা অথবা সমাদর সাংবাদিকদের এবং তাদের নিয়োগকর্তাদের সততা ক্ষুন্ন করতে পারে। এ ধরণের মূল্যবান কিছুই গ্রহণ করা যাবে না।

বেশিদূর যাওয়ার দরকার কি? এইটুকুই যদি আমাদের সাংবাদিক সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে হয়তো অনেক তরুণ চৌকস সাংবাদিককে শাব্দিক অর্থেই পেশাদার করে তোলা সম্ভব। কারণ পেশার শুরুতেই অন্যায় সুবিধার টোপ গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় অনেকেরই মধ্যে।

যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্ণালিষ্টস এর বার্ষিক প্রতিনিধি সভায় গৃহীত নীতিমালার একটি ধারায় বলা হয়, 'একজন সাংবাদিক ঘুষ নেবেন না এবং তার পেশাগত দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রলোভনকে প্রশ্রয় দেবেন না।

জাপানি সাংবাদিকদের সংস্থা নিহুন সিনবুন কায়োকাই এর গৃহীত নীতিমালায় বলা হয়েছে :

'কোন খবরকে ট্রিটমেন্ট দেয়ার বেলায় সেটিকে প্রচারণার কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনার বিষয়টি সবসময় মনে রাখতে হবে। এবং এ ব্যাপারে কড়া নজরদারি বজায় রাখতে হবে'।

সমাজের প্রতি সাংবাদিকের দায়িত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে এই নীতি। কাগজের কাটতি বাড়াতে কোন স্টোরি ছাপবার সময় এটিও মাথায় রাখতে হবে, সেটিকে পুঁজি করে কারও বা কোনও মহল ফায়দা লুটতে পারে কি না।

এই নীতি প্রথিবীর যে কোনও প্রান্তের সাংবাদিকের জন্যই প্রযোজ্য। এটি ঠিকমতো মানা হলে সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা হীনতা তথা পেশার মর্যাদাহানি ঠেকানো যাবে।

সাংবাদিকতার ওপর লেখা নামকরা একটি বই 'কমপ্লিট রিপোর্টার'। লেখক জুলিয়াস হারিস এবং স্ট্যানলি জনসন। পাঠকের 'শ্রদ্ধা অর্জনকারী' কাগজের জন্য কিছু নীতিমালা তুলে ধরেন তারা। এগুলো মার্কিন প্রেক্ষাপটে প্রণীত হলেও গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে বিশ্বের যেকোনও প্রান্তে। সাংবাদিকরা এগুলো মনে রাখলে লাভ বই ক্ষতি নেই। যেমন:

সংবাদ বানানো অনুচিৎ

১. আধা না, পুরো সত্য ছাপানো দরকার
২. ব্যক্তি জীবনে প্রবেশাধিকার নেই সাংবাদিকের
৩. কাউকে বলতে বাধ্য করার অধিকার নেই
৪. অভিযুক্ত'র সাথে শোভন আচরণ করতে হবে
৫. উদ্ধৃতি বিকৃত করা চলবে না

www.pathagar.com

৬. উৎস'র ব্যাপারে আস্থা জরুরী
৭. জনসাধারণকে জানানো দরকার এমন তথ্য চেপে রাখা যাবে না
৮. টাকার বিনিময়ে নিউজ কলাম বেচা যাবে না
৯. দলীয় রাজনীতিতে কলম ব্যবহার চলবে না
১০. কোন শ্রেনী নয়, সবাইকে সার্ভ করতে হবে
১১. আইন আদালতকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে, সহযোগিতা দিতে হবে
১২. অপরাধীর আত্মীয়কে আহত করা যাবে না
১৩. বিয়ে বিচ্ছেদ,আত্মহত্যাকে দুর্ভাগ্যজনক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে
১৪. অপ্রকৃতস্থকে যাতে উপহাস করা না হয়
১৫. ধর্ম, জাতীয়তা, জাতিগোষ্ঠিকে সম্মান দেখাতে হবে

আমাদরও নীতিমালা ও আচরণবিধি চাই এই জন্য যে, এখানে পত্রিকাগুলো সত্য প্রকাশে সবসময়ই সিনসিয়ার না। ব্যক্তির জীবন চর্চা বা প্রাইভেসির ব্যাপারে আছে উদাসীনতা। হামেশাই হলদে সাংবাদিকতার নজির লক্ষ্যণীয়। অভিযুক্তের প্রতি সুবিচার করা হয় না অনেক ক্ষেত্রেই।

সংবাদ উৎস হচ্ছে একটি পত্রিকা তথা একজন পেশাদার সাংবাদিকের প্রধান পুঁজি। আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল উপাদান হচ্ছে, প্রয়োজনে সংবাদ সূত্রকে গোপন রাখা। এখানে খবরের উৎস বা সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষার রেয়াজ অবশ্য ভালোই দাঁড়িয়ে গেছে।

তবে দীর্ঘদিনের পীড়ন-নির্যাতন ও কণ্ঠরোধের শিকার আমাদের সংবাদপত্র এখন অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করলেও সব খবর ছাপতে সাহসী বা উৎসাহী হয়ে উঠছে না। এ দেশে প্রেস কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলোর নির্যাস ভিত্তিক কিছু লিখিত নীতি গড়ার চেষ্টা হয়েছে বটে। আইনবিদ গাজী শামসুর রহমান ১০টি নীতি দাঁড় করান। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিভাগের দুই শিক্ষক- ড. সাখাওয়াত ও ড. গোলাম রহমান আরো ১৯ নীতি তুলে ধরেন- যেগুলো করা হয় ১৯৮০ থেকে ৮৪ তক প্রেস কাউন্সিল মামলার রায় ভিত্তি করে।

এগুলো কখনো মেনে চলা হয়, কখনো হয় না। এদেশে সাংবাদিকতার ঐতিহ্য- জনস্বার্থ রক্ষা। সামাজিক দায় পেয়েছে অগ্রাধিকার। আমাদের মিডিয়া আইন আদালতের প্রতি মোটামুটি শ্রদ্ধাশীল। সহায়তার হাত বাড়াতে চায় সমাজ উন্নয়নে।

তাই সমাজ-পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা এবং দায় দায়িত্ব মাথায় রেখে কাজ করা গেলে স্বতস্ফূর্তভাবেই নীতি ও আচরণ বিধি মানা হয়ে যায় বলে আমি মনে করি। আর নিয়ম নীতির বালাই দেখিয়ে সাংবাদিকতার সরোবরের সাবলীল ধারাকে ধমকে দেয়া হয় বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতায় স্বাধীনতা ও আইন

যেখানে স্বাধীনতা, সেখানেই প্রশ্ন আসে নিয়ন্ত্রণের। আবার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে স্বাধীনতা দিতে হয়।

স্বাধীনতা সকল অর্থেই একপ্রকার অধীনতা। নিজের অধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণও তাই স্বাধীনতাই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে শুধু সাংবাদিকের স্বাধীনতা বোঝায় না। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সব্বার স্বাধীনতাকে বুঝতে হবে। আর পত্রিকার জন্য চাই ন্যায্য স্বাধীনতা। যা তা লেখার দায়িত্বহীন স্বাধীনতা নয়।

তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন বলে গেছেন, Where the press is free and every man able to read, all is safe. অর্থাৎ যেখানে সংবাদপত্র স্বাধীন এবং সকলেই পড়তে পারেন, সেখানে সবকিছুই নিরাপদ। আবার মিডিয়ার স্বাধীনতার ক্ষেত্র যত বেশি সম্প্রসারিত, সাংবাদিকের দায়িত্বশীলতার প্রশ্নও ততই জোরালো হয়ে ওঠে। কারণ সাংবাদিকতার মান নির্ধারিত হয় এই দায়িত্বশীলতার দন্ডে। তাই কিভাবে কি করবেন, কি বলা যাবে- কি বলা যাবে না, কোনটি দেখানো যাবে কোনটি যাবে না-সাংবাদিকতা করতে চাইলে এগুলো জেনে নিতে হয়।

গণমানুষের কল্যাণে পেশাগত দক্ষতাকে কাজে লাগাতে চান তো, অবশ্যই সাংবাদিকতার অনুসরণীয় নীতিমালা সম্পর্কে সার্বিক ধারণা রাখতে হবে। এর ভিত্তিতেই আপনি বুঝে নিতে পারবেন কোনটি অধিকার, কোনটি নয়। জানতে হবে এ সংক্রান্ত আইন কানুন। নয়তো ফেইস করতে হবে নানান ঝামেলা, বিপত্তি-বিপর্যয়। সংবাদকর্মীরা যাতে ঝুঁকিমুক্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্য মিডিয়া হাউসগুলিরই উচিৎ সংবাদ সংশ্লিষ্ট আইন কানুন সম্পর্কে সবাইকে অবহিত এবং সতর্ক-সচেতন রাখার ব্যবস্থা করা।

জাতীয়-আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রেই মানুষের বিভিন্ন ধরণের অধিকার বা বিশেষ কিছু করবার স্বাধীনতা আছে। আর তা রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্র সংঘ স্বীকৃত। এর মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা, বলবার স্বাধীনতা, লিখবার স্বাধীনতা-ইত্যাদি সাংবাদিকদের বেলায় অনেক বেশি প্রযোজ্য। কেবল সাংবাদিকদের জন্য বলছি কেনো? ১৯৪১ এর ৬ জানুয়ারি কংগ্রেসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট'র বার্ষিক বক্তৃতার বিষয়বস্তু স্মরণ করা যাক না। তিনি ৪টি প্রয়োজনীয় মানবিক ফ্রিডমের ওপর বিশ্ব নির্মানে মার্কিন প্রত্যাশার

www.pathagar.com

কথা বললেন। এবং এর প্রথমটিই হল : Freedom of speech and expression-everywhere in the world অর্থাৎ বিশ্বের যে কোনস্থানে বলবার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বের প্রতি মার্কিনীদের শ্রদ্ধাবোধ আরো আগে থেকেই এতটাই গভীর ছিলো যে, ১৭৯১ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করা হয়, তখনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়। চতুর্থ রাষ্ট্র স্তম্ভের স্বীকৃতি দেয়া হয় খবরের কাগজকে।

এদেশে সাংবাদিকতা করতে এসে বেশি করা হয় এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে আপোস। সার্ভ করতে হয় প্রভাবশালীদের পারপাজ। চলে দুর্নীতি, চাদাবাজি, গোপন লেনদেন। এমন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে কাগজের স্বাধীনতা নিয়ে জোর গলায় কিছু বলা যায় না। গবেষক-প্রাবন্ধিক গোলাম মুরশিদ এর মন্তব্য 'তৃতীয় বিশ্ব সুস্থ সাংবাদিকতা অথবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে অনুকুল জায়গা নয়'।

আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে, জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার, ব্যক্তির মত প্রকশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আছে। অথচ বাস্তবে নেই এর যথাযথ প্রয়োগ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি সাংবাদিকের তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা।

কিন্তু রিপোর্টের জন্য দরকারি তথ্য পেতে নানান বাঁধার মুখে পড়তে হয়। যা কিনা সংবাদপত্র এবং সংবাদকর্মীদের বিকাশে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকরা সরকারি বেসরকারি সংস্থা, ভূক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শী ইত্যাদি উৎস হতে রিপোর্ট তৈরির তথ্য ঠিকমতো বুঝে পান না।

তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যাদি সনাক্ত করে তার সমাধানে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয় মিডিয়া বিষয়ক একটি বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে। তা হলঃ ১. আইন কানুন প্রশিক্ষণ দেয়া ২. আদালত অবমাননা, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ ফৌজদারি দন্ডবিধির কিছু সংশোধন ৩. সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য দিতে বাধ্য করতে আইন প্রণয়ন ৪. তথ্যসূত্র বা সংবাদ উৎসকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি ৫. সাংবাদিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ৬. ভূক্তভোগীকে সময়মতো আইনি সহায়তা দেয়া ৭. সাংবাদিকের পেশাগত সুযোগ বাড়ানো

সাংবাদিকরা আইন ও বিধিমালা লংঘনের দায়ে বিভিন্ন সময়ে মামলায় জড়িয়ে পড়েন। দেখা গেছে, এদের বেশিরভাগই স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিক। তাই নীতিমালা-আইন ইত্যাদি বুঝে নেয়া দরকার। এবং কাজ করার সময় অবশ্যই এগুলো মাথায় রাখতে হবে।

গবেষক-প্রাবন্ধিক গোলম মুরশিদ যেমন বলেন, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন আদালত অথবা সংসদের ওপর নয়, তা নির্ভরশীল সচেতন এবং বিবেকবান নাগরিকদের ওপর।

www.pathagar.com

সমালোচনার মাধ্যমে, জনমত গঠনের মাধ্যমে তাঁরাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার মতো সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেও সরকারি সঙ্গিনের মুখ তেকে রক্ষা করবেন। কারণ তারা জানেন, যে সমাজ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না, সে সমাজে কেবল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নয়, প্রতিটি মৌল অধিকারই ব্যাহত এবং খর্ব হয়।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এই স্বাধীনতার সীমানা নিয়ে। স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে। সেক্ষেত্রে বলতে হবে, অন্যের অধিকার মেনে নিয়ে এবং শ্রদ্ধা দেখিয়ে যদি স্বাধীনতা চর্চা করা যায় তাহলে সেটিই আসল স্বাধীনতা। তাই এর সঙ্গে বাধ্যবাধকতার ব্যাপারটি চলে আসে। যা আবার আইনের মাধ্যমেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। অনৈতিক অধিকার নিশ্চয়ই ছাড় পেতে পারে না। গ্যাটে যেমন বলেন, কেবল আইনই পারে আমাদের স্বাধীনতা দিতে। তাই আইন সাংবাদিকের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক-একথা ভাববার কোন কারণ নেই।

আইন হচ্ছে সমাজে শৃঙ্খলা আনতে মানুষের তৈরি বিধান। কাম্য যে শৃঙ্খলা তার সংরক্ষন এবং অকাম্য যে বিশৃঙ্খলা তা এড়ানোর জন্য কিছু বিধান দরকার নয় কি? সেগুলোর নামই যে আইন। সাংবাদিকরা সময়ে সময়ে আইনের খপ্পরে পড়েন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা হয় তাদের বিরুদ্ধে। এর থেকে মনে হতে পারে আইন বুঝি সাংবাদিকদের পথের কাঁটা।

সংবাদের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট আইনগুলি হচ্ছে : ১. মানহানি ২. রাষ্ট্রদ্রোহ ৩. অশ্লীলতা ৪. শ্রেণী শত্রুতা বৃদ্ধি ও গণশান্তি নাশ ৫. ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত ৬. নির্বাচন নিয়ে মিথ্যা বিবৃতি ৭. আদালত অবমাননা ৮ সংবাদপত্র কর্মীদের চাকরির শর্ত ৯. মালিক কর্মচারি সম্পর্ক ১০. সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সম্পর্কিত সম্পত্তির অধিকার ও হস্তান্তর ১১. প্রেস কাউন্সিলের অধিকার ও দায়িত্ব ১২. সাংবাদিকদের অধিকার ১৩. সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণ এবং ১৪. সাংবিধানিক অধিকার ও দায়িত্ব

আইনের পন্ডিত গাজী শামসুর রহমানের মতে, সত্য পরিবেশনায় শর্তারোপ সাংবাদিকের স্বাধীনতায়

হস্তক্ষেপের শামিল। মানহানি সংক্রান্ত কিছু বিধানের ইংগিত করে তিনি এই মন্তব্য করেন। মিডিয়ায় মানহানিকর কিছু পরিবেশিত হলে রিপোর্টার - সম্পাদককে আসামি করে মামলা হতে পারে।

মামলা হতে পারে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার!

তাই মানহানিকর কোন স্টোরির বেলায় বিশেষ সতর্কতার দরকার পড়ে। কারণ এ ধরণের খবরের উৎস মানুষগুলো মুখ খুলতে নারাজ থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। আমেরিকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলতে বাধ্য করানো হয়। কল্যাণমুখি কাজের স্বার্থে এমনই বিধি ব্যবস্থা থাকা দরকার।

www.pathagar.com

সার্বিক বিচারে মানহানির আইন দেশের জন্য কল্যাণকর। আমার হাতে আছে কলম আর স্টোরি ছাপবার জন্য সংবাদপত্র - এই সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে কিংবা স্বার্থ হাসিলে কাউকে বিপদে ফেলবো-তাতো হতে পারে না। তাই এ সংক্রান্ত হুঁশিয়ারিমূলক আইন বরং সাংবাদিতার নামে মতলববাজি ঠেকাবে।

সুনাম এমন এক সম্পদ যা মানুষ হারাতে নারাজ। এটি রক্ষার দাবি যেমন যৌক্তিক, তেমনি সত্যের চাবুকে একজন সাংবাদিক কাউকে আহত করলে সেটিও নিশ্চয়ই তার অধিকার হিসেবে মেনে নেয়া দরকার। অথচ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ছেপেও সত্যের সৈনিককে অনেক সময় ফৌজদারি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। এই পরিস্থিতি রোধে বিশেষজ্ঞজনের পরামর্শ হল : সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে প্রেস কাউন্সিলের অনুমোদনের বিধান রাখা দরকার।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার আইনটিও সাংবাদিকদের জন্য বেশ বড় খড়্গ। আইনে যার নেই কোন সংজ্ঞা। এর কারণ হলো সময় ও পরিস্থিতি ভেদে এই সংজ্ঞা বদলে যায়। আছে সরকার দ্রোহিতার আইনও। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অইনানুগ সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা সৃষ্টি করে, সে শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী। তবে আইন সম্মত উপায়ে সরকারি ব্যবস্থায় বদল আনতে প্রচলিত সরকারি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা অপরাধ নয়।

মানুষ যা অন্যের কাছ থেকে বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে আইন সঙ্গতভাবে দাবি করতে পারে, তাকে অধিকার বলা হয়। অধিকার এক ধরণের স্বাধীনতা। ক্ষেত্র বিশেষে এর আরেক নাম ক্ষমতা। বিশেষ নিরাপত্তাকেও বলা যায় অধিকার।

সংবিধান অনুযায়ী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাগরিকের স্বাধীনতার চেয়ে বেশি নয়। সংবাদ পেশাকে জনসাধারণের তুলনায় আলাদা করে বেশি সুবিধা দেয়া হয় নি। তাই একজন সাধারণ নাগরিকের মতোই সংবাদপত্রও পারে না আইন অমান্য করতে। সেক্ষেত্রে স্টোরি পরিবেশন প্রক্রিয়াটি সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যুক্তিসংগত বিধি নিষেধের অধীন।

বিচারাধীন মামলার দোষ গুণ সম্পর্কে বা বিচারের সাক্ষী সম্পর্কে মিডিয়ালোচনা অনুমোদন করা যায় না।

বিশেষজ্ঞ মতে, এদেশে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বিধি-বিধান সাংবাদিকের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক।

আইনের স্বাভাবিক ধর্ম গতিময়তা। প্রতিনিয়তই চলে এর শোধন পালা। এর ব্যাখ্যা আবার প্রগতিমুখী।

আর এগুলোই হল সাংবাদিকের ভরসার জায়গা। কারণ আইন যেখানে সাংবাদিকের স্বাধীনতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এর গতি-প্রগতির বৈশিষ্ট্য সেখানে হয়ে ওঠে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার সহায়ক।

www.pathagar.com

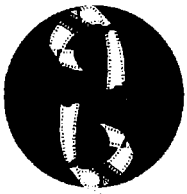

হলুদ রংটা বাজে (!)
মেশানো যাবে না কাজে...

হ্যাঁ, এড়িয়ে চলতে হবে হলদে সাংবাদিকতা। সচেতনভাবে, সতর্কতার সঙ্গে, সযত্নে। আপনি ভাবে-ভঙ্গিতে হুমায়ুনের হিমু হতেই পারেন। গায়ে জড়াতে পারেন হলদে পাঞ্জাবি। সেতো নেহাৎ নিজস্ব রুচির প্রকাশ। স্বাদ-আহলাদ, শখ পূরণের ব্যাপার। কিন্তু খবরের কাজ এবং কাগজটাতো ঠিক রাখতে হবে। তাই চাই হলদে রং মুক্ত পরিবেশনা। আপনার সংবাদ সত্ত্বা হওয়া চাই লক্ষ্যাভিসারী, সত্যই হবে যার নিউক্লিয়াস।

নেহাত চমক সৃষ্টির জন্য, কাগজের কাটতি বাড়াতে চেয়ে, নিজ অবস্থান পোক্ত করতে ভিত্তিহীন, মনগড়া, অতিরঞ্জিত স্টোরি পরিবেশন করা হলে প্রকারান্তরে তা হবে নিজের পায়ে কুড়াল মারারই শামিল। কারণ জন্ডিস বা পান্ডুর রোগাক্রান্ত বা হলদে সাংবাদিকতার গ্রহণযোগ্যতা এখন একদম নেই বললেই চলে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশের সুবাদে তথ্যপ্রবাহ হয়ে উঠেছে এখন বাধাহীন। তাছাড়া সংবাদ মাধ্যমও দিনে দিনে সংখ্যায় অনেক বেড়েছে। জিইয়ে থাকছে প্রতিযোগিতা। এ লড়াই সঠিক খবর সব্বার আগে পরিবেশনের (টিভি-রেডিও-ওয়েব)। সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য নির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ, ঝরঝরে বয়ানের। সেক্ষেত্রে মিথ্যার মিছরি মেশানো স্টোরি গেলানোর সুযোগ কই?

তারপরও কখনো সখনো বুঝে না বুঝে, উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশে, রং তথ্যের ওপর রঙচং মেখে স্টোরি পরিবেশিত হয়ে থাকে। যার পরিণামও হয় তেমনি বিপর্যয়কর।

আমেরিকায় হলদে সাংবাদিকতার জন্মই হয়েছিল প্রধান দুটি দৈনিকের প্রচার সংখ্যা বাড়ানোর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। লড়াই উপকরণ হিসেবে এক পর্যায়ে বেছে নেয়া হয়েছিলো কার্টুন। তাতে কিড বা শিশুর অবয়বে হলদে রং ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থহীন চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সাংবাদিকতার এই ধারার নাম দাঁড়িয়ে যায় হলুদ সাংবাদিকতা।

আমেরিকায় সংবাদপত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯ শতকের শেষ এবং ২০ শতকের শুরুর দিক থেকে পাল্টে যেতে থাকে পত্রিকার চরিত্র। ১৮৮০ সাল নাগাদ স্টোরি পরিবেশনায় শুরু হয় নোতুন অধ্যায়। পত্রিকার কাটতি বাড়াতে মিথ্যা, সেক্স, দাঙ্গা হাঙ্গামা, আজে বাজে বিষয়াদি নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলতে থাকে। আর

www.pathagar.com

এসবের কলকাঠি নেড়েছেন দুই জাদরেল সাংবাদিক- জোসেফ পুলিৎজার এবং উইলিয়াম হার্স্ট।

পুলিৎজার সেই স্বনামধন্য সাংবাদিক, মার্কিন সাংবাদিকতায় নোতুন ধারা চালুর জন্য যিনি প্রশংসিত। যার নামে আজো চালু আছে মর্যাদাকর পুরস্কারের ব্যবস্থা। আবার এই মানুষটাই কিনা নিন্দিত হলদে সাংবাদিকতার জন্য।

পুলিৎজার তার পরীক্ষা নীরিক্ষা শুরু করেন নিউ ইয়র্কে ১৮৮৩ সালে। এক শিল্পপতির কাছ থেকে তিনি যখন 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' কিনে নেন তখন এর প্রচার সংখ্যা ছিলো মাত্র ১৫ হাজার। তারপর পুলিৎজারের হাতে পড়ে অল্প সময়ের মধ্যেই কাগজটির সার্কুলেশন আড়াই লাখ ছাড়িয়ে যায়। কীভাবে? এই সাফল্যের পেছনে আসলে ছিলো চাঞ্চল্যকর স্টোরি এবং আদর্শিক ভাবনার মিশ্র পরিবেশনা। একদিকে যেমন ছিলো কেলেংকারির খবর, অন্যদিকে তেমনি ছিলো মননশীল বিতর্ক। এসময় কাগজের নোতুন ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়ে ওঠে প্রযুক্তি। আবিস্কৃত নোতুন মুদ্রণযন্ত্র হো প্রেস ঘন্টায় ৭২ হাজার পত্রিকা ছাপতে, কাটতে এবং ভাঁজ করতে পারতো।

আসলে মেধাবী-সৃজনশীল পুলিৎজার সাহেব ওই কান্ডটি শুরু করেন ব্যাপক পাঠক টানার কৌশল হিসেবে। তিনি করলেন কি, তার পত্রিকা 'সানডে ওয়ার্ল্ড'এ ডেপথ আইটেমের পাশাপাশি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, এমন সব বিষয় নিয়ে আসতে শুরু করলেন। বেহুদাই বড়বড় শিরোনাম রাখা হতো। ভেতরে হয়তো থাকতো না তেমন কিছুই। অথবা তিলকে তাল করা খবর ছাপা হতো।

মার্কিন মিডিয়ায় প্রথম সেনসেশন'র জন্মদাতা এই পুলিৎজার (জন্ম -হাঙ্গেরি, ১৮৪৭)। ওদিকে তার পথানুসরণে মিডিয়ায় নাম লেখান আমেরিকান ধনকুবের জর্জ হার্স্ট। কেনেন 'সানফ্রান্সিসকো এগজামিনার'। অর্থের প্রতি নয় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো প্রচার এবং যশের প্রতি। আর চাঞ্চল্যকর খবর পরিবেশনাই ছিলো তার সাংবাদিকতার মূলমন্ত্র। কিন্তু চাইলেইতো আর এই ধরণের খবর পরিবেশন করা যায় না। তাই হার্স্ট তার সংবাদকর্মীদের প্রয়োজনে চাঞ্চল্যকর খবর তৈরি করার নির্দেশ দেন। একবারতো এক মহিলা বেশ্যাদের দলে ভিড়ে গেলেন তাদের ভেতরের খবর পেতে। পাগলা গারদের বাস্তব ছবিটা তুলে ধরবেন বলে আরেক সাংবাদিক নাম লেখান গারদে। এমনি নাটকীয় কায়দায় সংবাদ তৈরি করতেন হার্স্ট। ২০ শতকের শেষাশেষি তদন্ত সাংবাদিকতার যে ধারা চালু হয়, বলতে গেলে তাও হার্স্টেরই মাধ্যমে। অঘটনের অনুঘটক হিসেবে সংবাদপত্রের অসামান্য ক্ষমতাকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। এমনকি স্পেন-কিউবা যুদ্ধ বাধানোর পেছনেও কাজ করেছে তার কাগজে দিনের পর দিন ছাপা হওয়া সত্য মিথ্যা মেশানো রিপোর্ট।

অল্প সময়ে কাগজটির প্রচার সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৭২ হাজার। শুরু হয় দুই পত্রিকার পাঠক টানার প্রতিযোগিতা। এরই অংশ হিসেবে পুলিৎজারের কাগজে একটি কার্টুন ছাপা হতে থাকে। জোব্বা জামা গায়ে ফোকলা দাঁতের এক বালক। যার নাম

www.pathagar.com

দেয়া হয় Universal Press Yellow Kid. পাঠক এটি বেশ লুফে নেয়। প্রতিপক্ষও মরিয়া হয়ে ওঠে আরও চমক দেখানোর জন্য।

ইয়েলো কিড আঁকতে গিয়ে ব্যবহারও করা হয়েছে yellow বা হলদে রং। আর এর থেকেই সে সময়ের সেনসেশন সঞ্চারি ওই ধারার নাম হয়ে যায় yellow journalism বা হলদে সাংবাদিকতা। ১৮৯০ এর পর এই প্রবণতা অবশ্য থিতিয়ে আসে।

দুঃখজনক হল, আমাদের সমাজে এই হলদে সাংবাদিকতার ততোধিক বিকৃত চর্চা দেখতে হয়, হচ্ছে। পত্রিকা বিক্রির জন্য চরম অনৈতিক, যাচ্ছেতাই ধরণের পরিবেশনা লক্ষ্য করা যায় এখানে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের অহংকার চারণ সাংবাদিক মোনাজোত উদ্দিনের ভাষ্য :

'সেনসেশন তৈরি করতে গেলে এক শ্রেণীর পাঠক তা লুফে নিয়ে পড়েন, ব্যাপক আলোচনা হয়, তর্ক বিতর্কের ঢেউ ওঠে, কিন্তু খামাখা কিছু গুজব ও আতংক ছড়ায়। ঘটনা বা বিষয়ের গুরুত্ব ও গভীরতাই পাঠক মহলে সাড়া জাগাবে, কিন্তু একজন সাংবাদিক যদি তার লেখায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেনসেশন ক্রিয়েট করতে যান, তাহলে তা হবে সাংবাদিকতার নীতিমালার পরিপন্থি।'

হলদে সাংবাদিতার প্রবর্তকরা আমেরিকায় সেটি করেছিলেন কাগজের কাটতি বাড়াতে, নাম ফাটাতে। আমাদের দেশে এই কৌশল কাজে লাগানো হচ্ছে পকেট ভারি করার লক্ষ্যে। গুটি কয়েক মতলববাজের এই অপসাংবাদিকতা চর্চার খেসারত দিতে হচ্ছে গোটা সাংবাদিক সমাজকে। এখানে মিথ্যা, রঙচং মাখানো রিপোর্ট করা হয় কিংবা করা হবে বা ছাপা হবে বলে ভয় দেখানো হয়, কিছু খসানোর জন্যে।

হলুদ সাংবাদিতার উষা পর্বে ছিলো সৃজনশীলতার প্রকাশ। আমাদের মতো অভাবী দেশে সেটি দাঁড়িয়ে গেছে নিচু মানের অপরাধে-অনৈতিক কান্ডে। এখানে সাংবাদিকের মুখোশ পড়ে কেউ কেউ ব্ল্যাকমেইলিং করে বেড়ায়। দ্বারা পরিবার নিয়ে ঘুরে বেড়ায় গাড়ি নিয়ে। আগে পিছে পষ্ট অক্ষরে লেবেল লাগানো থাকে- সাংবাদিক, PRESS.

এ প্রসঙ্গে কেউ যদি পুলিৎজার-হার্স্টের মতো বড় মাপের সাংবাদিকদের হলুদ চর্চার দোহাই দেন, সেখানকার ভিন্ন ছবিটার দিকেও তাদের চোখ ফেরানো উচিৎ। তা হল- নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক জর্জ জোনস বিশাল অংকের ঘুষের অফার উপেক্ষা করে উইলিয়াম টুইডের কেলেংকারি ফাঁস করেছিলেন। আর ওই ঘুষের অংক- আজকের দিনের ৫০ কোটি ডলারের বেশি। আর আমাদের দেশে আজকের তথাকথিত সাংবাদিকরা সামান্য টাকার লোভে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছেন। কখনো কখনো আরোপিতভাবে কাউকে ভিলেন বানিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছেন। এতে সবচে' বড় ক্ষতি যা হবার- সাংবাদিকতা নিয়ে, এই পেশার মানুষগুলোকে নিয়ে গণমানুষের অশ্রদ্ধা জেগে উঠছে।

তাই পুলিৎজার- হার্স্টের হলদে রংটা নয়, নোতুন - সৃষ্টিশীল সাংবাদিকতার যে রঙধনু সৌন্দর্য সঞ্চারিত করে গেছেন তাঁরা, সেটিই বরং অনুসরণ করা দরকার।

www.pathagar.com

প্রযুক্তি এবং নতুন দিনের সাংবাদিক

আজকের দুনিয়ায় মানুষের সার্বিক জীবনধারা তথা সংস্কৃতিতে এককভাবেই প্রভাব খাটিয়ে চলেছে সংবাদপত্র। আধুনিক রাষ্ট্র নিয়ে কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবেই আসবে সংবাদপত্র প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রের পর এই প্রতিষ্ঠানটিই কি নিয়ন্ত্রণ করছে না মানুষের জীবনকে?

আধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে ছাপাখানার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে গত শতকে। চলছে সংবাদপত্রের রমরমা অবস্থা। তাইতো এতো সুন্দর ঝকঝকে ছাপা লক্ষণীয়। আর এই প্রক্রিয়াও এখন হয়ে উঠেছে বেশ সোজা। আবার এই প্রযুক্তিই কি না খবর ক্ষুধা মেটানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে ভিন্নভাবে, অন্য লাইনে, অনলাইনে।

নোতুন প্রযুক্তির আগ্রাসনে কয়েক দশক বাদে কাগুজে সংবাদ বিষয়টি কোণঠাসা হতে হতে মরণকূপে গিয়ে ঠাঁই নিতে পারে—এমন ভবিষ্যৎবানী করতেও ছাড়ছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাহলে সত্যিইকি খবরের কাগজ এক সময় হয়ে উঠবে জাদুঘরের নিদর্শন? উড়ন্ত ইতিহাস বা ইতিহাসের খসড়া তৈরি করার এই মাধ্যম নিজেই কি এভাবে শরণার্থী হবে ইতিহাসের পাতায়?

বিষয়টি উড়িয়ে দেবেন কি করে? বিশ্ব বাস্তবতা তো বলে অনলাইনে যেভাবে পায়চারি চলছে খবরের তা ভবিষ্যতে কোন একদিন কাগজের কবরের ইংগিতই বহন করছে। সমৃদ্ধ প্রযুক্তির ধনী দেশগুলোর দিকে তাকান। সার্কুলেশন কমে যাওয়ায় প্রভাকশালী অনেক পত্রিকাই পাত্তারি গুটাতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ কেউ কমিয়ে ফেলছে পাতা। ছাটাই করছে কর্মী।

২০০৮ র শেষ দিকে গূরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ৩টি কাগজের পিছটান দেয়ার বিষয়টি খবর হয়ে আসে। কেউ প্রকাশনা বন্ধের, কেউ বা পরিসর কমানোর ঘোষণা দেয়। এর মধ্যে আছে ১০০ বছরের পুরনো 'দ্য ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর', টাইম ইনকরপোরেটেড (যার আওতায় টাইম ম্যাগ, ফরচুন, পিপল এবং স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড ইত্যাদি সাময়িকি), এবং লসএঞ্জেলস টাইমস। আর দেশটির অন্যতম বৃহৎ কাগজ দ্য স্টার লেজার তাদের প্রকাশনা অব্যহত রাখলেও ৪০ ভাগ কর্মী ছাটাইয়ের ঘোষণা দেয়।

উন্নত বিশ্বে কাগজের এই নাকাল দশা দেখে ভাববেন না মানুষের খবর-খিদে কমে যাচ্ছে। বরং বেড়েছে এই চাওয়া। ব্যস্ততা-যান্ত্রিকতায় ভরা আধুনিক জীবনযাত্রায় বরং তাৎক্ষনিক ও দ্রুতলয়ের পরিবেশনায় বেড়ে গেছে মানুষের ঝোঁক। এই সুযোগ নিচ্ছে

www.pathagar.com

ইলেকট্রনিক ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যম। তাই কমে যাচ্ছে খবরের কাগজের পাঠক। বিজ্ঞাপনও যেন কমছে পাল্লা দিয়ে। তাছাড়া বিশ্বজুড়ে কাগজ এবং ছাপা সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামের দাম গেছে বেড়ে। তাই খবরের কাগজের আয় ব্যয়ের সমন্বয় ঘটাতে হিম-শিম দশা উন্নত দেশে।

আসল কথা হলো প্রযুক্তি উৎকর্ষের এই বাস্তবতায় সংবাদ মাধ্যমে, সংবাদের পরিবেশনায় ঘটে চলেছে রূপান্তরের পালা। ১৯৯৩ এ এদেশেও সংবাদপত্র শিল্পে সূচিত হয় প্রযুক্তিগত বিপ্লব। রাজধানীর বাইরের ৪ প্রধান শহর থেকেও একযোগে প্রকাশিত হতে থাকে একটি কাগজ। ডিটিপি প্রযুক্তির কিছুটা সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সেসময়ের অভাবিত এই পরিকল্পনায় সাফল্য পায় কাগজটি।

থরে থরে সংবাদের পসরা মেলে এখন অনলাইনে। এমন অনেক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পত্তন ঘটেছে যারা কেবলি ইন্টারনেট ভিত্তিক। নেই কাগুজে প্রকাশনার বালাই। নেটে ভর করে বিশ্বব্যাপি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে শেষ মূহুর্তের খবর, হুটহাট করে। শুধু কি তাই? ব্যস্ত পাঠক মুঠোফোন সুবাদে করতলে মুহূর্তের মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছে বিশ্বের সবচে' হট নিউজ, স্পট, ইভেন্ট।

খবরের কাগজের সময়গত সীমাবদ্ধতার সুযোগ পুরোদমে কাজে লাগাতে ভুলছে না নেট মাধ্যমগুলো। কেনইবা তা হবে না? কিছু ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে খবর নেটে মিলে যাচ্ছে, কাগজগুলো ছাপার অক্ষরে তা পরিবেশন করছে ২৪ ঘন্টার বাদে। ইতোমধ্যে কত কি না ঘটে যেতে পারে, যা ওই মুহূর্তে মিলছে অনলাইনে, কাগজে নয়। তাছাড়া কাগজ কিনে পড়তে হয়। যেখানে ওয়েব ভিত্তিক পরিবেশনা মিলছে বিনামূল্যে। এই পরিস্থিতির সাথে পাল্লা দিতে এখন বেশিরভাগ কাগজেরই থাকছে অনলাইন সংস্করণও।

খবরের কাগজের নোতুন এই মডেলকে বলা হচ্ছে : digital ink on silicon paper.

ইলেকট্রনিক কাগজে পাঠকের জন্য থাকছে দ্বিমুখী সংলাপের সুযোগ। এর মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক বিদায় ঘন্টা বাজছে traditional one way flow র।

কলাম্বিয়া গ্রাজুয়েট স্কুল অব জার্ণালিজমের অ্যাকটিং ডিন স্টিফেন আইজাক বলেন, ইলেকট্রনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুচিত হচ্ছে সাংবাদিকতার সোনালী যুগের।

এই যখন অবস্থা, তখন এদেশের চিত্র একদম উল্টো। খবরের কাগজ এখনো প্রতাপের সঙ্গেই টিকে আছে এখানে। প্রধান প্রধান কাগজগুলোর মধ্যে চলছে তীব্র প্রতিযোগিতা। এক নম্বরে থাকার লড়াইয়ে প্রতিনিয়তই পরিবর্তনের কসরৎ করছে কাগজগুলো। বাড়ছে পৃষ্ঠা, বিভাগ, বিষয় বৈচিত্র্য। কেন এই উল্টেরথ? করণ আছে বৈকি। এদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার এখনো পর্যন্ত অতি নগন্য। তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তলানীর ৫ দেশের (বটম ৫ স্টেটস) একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের নেট সুবিধা পাওয়া মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশেরও কম। যেখানে শুধু এশিয়ার উন্নতদেশগুলোতেই এই হার ৮০ ভাগ।

www.pathagar.com

২০০৮ র ১৮ নবেম্বর ব্যাংককে এসকেপের উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশারদদের আলোচনায় তাই মূল হয়ে ওঠে এশীয় প্যাসিফিকের গরীব ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যকার এই 'ডিজিটাল ডিভাইড' দূর করার উপায় নির্ণয়।

এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশের শীর্ষ কাগজগুলো সময়ের প্রয়োজনের বিষয়টি ঠিকই আমলে নিচ্ছে। তাইতো প্রধান প্রধান সব দৈনিকেরই অনলাইন সংস্করণও থাকছে নিয়মিতই। শুধু কি তাই? গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র অনলাইন সংবাদ মাধ্যমও। এরমধ্যে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম জনপ্রিয়তাও পেয়ে গেছে। অনলাইনে এটিই দেশের প্রথম এবং বৃহত্তম সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদ প্রত্র। এছাড়া আছে দি এডিটরস ডটনেট, বাংলাদেশ ইনফো ডটকম, সোনালী সকাল ডটকম ইত্যাদি। ফোকাস বাংলা এবং বাংলার চোখ নামে দুটি ওয়েব ফটো এজেন্সিও আছে। এরা দেশের খবরের কাগজ এবং টিভি চ্যানেলগুলোর দুর্লভ ছবির চাহিদা মিটিয়ে যথেষ্টই আলোচনায় এসেছে। এছাড়া কিছু ওয়েব ম্যাগ'রও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

অনলাইন সাংবাদিকতা নিয়ে বলতে গেলে অনিবার্যভাবেই আসবে ব্লগের প্রসঙ্গও। সারা বিশ্বে এটি নিয়ে দারুণ হৈচৈ চলছে। ব্লগের সুবাদে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ পেশ করতে পারেন নিউজ, ভিউজ, পিক্স। বাধা নেই। বিশ্ববাসীর কাছে এক্সক্লুসিভ কিছু তুলে দিয়ে বনে যেতে পারেন হিরো। এইসব কারণেই উন্নত দেশগুলোতে ব্লগসাইট দারুণ সাড়া ফেলেছে, সবস্তরের মানুষের কাছে। এদেশে বাংলায় ব্লগ চালু হয় ২০০৫এ। নাম সামহোয়ার ইন ব্লগ। এটি জনপ্রিয়তা পাওয়ায় একে একে আরো কিছু ব্লগ দাড়িয়ে গেছে - সচলায়তন, আমার ব্লগ, মুক্তমনা।

অতঃপর ২০০৮ এর শেষপাদে এসে প্রথম আলো এবং বিডিনিউজও চালু করে ব্লগসাইট।

ধারণা করা চলে দেশে নেট একসেস কয়েক বছরের মধ্যে যথেষ্টই জোরদার হচ্ছে। সহজলভ্যতা এর বড় কারণ। তাছাড়া জীবনযাত্রায় আসছে বদল। বাড়ছে সচেতনতা, স্মার্টনেস, আধুনিকতা। প্রত্যন্ত গ্রামগুলো এখন আর ওখানটাতে বসে নেই। মোবাইল, ইন্টারনেট সুবিধা রাজধানিতে যেমন, সেভাবেই যে ছড়িয়ে পড়ছে নানা প্রান্তে।

দেশে সংবাদ মাধ্যম বেড়েছে। টিভি চ্যানেল এখন অনেকগুলো। দেশজুড়ে তাদের সংবাদদাতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এখন তারা ব্যবহার করছে ইন্টারনেট। মজার ব্যাপার হল, অনলাইন মাধ্যম বিডিনিউজ, দি এডিটর, ফোকাস বাংলা'র সংবাদদাতাদের সুবাদে ধীরে হলেও নেট বেইজড নিউজ পেপার, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এবং এই মাধ্যমের সাংবাদিকদের ডিল করতে অভ্যস্থ হয়ে উঠছে তৃণমূলের জনজীবন। তাই প্রতিটি সংবাদকর্মীরই সময় এসে গেছে ডিজিটাল যুগের উপযোগি করে নিজেকে তৈরি করে নেয়ার।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার জরুরী শব্দ ভান্ডার

যে টার্ম বা শব্দগুলো না বুঝলেই নয়

AD: বিজ্ঞাপন

ADD: মূল স্টোরির সাথে বাড়তি কিছু যুক্ত করার বেলায় কম্পিউটার কর্মীদের প্রতি নির্দেশ। তবে আজকাল প্রত্যেক সংবাদকর্মীর জন্য সাধারণ কম্পিউটার জ্ঞান একপ্রকার বাধ্যতামূলক। ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে স্টোরি তৈরি ও সম্পাদনার কাজ সেরে নিলে বরং সুবিধাই

ADVANCE: ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন কিছুর আগাম রিপোর্ট। সঙ্গত কারণে অঘটনের আশঙ্কা থেকেও তৈরি হতে পারে এই ধরণের রিপোর্ট

ANGLE : কোনও ঘটনা বা বিষয়ের অনেকগুলো দিক থাকে। রিপার্টারকে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পলিসি অনুযায়ী দিক বা অ্যাঙ্গল নিয়ে স্টোরি বানাতে হয়

ASSIGNMENT : সংবাদ মাধ্যমের (কাগজ/ টিভি/ রেডিও/ এজেন্সি) রিপোর্টারদের জন্য নির্ধারিত স্টোরির দায়িত্ব। যেমন : কাউকে বাম জোটের কর্মসূচি, কাউকে হত্যা মামলার শুনানি, আবার কাউকে নির্বাচন কমিশনে যেতে বলা

BEAT : রিপোর্টারের নির্ধারিত কর্ম এলাকা/বিষয়। যেমনঃ আইন/ অর্থনীতি/ জ্বালানি

BANK: দুই ভাগে তৈরি শিরোনামের নিচের অংশ

BODY TYPE: স্টোরিরর বডি বা শরীর যে টাইপ বা হরফের গাঁথুনিতে তৈরি

BLOWUP: ছবি বড় করা

BOLD FACE: মোটা ধরণের টাইপ বা হরফ। শিরোনাম, উপ শিরোনাম এর ওপর গুরুত্ব আরোপে ব্যবহৃত

BANNER : প্রথম থেকে শেষ কলাম জুড়ে মোটা হরফের শিরোনাম

BOX STORY : বক্স আকারে রেখা বেষ্টিত করে মজাদার স্টোরি পরিবেশনা

BULLETIN : আগে বুলেটিন বলতে শেষ মুহূর্তে হাতে আসা তাৎর্যপূর্ণ খবর ভুঝানো হতো। সংক্ষিপ্ত সরকারি ঘোষণা বা ইশতেহারকেও বুলেটিন বলে। টিভি বা রেডিওতে স্টোরিগুচ্ছের পরিবেশনাকে বলে বুলেটিন। নির্দিষ্ট সময়ে আপডেটেড বুলেটিন উপস্থাপনা রীতিমতো প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে

BYLINE : রিপোর্টের ওপরে রিপোর্টারের নাম। এ অবস্থায় পরিবেশিত স্টোরিকে বলে বাইলাইনড স্টোরি

www.pathagar.com

BREAKING NEWS : সময়ের সাদামাটা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে যে খবরের জন্ম। বলা যায়, দুরন্ত সংবাদ। কোন অচলাবস্থার অবসান, আকস্মিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক, সংঘাত-সহিংসতা, ফাঁসি, গণহত্যা ইত্যাদির ব্রেকিং পরিবেশনের জন্য সংবাদ মাধ্যম বুঝিবা উন্মুখ হয়ে থাকে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো হার্ট ব্রেকিং

CREDITLINE : সংবাদের উৎস উল্লেখ। যেমন বাসস, এএফপি

CAPS: সংক্ষেপে ক্যাপিটালস বা বড় হরফ বুঝাতে

CUB: একদম নবাগত যে সংবাদকর্মী

CROPPING: ছবি কেটে ছেঁটে ছোট করা

CUTTINGS/CLIPPINGS: অফিস লাইব্রেরিতে বিষয় ওয়ারী আইটেম কেটে সংরক্ষণ। আমেরিকায় যাকে বলে ক্লিপিংস

CAPTION : ছবি , নকশা ইত্যাদির পরিচিতি/ ব্যাখ্যা

CATCHLINE : বিশেষ করে সংবাদ সংস্থার পাঠানো স্টোরির ওপরে দু এক শব্দে বিষয়টার ধারণা দেয়া

COVER : কোন সংবাদ ঘটনা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ কিংবা সেই স্টোরি করার দায়িত্ব দেয়া

CUT : ছবি নকশা ইত্যাদির ব্লক

CRUSADE : কাগজের সংস্কার ভূমিকা। পরিবর্তন বা উন্নয়ন লক্ষ নিয়ে নির্দিষ্ট কোন ইস্যু ভিত্তিক অভিযানে নামতে দেখা যায় সংবাদ মাধ্যমকে

DATELINE : সংবাদ যেখান থেকে যে তারিখে পাঠানো হলো তার উল্লেখ। যেমন : মুম্বাই অ্যাটাক, ২৬ নবেম্বর

DEADLINE : স্টোরি বা কমেন্টারি বা লেখা তৈরির শেষ সময়

DUMMY : খবরের কাগজের কোনও পৃষ্ঠার পরিকল্পিত নকশা বা লে আউট

DATA BANK: কম্পিউটার স্টোরে রাখা তথ্য উপাত্তের ভান্ডার

DECK: শিরোনাম'র অংশ। বিশেষত মূল শিরোনামের সহায়ক ও উপরের অংশ

DISPLAY TYPE: বড় আকারের টাইপ বা হরফ

DROP LETTER: তুলনামূলক বড় আকারের যে হরফ স্টোরির প্রথম শব্দের প্রথম ঘরে বসানো হয়। সৌন্দর্যের স্বার্থে

EMBARGO : স্টোরি বিশেষ করে সরকারি ভাষ্য বা তথ্য বিবরণীর বেলায় নির্দিষ্ট সময়সীমার আগে ছাপা বা সম্প্রচার করা যাবে না উল্লেখ করে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা

EXCLUSIVE/ SCOOP : যে স্টোরি/ সংবাদ আর কেউ দিতে পারেনি, ছাপা বা সম্প্রচারিত হচ্ছে না আর কোথাও। অর্থাৎ যা কিনা একান্তই নিজের উদ্যোগ, মেধা, সৃজনশীলতার ফসল

FLAG/NAMEPLATE : প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদপত্রের নামের ব্যবহার। যেমনঃ THE DAILY STAR

www.pathagar.com

EARS : প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে দুই কর্ণারে অর্থাৎ NAMEPLATE র দু'পাশের ছোট আয়তাকার বক্স। সচরাচর অ্যাড স্পেস হিসাবে কাজে লাগানো হয়

FLASH : কোন ঘটনা/ বিষয় নিয়ে প্রথম পাঠানো খবর

FILE : স্টোরি তৈরি করে অফিসে/ জায়গামতো পাঠানো

FILLER : ফাঁকা জায়গা (কাগজ) বা সময় (টিভি/রেডিও) পূরণে ব্যবহারযোগ্য আইটেম

FOLLOW UP : প্রকাশিত/সম্প্রচারিত খবরের আরও বা পরবর্তি অধ্যায়

FREE LANCE : কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত না এমন সাংবাদিক, অংকন শিল্পী বা অনুষ্ঠান নির্মাতা

GV : কোন জায়গা, দৃশ্য'র পরিচিতিমূলক শট। সাধারণত বাইরে থেকে কোন স্থাপনার ওয়াইড শট ব্যবহৃত হয় জিভি বা জেনারেল ভিউ হিসাবে। হাইকোর্ট-সংসদ ভবন ইত্যাদি জিভি বেশি করে আর্কাইভে রাখা হলে কাজে সুবিধা হয়

HANDOUT বা তথ্যবিবরণী : সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পাঠানো বিবৃতি/ বিবরণী

HOLD: স্টোরির ওপর 'হোল্ড' লিখে বুঝানো হয়, তৈরি লেখা আপাতত ছাপা যাচ্ছে না

INDEX: যাকে বলে সূচি পাতা। কাগজের ভেতরের পাতায় কি আছে তার উল্লেখ

ITALIC: বিচিত্র ছাপার অক্ষরগুলোর একটি। ধরণ-ডানে কাত

INSERT : কোন স্টোরির মাঝে সংশ্লিষ্ট/ সংগতিপূর্ণ ছোট লেখা/ ডাটা কিংবা সেই লেখারই চুম্বক অংশ জুড়ে দেয়া। মেকাপের স্বার্থে/ শূণ্যস্থান পূরণে কিংবা চোখের আরামের স্বার্থেও এটি করা হয়। টেলিভিশন স্টোরির বেলায় যাকে বলে CUT AWAY.

NODDY : মূল ছবি বা একই বিষয়ের শটগুচ্ছের মাঝে ভিন্ন শট সংযোজন করা। সম্পাদনার সময় জাম্পকাট বা জারিং ঢাকতে, ধারাবাহিকতার বিঘ্নতা ঢাকতে বা দৃষ্টিনন্দনভাবে এক শট থেক আর শটে যাওয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়

JARGON: অপরিচিত বা টেকনিক্যাল শব্দ। সাংবাদিকদের উচিৎ এইসব দুবোর্ধ্য কথা বা অপভাষা এড়িয়ে চলা

JUMPHEAD : অন্য পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত খবরের বাদ বাকি অংশ'র শিরোনাম

KILL: কোন স্টোরি বাতিল বা অংশ বিশেষ ফেলে দেয়ার নির্দেশ। হতে পারে সেটি নিজস্ব কিংবা এজেন্সির আইটেম

LEAD: কাগজে ছাপা দিনের প্রধান স্টোরি। অনেক আইটেমের ভিড়ে নিজ মূল্যের কারণেই কোন একটি লিড বা প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে

LAYOUT: নিউজ ডেস্কের দায়িত্ব পাওয়া মানুষটি পত্রিকার যে নকশা করেন। এর ভিত্তিতে মেকআপ ম্যান পৃষ্ঠা সাজান

LEADER/LEADERETT : কাগজের প্রধান সম্পাদকীয়কে লীডার এবং তার পরের সম্পাদকীয়কে লীডারেট বলা হয়

MASTHEAD : প্রধান সম্পাদকীয় বা লীডার'র ওপরে প্রথম পাতার চাইতে ছোট হরফে ছাপা কাগজের নাম

www.pathagar.com

MUST: অবশ্যই প্রকাশিতব্য আইটেম। পরের দির বা পরের সংখ্যায় ছাপা হবে বোঝাতে এই শব্দটি লিখে দেয়া হয়

MORE: 'এখানেই সবকিছু শেষ নয়, রেশ রয়...' হ্যাঁ আরো কিছু যোগ হবে বোঝানোর ইংগিত এটি। বার্তা সংস্থার অসমাপ্ত কপির নিচে দেখবেন More লেখা থাকে

MORGUE : কাগজের রেফারেন্স ফাইল এবং অন্যান্য তথ্য রাখার স্থান

OF THE RECORD: প্রকাশ করা যাবে না শর্তে যে কথাটি বলা হচ্ছে। বিশ্বাস করে বা প্রভাবিত হয়ে উৎস, সূত্র, সাক্ষাত দানকারীর এই ধরণের তথ্য দিলে সেটি পাওয়ার পর তার অনুরোধকে সম্মান দেখানো উচিৎ

PROPAGANDA : রাজনৈতিক বা অন্যকোনো উদ্দেশ্য হাসিলে তথ্য কিংবা ভাবনা ছড়িয়ে দেয়া

PIX : ছবি

POINT: অক্ষর বা হরফ পরিমাপের একক। এক পয়েন্ট = এক ইঞ্চির ৭২ ভাগের এক ভাগ

PEG: যে বিষয় বা ভাবকে কেন্দ্র করে আইটেম তৈরি করা হয়

REJIG: অর্থঃ ফের সাজানো। স্টোরি তৈরির পর হাতে আসতে পারে দরকারি তথ্য। তাছাড়া তথ্য ও কাঠামোগত ভুলও তো থাকতে পারে। এইসব ঠিকঠাক করারই নাম REJIG

SNAP: খুব ছোট পরিসরের খবর। এক প্যারা বা অনুচ্ছেদে যার জায়গা হবার

SPLASH: কাগজের প্রথম পাতায় নির্দিষ্ট দিনের প্রধান স্টোরি

SIDE BAR/ SIDE STORY: বড় কোনও ইস্যু বা ঘটনাকে যখন লীড করা হয়, সংশ্লিষ্ট আরও কিছু ছোট ছোট বিষয় রয়ে যায়, যেগুলো আইটেম হবার দাবি রাখে। প্রায় ক্ষেত্রে এগুলো মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ। এ জাতীয় স্টোরিই হচ্ছে SIDE BAR বা SIDE STORY

SLANT: বিশেষ করে ফিচার স্টোরি বিশেষ বা নির্দিষ্ট যে পয়েন্ট বা দিকটিকে কেন্দ্র করে দাঁড় করানো হয়। স্টোরিতে সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব মেজাজ প্রচ্ছন্ন থাকলে, তাকেও বলবো SLANT

SLUG: স্টোরির পরিচিতি চিহ্ন। বার্তা সংস্থার পাঠানো আইটেমের ওপরে দেখবেন দুএক শব্দে বিষয়ের সংক্ষেপ উল্লেখ থাকে

TABLOID: খবরের কাগজ যে সাইজে (ব্রডশীট) ছাপা হয়, তার অর্ধেক সাইজের কাগজ। যেমন : সান, মিরর, সানবজমিন

TIP: কোন ঘটনা/বিষয়ের ইংগিতবাহী তথ্য। যার সূত্র ধরে স্টোরি করা চলে

UPDATING: কোন স্টোরি সংক্রান্ত নোতুন তথ্য জানা গেলে সেটি জুড়ে দেয়া

www.pathagar.com

ইলেকট্রনিক সংবাদকর্মীর জন্য

ACTUALITY: কোন ঘটনা/বিষয়ের স্বাভাবিক শব্দসহ ধারণ করা ছবি

AMBIENT SOUND: সংবাদছবি ধারণের সময় স্থান/পরিবেশের শব্দও যুক্ত হবার দাবি রাখে। যাকে ন্যাচারাল সাউন্ডও বলে

ACOUSTICS: শব্দ বিজ্ঞান, শব্দ তরঙ্গ কাজ করে যার মাধ্যমে তাকেও বলা হয়

ARCHIVE : সংবাদ/লেখালেখির তথ্যের জন্য যেমন মর্গ তেমনি টিভি নিউজ বুলেটিন/অনুষ্ঠানের জন্য দরকারি ফুটেজের সংরক্ষণাগার হচ্ছে আর্কাইভ। TAPE LIBRARY ও বলা হয়। এখানে দরকার মতো দ্রুত ফুটেজ বের করার ব্যবস্থা থাকে। আগের কোন ঘটনা/বিষয়ের ছবিকে তাই আর্কাইভ বা ফাইল ফুটেজ বলে

ASTON: ছবিতে নাম, ক্যাপশন এবং সাক্ষাৎকারদাতার পরিচয় জুড়ে দেয়া। একে SUPERও বলে

AUDIO: কানে লাগে এমন শব্দ, যেটি না থাকলে ধারণ করা ছবি মূল্যহীন। একে বলে ভিজুয়াল ওয়ার্কের আদার হাফ বা বাকি আধেক। যে কারণে অডিও ভিজুয়াল টার্ম। এখানে শব্দ বাড়ানো কমানো (EDITING) এবং যথাযথ মাত্রা (LEVELS) বজায় রাখার দরকার আছে

AUTOCUE: স্টুডিওতে টিভি ক্যামেরার সামনে স্ক্রিপ্ট ভেসে ওঠে যে যন্ত্রে। এ জাতীয় আরেকটি ব্র্যান্ড হল অটো স্ক্রিপ্ট

ATMOSPHERE MICROPHONE: ঘটনা/বিষয় জাত প্রকৃত শব্দ, ধারণ কাজে যা ব্যবহৃত হয়

BETACAM: বহনযোগ্য পেশাদার ভিডিও ক্যামেরা

BUG: পর্দায় এক কোণায় সুপার ইম্পোজ করা টিভি চ্যানেল বা নেটওয়ার্কের ছোট লোগো

BUZZ TRACK: যেখানে ক্যামেরা চালানো হচ্ছে সেখানকার ন্যাচারাল শব্দ রেকর্ড করা হয় যে ট্র্যাকে বা চ্যানেলে

CLEAN SOUND: সঙ্গে কোনও মন্তব্য ছাড়াই কোনও ঘটনার চিৎকার শব্দ বা সংগীত

CLOSED CIRCUIT: কোন কিছু পরীক্ষা করা বা শোনার ব্যবস্থা যা প্রচার কাজে লাগে না

CUE: ১.প্রোগ্রাম শুরু বা শেষের পূর্ব নির্ধারিত সংকেত। অঙ্গ ভঙ্গি, আলো, শব্দ বা মিউজিকও হতে পারে ২. সরাসরি বা রেকর্ড করা কোনও বিষয় বা ঘটনার সূচনা বা প্রথম বাক্য

CUT: ১. তৈরি স্টোরি থেকে কোন শব্দ বা বিষয় বাদ দেয়া ২. যেখানটায় শেষ হবার কথা তার আগেই ইতি টানা। ছবি বা পিক্স এর প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত

COLOR BAR: ইলেকট্রনিকভাবে তৈরি সমপ্রস্থের নানা রংএর ৮টি দন্ড, যা ছবি ধারণ বা চালানোর আগে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত কোন ছবি আলাদা রাখার সুবিধার জন্য সেটি তোলার শুরুতে ও শেষে কালার বার রেকর্ড করা হয়

www.pathagar.com

COMMENTARY: চলতি কোন ঘটনার বয়ান। রেডিওতে বলা হয়, কাগজে ছাপা হয়

COMMMENTATOR: যিনি কমেন্টারি বয়ান করেন। কাগজে বলি ভাষ্যকার

CRAWLER/TICKER: লেটেস্ট খবর সংক্ষেপে দিতে টিভি পর্দায় ডান থেকে বামে চলমান যে রেখার ব্যবহার তাকে CRAWLER বা TICKER বলা হয়

CUT AWAY: দেখুন INSERT

DUB: এরিমধ্যে কোথাও ধারণ করা হয়েছে এমন শব্দ টেপে তুলে অনুলিপি বানানো/ ফের বাজানো শব্দ

ENG: ELECTRONIC NEWS GATHERING, খবর সংগ্রহের ক্যামেরা টীম। যেখানে একজন রিপোর্টার, এক ক্যামেরাপারসন

ERASE HEAD: টেপ রেকর্ডারের এমন অংশ যা টেপকে পরিচ্ছন্ন ও চৌম্বক শক্তিহীন করে

ECHO: কিছু সময় বাদে এটি করা হয় কৃত্রিম উপায়ে নয়তো শব্দের প্রতিফলন মাধ্যমে তা আবার বাজিয়ে..

ESTABLISHING SHOT: স্টোরির শুরুতে যুক্ত করার জন্য যে লং/ওয়াইড শট নিতে হয়। যাতে ঘটনা/বিষয়, পারিপার্শ্বিকতা দর্শকের কাছে পরিস্কার হবে। পুরো ঘটনাস্থল দেখানোর এই শটকে MASTER SHOT ও বলে

FLAFF: বুলেটিন বা অনুষ্ঠানকালীন মৌলিক ভুল, হতে পারে উচ্চারণগত

FRAME: ফিল্ম বা ভিডিও টেপে ধারণ করা ছবির একক। ফিল্মে ১ সেকেন্ডে ২৪ ফ্রেম। টিভি/ভিডিও ফরমেটে সংখ্যার হেরফের আছে। এদেশে ব্যবহৃত ফরমেটে ১ সে. = ২৫ ফ্রেম। আর ২ ফিল্ড মিলে পূর্ণ ছবি বা ফ্রেম হয়। লেন্স আগু পিছু করে ক্যামেরা ডানবাম করে দেখবার আওতা ঠিক করাকে বলে ফ্রেমিং

IN QUE: বিষয় বা স্টোরির শুরু বুঝাতে টেপের ওপর স্থান চিহ্নিত রাখা

LEVEL: উপস্থাপকের কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মাত্রা নিরূপনে প্রকৌশলীদের নেয়া পরীক্ষা

LINK: সংবাদপত্রের Intro বা Lead অর্থাৎ সূচনা পর্বের মতো আর কি। এই অংশটুকু প্রেজেন্টার বলবেন। এখানে মোদ্দা কথা জানিয়ে দিতে হয়। হওয়া চাই Sharp, Simple and Catchy. Story'র Outline বা Gist বলে কথা। একে Anchor ও বলে

MASTER TAPE: স্টোরি/বুলেটিন/অনুষ্ঠান সম্পাদনার পর যে টেপে ধারণ করা হয়

MIX: এক ছবি ফেড আউট করে আরেকটায় যাওয়া। ছবি+শব্দ সৃজনশীলভাবে এক করা

MICROPHONE: চালু কথায় মাইক। যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ তরঙ্গগুলিকে একইরকম শ্রবন ফিকোয়েন্সির তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করা হয়

MONITOR: ক্যামেরা বা ভিসিআর থেকে সরাসরি ছবি দেখার জন্য যে যন্ত্র

MOVE: টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে অনুলিপি পাঠানো

NARRATOR: অনুষ্ঠানে বিষয়ের বর্ণনাকারী বা বিষয়ের সরবরাহকারী

www.pathagar.com

OUT QUE: জুড়ে দেয়া অংশ বা অনুষ্ঠানের শেষ শব্দাবলী

OPTIONAL: বুলেটিনে খবর কম পড়ে গেলে অন্তর্ভূক্ত করা একটি বা কতকগুলো সংক্ষিপ্ত বিষয়

OVER RUN: নির্ধারিত অনুষ্ঠান সময় পেরিয়ে যাওয়া

OB VAN: OUTSIDE BROADCAST এর সংক্ষেপ ওবি। স্টেশন'র বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার। বেশ ক'টি ক্যামেরা, ছোট নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, ছোট ট্রান্সমিটার ব্যবহার। সিগন্যাল স্যাটেলাইট বা মাইক্রোওয়েভ লিংক মারফত সরাসরি স্টেশনে পাঠানো। আর এসব যে ভ্যানে রাখা, তাকে বলে ওবি ভ্যান

ON AIR: যখন সম্প্রচার চলছে

OOV: Out Of Vision— যেখানে রিপোর্টার উধাও, প্রেজেন্টার খবর বলে যাবেন দৃশ্যের পেছনে থেকে। একে VO (VOICE OVER) বলেও বোঝানো যেতে পারে

PACKAGE: সহজ কথায় যে স্টোরিতে রিপোর্টারের পর্দা উপস্থিতি থাকে– চেহারা না হোক অন্তত কণ্ঠে

PTC: পর্দা উপস্থিতির মধ্য দিয়ে রিপোর্টার যখন কোন ঘটনা বা বিষয়ের বিশেষ দিক নিয়ে বলেন বা আইটেমের ইতি টানেন, তাকে বলা হয় PTC. ক্যামেরায় তাকিয়ে এই কাজ সারতে হয় বলে, একে Stand Up ও বলে। আর আইটেমের শেষে রিপোর্টারের নাম ও অবস্থানের উল্লেখই হলো Pay Off

RECCE: স্টোরি বা অনুষ্ঠানের শুটিং স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জায়গা ঘুরে আসা। প্রাথমিক খোঁজ খবর

RUN ORDER: টিভি বুলেটিনে যাবে এমন স্টোরি/খবরের ক্রম (অর্থাৎ কোনটার পর কোনটা)। অনুষ্ঠানের বেলায় সময় উল্লেখসহ ধারাবাহিকভাবে বিষয়াদি বর্ননা

RECORDING HEAD: টেপ রেকর্ডারের অংশ বিশেষ যা শব্দকে টেপে সঞ্চারিত করে

RELAY: লাইনে বা/বেতারের সাহায্যে পাওয়া অনুষ্ঠানের কোন প্রচার বিষয়কে এক বা এআধিক কেন্দ্র মাধ্যমে প্রসারিত করা

Rip N' Read: টেলিপ্রিন্টার থেকে ছিঁড়ে নেয়া সংবাদ সংক্ষেপ সেভাবেই পড়ে শোনানো

RUNNING STORY: ক্রমাগত আগ্রহের কোন বিষয় যা সময়ের আবর্তে ঘটে চলেছে

SPOT: জনসচেতনতা বাড়াতে তথ্য/বার্তা সম্বলিত ছোট অনুষ্ঠান

STING: বুলেটিন/অনুষ্ঠান শুরুর জন্য মিউজিক-গ্রাফিকস চমক। আইটেমের একাংশ থেকে আরেকটায় যাবার জন্যও এ ব্যবহার হয়ে থাকে

STRINGER: চুক্তিভিত্তিক সংবাদকর্মী। কাজের ভিত্তিতে যিনি পারিশ্রমিক পান

SYNC: রিপোর্টের বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তির বক্তব্যের সুনির্বাচিত অংশকে বলে সাউন্ড বাইট বা সিংক। একে SOT (SOUND ON TAPE)/ Talking Head ও বলা হয়। প্রতি সিংক ২৫ সেকেন্ডে সীমিত রাখা উচিত। গুরুত্বপূর্ণ কোন ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এবং বিরোধমূলক বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষের বাইট নিতে হয়

www.pathagar.com

SIGNAL : তথ্য পাঠানোর একটি উপায়

SIG TUNE: বুলেটিন বা অনুষ্ঠানের শুরুতে যে মিউজিক বাজানো হয়

SLICE: দুই টেপ জোড়া দেওয়া

TOP LINE: এক কথায় মূল খবর জানিয়ে দেয়া। শিরোনাম হিসেবে প্রেজেন্টার যেটি উচ্চারণ করবেন। আইটেমটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকলে এই Top Line, Scroll বা Ticker হিসেবেও কাজে লাগানো যেতে পারে। টিকার হচ্ছে পর্দায় ডান থেকে বামে চলমান রেখায় সংবাদ সংক্ষেপ

TAIL: বুলেটিনের শেষে ফের সংবাদ সংক্ষেপ পড়ার রীতি

TRANSCRIPTION: চূড়ান্ত সম্পাদিত কোন অনুষ্ঠানের হুবহু লিখিত রূপ ফের প্রচারের জন্য আর কোন প্রচার সংস্থায় পাঠানো

TAPE EDITING: প্রচারের সময় ধারণকরা অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দেয়া

TRANSCRIPTION LAYOUT: প্রযোজনা ও প্রায়োগিক বা কারিগরি বিভাগের কর্মীদের ব্যবহারের জন্য কোন অনুষ্ঠান বিষয়ক লিখিত নির্দেশনা

UNDER RUN: নির্ধারিত সময়ের আগেই অনুষ্ঠানের ইতি

VOXPOP: কোন ইস্যুতে সমাজের নানা বয়স-পেশা-শ্রেণীর মানুষের ভাষ্যই Voxpop. এটি Voice of the people বা জনভাষ্যের সংক্ষেপ। জনঘনিষ্ঠ কোন রিপোর্ট বা ফিচার স্টোরির জন্য এর দরকার হয়

VOICE OVER/NARRATION: স্টোরি/ অনুষ্ঠানের বয়ান। ছবি+কণ্ঠস্বর। এখানে রিপোর্টার/ প্রেজেন্টারকে দেখা যাবে না

WHITE BALANCE: আলোর মাত্রার হেরফেরের সাথে সাথে সাদা বস্তু (কাগজ/দেয়াল) ক্যামেরার সামনে ধরে মেমোরিতে রাখা। বিভিন্ন বস্তুর রং এর হেরফের এড়াতে এটি করা হয়

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়: প্রেসক্লাব কোলকাতার সাবেক সভাপতি, আনন্দ বাজার পত্রিকার সাবেক বিশেষ সংবাদদাতা, আসাম বিশ্ববিদ্যালযের সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক ডীন

ড. আনিসুজ্জামান, অভিজিৎ দাশ গুপ্ত, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, কবি আবু বকর সিদ্দিক, গোলাম মুরশিদ, ড. সাখাওয়াত আলী খান, কবি রফিক আজাদ, প্রয়াত কবি সমুদ্র গুপ্ত, মাহবুব তরফদার, কবি জাহাঙ্গীর ফিরোজ, নাজমুল আশরাফ এবং গণউন্নয়ন প্রস্থাগার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকৃতিগতভাবেই তিনি একজন শিল্পী। বলেন বেশ গুছিয়ে। সহজ সরলভাবে। লেখালেখি, সাংবাদিকতা, আবৃত্তি, অভিনয়, অনুষ্ঠান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ-বিচরণ নানা আঙ্গিনায়। জন্ম এই রাজধানী শহরে। অ্যাকাডেমিক পড়াশুনা ইতিহাস এবং গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতায়। পেশাগত জীবনে যুক্ত থেকেছেন জনকণ্ঠ, ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর, লন্ডনের চ্যানেল এস, ভারতের তারা নিউজ এবং বৈশাখী টেলিভিশনে। সম্পাদনার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। রিপোর্টিং করেছেন আইন, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ বিভিন্ন বীটে। সংস্কৃতি-সংযোগ-সৃজন নেটওয়ার্ক-মিডিয়া মিউজ এর প্রধান উদ্যোক্তা তিনি। সংস্কৃতি ও বিনোদন সাময়িকী আনন্দ আনলিমিটেড'র সম্পাদক। বিশেষ আগ্রহের বিষয় চলচ্চিত্র। স্বপ্ন দেখেন বদলে যাওয়া সমাজের এবং নতুন দিনের ছবি নির্মাণের।

www.pathagar.com

এভাবে এর আগে আর কেউ বলেননি। মিডিয়ার ভালো মন্দ নিয়ে। আমাদের সাংস্কৃতিক দৈন্য নিয়ে। অনেকে বলতে গিয়ে দ্বিধার বেড়িতে জড়িয়ে পড়েন। শাহেদ জাহিদী তাদের দলে নেই। একবারেই অকপট। কোনও দল ফোরাম গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার অ্যাসাইনমেন্ট নেয়ার লোক না তিনি। তাই বলতে পারেন, শাদাকে শাদা, কালোকে কালো। আমাদের মিডিয়াকে যারা জানতে চান বুঝতে চান, যারা চান নির্মোহ পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট। তাদের জন্য অবশ্য পাঠ্য এই বই। সংবাদ মাধ্যমে যারা কাজ করছেন, করতে চান যারা এবং বিশেষ করে রাজধানীর বাইরের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সংবাদকর্মীদের জন্য এটি হতে পারে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।

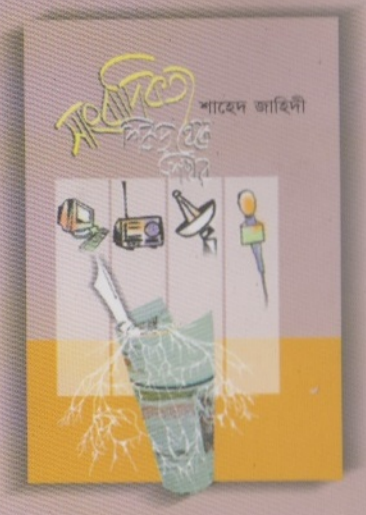

ISBN 984-70090-0012-6